SANDARBHAHAR

BY

SRIPATI KAVIRATNA,

Head Pandit, South Suburban School, Bhawanipur

AND

PRAMATHA NATH KAVYATIRTHA,

Head Pandit, Serampur Union Institution.

সন্দর্ভহার

শ্রীশ্রীপতি কবিরত্ন

ও
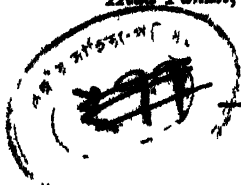
শ্রীপ্রমথনাথ কাব্যতীর্থ

প্রণীত

Calcutta:

S. K. LAHIRI & Co.,

1896

অবতরণিকা।

—(:o:)—

বালকগণের নৈতিকচরিত্র সংগঠিত করিতে হইলে, স্বদেশীয় উপাদান সংগ্রহ করা অতীব প্রয়োজনীয়। স্বদেশের পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতিতে বর্ণিত নরনারীর চরিত্র সহজেই হৃদয়মুকুরে প্রতিফলিত হয়। ইহাতে সুকুমারমতি বালকবৃন্দের চরিত্রোৎকর্ষসাধনে সবিশেষ সাহায্য হইয়া থাকে। বহুদিন হইতে অধ্যাপনাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায়, ইহার সত্যতাসম্বন্ধে আমাদের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে। সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, আমরা রামায়ণ, মহাভারত, চৈতন্যচরিতামৃত, ললিত-বিস্তর, অশোক-অবদান, নাগানন্দ, রাজস্থান, বঙ্গেতিহাস, ও বিজ্ঞান অবলম্বন করিয়া 'সন্দর্ভহার' প্রণয়ণ করিলাম। ইহার কোন সন্দর্ভই গ্রন্থবিশেষের অনুবাদ নহে। অনেক-গুলি জ্ঞাতব্যবিষয় পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইল। 'সন্দর্ভহার' বালকগণের শিক্ষাসৌকর্য্য সম্পাদন করিলে পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি সম্বৎ ১৯৫৩।

শ্রীশ্রীপতি শর্ম্মা
শ্রীপ্রমথনাথ শর্ম্মা

সূচীপত্র।

সন্দর্ভহার।

শাক্যসিংহের গৃহত্যাগ।

মহাসমারোহে মহারাজ শুদ্ধোদন দণ্ডপাণিসুতা গোপার সহিত কুমার সিদ্ধার্থের পরিণয়কার্য্য সম্পাদন করিলেন। সমগ্র কপিলবাস্তনগর আনন্দহিল্লোলে পূর্ণ হইল। নববধূ গোপার অসামান্য সৌন্দর্য্য ও গুণ-গ্রামে যুবরাজ সিদ্ধার্থ মোহিত হইলেন। পশুহিংসা দূর করিবার জন্য যিনি ধরাতলে অবতীর্ণ, সর্ব্বজীবে দয়াপ্রকাশ যাঁহার জীবনসাগরের ধ্রুবতারা, আজ তিনি স্বেচ্ছায় সে সমস্ত কথা বিস্মৃত হইয়া প্রাকৃত মানবের ন্যায় সংসারসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। নীলগগনোপরি সতত বিহরণশীল বিহঙ্গম স্বেচ্ছায় জালনিবদ্ধ হইল। মদমত্ত করিবর স্বকরাকৃষ্ট শৈবালদামে রুদ্ধ হইল। পিতা, মাতা, অমাত্যবর্গ ও প্রজা-পুঞ্জ সিদ্ধার্থকে সংসারাসক্ত দেখিয়া অপার আনন্দনীরে নিমগ্ন হইলেন। রাজকুমারের বাসের জন্য বিচিত্রকারুকার্য্যরচিত প্রাসাদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তাহার চতুর্দিক পুষ্পোদ্যান ও স্বচ্ছসলিলপরিখায় পরিবেষ্টিত ছিল। বীণা-মুরজ-মন্দিরার মধুরনিক্কণমিশ্রিত রমণীকণ্ঠোত্থিত সুললিত সঙ্গীতরব বাতায়নমার্গে দিয়া বহির্গত হইয়া সেই কুসুমসুরভি উদ্যানে সুধাবর্ষণ

করিত ও পরভৃতগণকে বিলজ্জিত করিত। সেই মনোহর স্থান যেন আনন্দের চিরনিকেতন, বিলাসের রঙ্গস্থলী, ও শান্তিতটিনীর পবিত্র উৎসস্বরূপ ছিল। তাহার মধ্যে যেন জরামরণ স্থান পাইত না, দরিদ্রতা প্রবেশ করিতে পারিত না। কোকিলকণ্ঠীগণের সুমধুর সঙ্গীত, ও নবযৌবন-সুলভ হাস্যের প্রতিধ্বনি ভিন্ন, অন্য কোন শব্দ যেন তাহার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে সাহসী হইত না। অবিরল সুখ, শান্তি ও নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ঋতুর পর ঋতু, ও বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতে লাগিল। রমণীললামভূতা রাজবধূ গোপা অপূর্ব্ব-সৌন্দর্য্যশালী রাহুল নামে এক পুত্র প্রসব করিলেন। আবার রাজপুরী উৎসবময়ী হইল। নবকুমারের কমলকোরকপ্রতিম বদন, মৃণালকোমল বাহুদ্বয়, রক্তগর্ভ করতল, আকর্ণবিশ্রান্ত বিলোচনযুগল, এবং পকবিম্ববৎ ওষ্ঠপুট দর্শনে সিদ্ধার্থ মোহিত হইলেন। মহারাজ শুদ্ধোদন ভাবিলেন, এত দিনে কুমার অপত্যস্নেহ-পাশে দৃঢ়বদ্ধ হইলেন।

একদা নিশীথসময়ে সিদ্ধার্থ প্রাসাদে গভীর নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছেন, এমন সময়ে সহসা তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। রমণীকণ্ঠোত্থিত অশ্রুতপূর্ব্ব সঙ্গীত তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। রমণী গাইতেছে—

"রাজকুমার! জরাগ্রস্তের দীর্ঘনিশ্বাসে, ব্যাধিতের যন্ত্রণাসূচক চীৎকারে, বিয়োগীর বিলাপরবে, জগৎ ব্যাপ্ত হইয়াছে। এই সময়ে আপনার শয়ন করিয়া থাকা উচিত নহে। প্রবুদ্ধ হউন, এবং জগতের এই শোচনীয় পরিণাম হইতে মানবগণকে রক্ষা করিবার জন্য আপনার মঙ্গলময় কর প্রসারিত করুন। নির্ঝর হইতে পতনোন্মুখ বারিবিন্দু যেমন ক্ষণকালের জন্য বিবিধ-বর্ণবিভূষিত ইন্দ্রধনুর ন্যায় পরিলক্ষিত হইয়া ও ক্ষণকাল লোকলোচনের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া বহ্নিম্নে পতিত হয়, সেইরূপ মানবগণ কিছুকালের

জন্ম রূপ, গুণ ও যশে বিভূষিত হইয়া জরামৃত্যুর অধিকারে পদার্পণ করে। কুসুমের সুগন্ধ যেমন প্রতিপবনহিল্লোলে অলক্ষিত ভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, মনুষ্যের সৌন্দর্য্য সেইরূপ প্রতিমুহূর্ত্তে, প্রতিপলে, প্রতিদণ্ডে, প্রতিদিনে, প্রতিমাসে, প্রতিবৎসরে বিকৃত হইতেছে। নির্জন বনস্থলীতে ব্যাঘ্রী যেমন নির্ভীকহৃদয়ে হরিণশাবককে আক্রমণ করিয়া করায়ত্ত করে, এই সংসারে জরাও সেইরূপ যৌবনমাধুরীকে কবলিত করে। বর্ষাসারসিক্ত হইয়া নিদাঘতাপ যেমন বিলুপ্ত হইয়া যায়, বসন্তপবনের সুমন্দহিল্লোলস্পৃষ্ট হইয়া শিশিরশোভা যেমন বিদায় গ্রহণ করে, জরার আগমনে কান্তি, পুষ্টি, বুদ্ধি, মেধা সকলেই সেইরূপ ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হয়। মালুলতা যেমন বিশাল শালমহীরুহকে বেষ্টন করিয়া শুষ্ক করিয়া ফেলে, জরাও সেইরূপ আমাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া জীর্ণ করিয়া দেয়। রঙ্গালয়ে যেমন যবনিকা পতনের পূর্ব্বে ঘন ঘন দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হয়, মনুষ্যের মরণের পূর্ব্বেও সেইরূপ কতবার তাহার দশান্তর হইয়া থাকে। আজ যে ফুল্লারবিন্দ-বদন শিশু, কাল সে বীর্য্যবান যুবা, পরদিন সে প্রশান্তমূর্ত্তি প্রৌঢ়, এবং তৎপরে পলিতকেশ বৃদ্ধ। যুবরাজ! আর কতকাল নিদ্রা যাইবেন? জাগরিত হইয়া জগতের প্রকৃতভাব অবলোকন করুন। কি কার্য্য করিতে আগমন করিয়াছেন একবার তাহার অনুধাবন করুন। আপনি জাগরিত না হইলে, আপনার মোহনিদ্রা ভঙ্গ না হইলে, জগৎকে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর করাল কবল হইতে কে রক্ষা করিবে?"

নীরব নিশীথসময়ে পুরমধ্যে সেই রমণীকণ্ঠোত্থিত সঙ্গীত কুসুমসুরভি নৈশপবনে কাঁপিয়া কাঁপিয়া আকাশে মিশাইল; কিন্তু সিদ্ধার্থের হৃদয়ে এক নূতন সঙ্গীতস্রোত বহিতে লাগিল। গীতাবসানে বীণা নীরব হইল, সিদ্ধার্থের হৃদয়বীণা কিন্তু কি এক অপূর্ব্ব নিনাদে নিনাদিত হইতে

লাগিল। জীবনের উদ্দেশ্য তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। চিরবিস্মৃত কর্ত্তব্যপথে তাঁহার লক্ষ্য হইল।

সেই দিবস হইতে সিদ্ধার্থ পুনর্ব্বার গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। নীলনভোমণ্ডলে পুনর্ব্বার মেঘসঞ্চার দেখিয়া মহারাজ শুদ্ধোদন, বিমাতা গৌতমী, এবং পতিপ্রাণা গোপার অন্তরাত্মা বিকম্পিত হইল।

একদিন অপরাহ্নে যুবরাজ সিদ্ধার্থ নগরোপকণ্ঠস্থিত উপবনে ভ্রমণ করিবার জন্য রথারূঢ় হইয়া উত্তরতোরণাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ছন্দক নামক সারথি রথচালন করিতে লাগিল। তেজস্বী ঘোটক চতুষ্টয় খুরাঘাতে রাজপথ কম্পিত করিয়া তীব্রবেগে ধাবিত হইল। অপরাহ্ণ সমীরণ বৃক্ষপত্র ও রথপতাকা কম্পিত করিয়া যুবরাজের ললাটের স্বেদাপনোদন করিতে লাগিল। অকস্মাৎ একব্যক্তি যুবরাজের নয়ন পথে পতিত হইল। তাহার মস্তকের কেশজাল ও ভ্রূযুগল পলিত, চর্ম্ম লোল, দেহযষ্টি অর্দ্ধভগ্ন, সর্ব্বশরীর শিরায় পরিব্যাপ্ত। মাংসাভাবে পঞ্জরের প্রত্যেক অস্থি দূর হইতে পরিলক্ষিত হইতেছিল। যষ্টির উপর শীর্ণ দেহভার রক্ষিত করিয়া বৃদ্ধ অতিকষ্টে কম্পিত কলেবরে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। জ্যোতির্বিদ্‌বাক্যে মহারাজ শুদ্ধোদন যাহাতে জরাগ্রস্ত, ব্যাধিত, মৃত ও ভিক্ষুক সিদ্ধার্থের সম্মুখে আসিতে না পারে তদ্বিষয়ে প্রহরিগণকে বিশেষ সতর্ক করিয়াছিলেন; সুতরাং সিদ্ধার্থ এ পর্য্যন্ত জরাজীর্ণ মানব দেখেন নাই। এই অদৃষ্টচর মানবমূর্ত্তি দেখিয়া সহসা তাঁহার হৃদয় আকুলিত হইয়া উঠিল। অতীত স্বপ্নের ন্যায় কি এক অস্পষ্ট ছায়া তাঁহার স্মৃতিপথে পতিত হইল। সোৎসুকচিত্তে সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছন্দক! সম্মুখে কে আসিতেছে? এরূপ মূর্ত্তি আমি এ পর্য্যন্ত ত দেখি নাই। ঐ ব্যক্তি প্রতি পাদবিক্ষেপে সাতিশয় কষ্ট প্রকাশ করিতেছে কেন? উহার

শরীর শীর্ণ, চর্ম্ম লোল, কেশকলাপ শুক্ল, মুখ দন্তহীন এবং দেহ অর্দ্ধভগ্ন কেন? একি মনুষ্য না অপর কোনও জীব?"

সারথি বিনীতভাবে উত্তর করিল, "কুমার! আপনি সম্মুখে যাহাকে দেখিতেছেন ঐ ব্যক্তি জরাগ্রস্ত। জরা মানবদেহ আক্রমণ করিলে দেহের আর সামর্থ্য থাকে না। ইন্দ্রিয়নিচয় ক্রমে ক্রমে হীনবীর্য্য হইতে থাকে; সুতরাং মনুষ্যও ক্রমশঃ সকল বিষয়ে সামর্থ্যহীন হয়।"

সারথির বাক্য শ্রবণ করিয়া সিদ্ধার্থের সর্ব্বশরীর কম্পিত হইল। পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনুষ্যমাত্রেরই কি ঐরূপ অবস্থা হইয়া থাকে? অথবা ইহা ঐ ব্যক্তিরই কুলধর্ম্ম?" সারথি উত্তর করিল, "কুমার ইহা জীবদেহের সাধারণ ধর্ম্ম; সুতরাং ইহা সকলেরই হইবে। ইহার কাছে ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী, মূর্খ, বিচার নাই। আপনার পূর্ব্বপুরুষগণ জরাগ্রস্ত হইয়াছিলেন। প্রবল প্রতাপ মহারাজ শুদ্ধোদন, ভুবনসুন্দর আপনি, গুণশালিনী রাজবধূ ও কুসুমসুকুমার আয়ুষ্মান্ রাহুল, সকলকেই একদিন ইহার অধিকারে পদার্পণ করিতে হইবে।" সিদ্ধার্থ ব্যাকুল ভাবে বলিলেন, "রথ প্রত্যাবর্ত্তিত কর।" সারথি আজ্ঞাপালন করিল।

সিদ্ধার্থ গৃহে গমন করিয়া গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। মহারাজ শুদ্ধোদন এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। পুনর্ব্বার যাহাতে জরাজীর্ণ, ব্যাধিত, মৃত ও ভিক্ষুক কুমারের সম্মুখে আসিতে না পারে, তজ্জন্য প্রহরিগণকে বিশেষরূপে সাবধান করিয়া দিলেন ও সিদ্ধার্থকে আপনার নিকটে আনয়ন করিয়া বহুবিধ সুমধুর উপদেশ দানে তাঁহার দুশ্চিন্তাপনোদন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। সিদ্ধার্থ অধোবদনে পিতৃবাক্য শ্রবণ করিলেন, কিন্তু চিন্তা পরিহার করিতে পারিলেন না।

আর একদিন যুবরাজ রথারোহণে দক্ষিণতোরণাভিমুখে ভ্রমণে বহির্গত

হইলেন। দৈবযোগে এক রুগ্ন মানব তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। প্রবল জ্বরে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছে। নেত্রদ্বয় আরক্ত; মুহুর্মুহু বমন ও কুন্থন করিতেছে এবং নাসিকা হইতে দীর্ঘশ্বাস বহির্গত হইতেছে; পীড়ার ভীষণ যন্ত্রণায় কখনও বা বৃক্ষতলে শয়ন, কখনও বা উপবেশন করিতেছে; কখনও বা দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়া পুনর্ব্বার উপবেশন করিতেছে।

তাহাকে দেখিয়া সিদ্ধার্থ ব্যাথিতচিত্তে সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছন্দক! এ ব্যক্তি ও রূপ করিতেছে কেন"? সারথি নম্রস্বরে উত্তর করিল, "কুমার! ঐ ব্যক্তি পীড়িত। উহার জীবনদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়াছে। মানবদেহ সকল সময়ে সুস্থ থাকে না। পীড়ার তীব্র যন্ত্রণায় সকলেই এরূপ কাতর হইয়া থাকে। অদ্য আমি সুস্থদেহে আপনার রথচালন করিতেছি, পীড়াহইলে আমাকেও ঐ রূপ যন্ত্রণায় কাতর ও কর্ম্মাক্ষম হইতে হইবে।" সিদ্ধার্থ রথ প্রত্যাবর্ত্তিত করিতে আজ্ঞা করিলেন। সারথি আদেশ পালন করিল। সিদ্ধার্থ গৃহাগমন করিয়া পুনর্ব্বার চিন্তানিমগ্ন হইলেন।

আর একদিন সিদ্ধার্থ রথারোহণে পশ্চিমতোরণাভিমুখে ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, কতকগুলি লোক খট্টাশায়িত এক ব্যক্তিকে বহন করিয়া আনিতেছে, ও তাহাদের পশ্চাতে কতকগুলি লোক বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে গমন করিতেছে। এই শোকাবহ দৃশ্য দর্শনে সিদ্ধার্থের আপাদ-মস্তক কম্পিত হইল। তিনি বাষ্পাকুললোচনে সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছন্দক! একি দেখিতেছি? ঐ ব্যক্তি খট্টাশায়িত কেন? উহার আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত কেন? উহাকে খট্টার সহিত কেনইবা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে? উহার সঙ্গিগণ হাহাকার করিতেছে কেন? এতদ্দিন পর্য্যন্ত এরূপ শোকাবহ দৃশ্য কখনও ত দেখি নাই। বসন্তসমাগমে প্রকৃতি

হাস্যময়ী। নভোমণ্ডল গভীর নীলিমায় বিভূষিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভাধারণ করিয়াছে। পাদপকুল কিসলয়ভূষিত হইয়া বসন্তসমীরণে ঈষৎ কম্পিত হইতেছে। রাজহংসমালা সরোবর আনন্দলহরীপূর্ণ করিয়া নীলসলিলে সানন্দে সন্তরণ করিতেছে। চতুর্দিক সুমধুর পিকস্বরে প্রতিধ্বনিত ও বিকসিত কুসুমামোদে আমোদিত। এই আনন্দ পূর্ণ দৃশ্যের মধ্যে শোকাবহ হৃদয়ভেদী দৃশ্য দেখিতেছি কেন?"

বিনয়নম্রস্বরে সারথি উত্তর করিল, "কুমার! ঐ খট্টাশায়িত ব্যক্তির প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে। এক্ষণে উহার দেহ জড়বৎ ও কার্য্যাক্ষম হইয়াছে। এক্ষণে ঐ শরীর গৃহে রাখিলে উহা হইতে পূতিগন্ধ বহির্গত হইবে। এইজন্য ঐ ব্যক্তির আত্মীয়গণ উহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিবার নিমিত্ত শ্মশানে লইয়া যাইতেছে, এবং উহার জীবলীলা শেষ হইল, এ সংসারে উহাকে আর দেখিতে পাইবে না বলিয়া, আত্মীয়গণ শোকে হাহাকার করিতেছে।" সারথির বাক্য শ্রবণ করিয়া সিদ্ধার্থ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছন্দক! এই মৃত্যু কি সকলেরই হইয়া থাকে?" পুনর্ব্বার সারথি বিনীতভাবে বলিল, "কুমার! এই পাঞ্চভৌতিক মানবদেহের ইহাই পরিণাম। বৃক্ষে ফল জন্মিলে, যেমন একদিন তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী, সেইরূপ জন্মগ্রহণ করিলে, জীবের মৃত্যু অনিবার্য্য। আপনার পূর্ব্বপুরুষগণের কথা স্মরণ করুন। তাঁহারা সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য ভোগ করিয়া ও অপ্রতিহতপ্রভাবে শাসনদণ্ড পরিচালিত করিয়া যথাকালে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছেন। তরঙ্গিণী যেমন সাগরাভিমুখে সতত ধাবিতা, জীবগণও সেইরূপ কালসাগরাভিমুখে নিয়ত অগ্রসর হইতেছে।" দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধার্থ বলিলেন' "রথ প্রত্যাবর্ত্তন কর, এই ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্য জীবন সুখভোগে ব্যয়িত করিতে চাই না।" রথ প্রত্যাবর্ত্তিত হইল। যুবরাজ চিন্তাকুল চিত্তে গৃহগমন করিলেন।

আর একদিন সিদ্ধার্থ রথারোহণে পূর্ব্বতোরণাভিমুখে ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে একজন সন্ন্যাসী তাঁহার সম্মুখে আগমন করিলেন। তাঁহার পরিধান গৈরিকরঞ্জিত বসন, সর্ব্বাঙ্গ তেজঃপুঞ্জশালী ও বিভূতিভূষিত, মস্তকে জটাকলাপ, স্কন্ধে ভিক্ষাপাত্র, এবং হস্তে কমণ্ডলু। সন্ন্যাসীর প্রশান্ত মূর্ত্তি দর্শনে আনন্দিত হইয়া সিদ্ধার্থ সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছন্দক! এই মহাপুরুষ কে? আহা! কি সৌম্য মূর্ত্তি! মুখের কি পবিত্র ভাব! বোধহয় ইঁহার ন্যায় সুখী জগতে কেহ নাই"।

সারথি উত্তর করিল, "কুমার! ইনি সন্ন্যাসী। ইনি আত্মীয়বর্গ, গৃহ ও বিষয়বাসনা পরিহার করিয়া জগদীশ্বরের আরাধনায় জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন, এবং নানাস্থানে পর্য্যটন করিতেছেন। এক্ষণে তরুতলই ইহার আবাসস্থান, জগতের যাবতীয় মনুষ্যই আত্মীয়, ভিক্ষাই জীবিকা, এবং আত্মোন্নতি ও পরোপকারই এক মাত্র কর্ত্তব্য"।

সিদ্ধার্থ আনন্দপূর্ণস্বরে বলিলেন "ছন্দক! এতদিনে জানিলাম ঐ সন্ন্যাসীর ন্যায় হইতে পারিলে সংসারে যথার্থ সুখী হওয়া যায়। রাজ্যভোগে চিত্তের শান্তি সম্পাদন করা যায় না। রাজ্যেশ্বর যদি প্রজার জরা, ব্যাধি, ও মৃত্যু ক্লেশ দূর করিতে অসমর্থ হন, তবে বৃথা রাজোপাধির প্রয়োজন কি? রথ প্রত্যাবর্ত্তিত কর"। রথ প্রত্যাবর্ত্তিত হইল। সিদ্ধার্থ গৃহে গমন করিলেন।

দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু সিদ্ধার্থের চিন্তার বিরাম হইল না। প্রভাতে উদ্যানের নিভৃত তরুতলে বসিয়া চিন্তামগ্ন হন, ক্রমে মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, সেই ভাবেই অতিবাহিত হয়। গোধূলির অনতি গাঢ় অন্ধকার ক্রমে জগতীতল আবৃত করে, তথাপি চিন্তার শেষ হয় না। একবার ভাবেন সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইব, পরক্ষণেই স্নেহময় পিতা, স্নেহময়ী

বিমাতা ও পতিপ্রাণা পত্নীর কথা মনে হয়, সে চিন্তা ত্যাগ করেন। পুনর্ব্বার জরাব্যাধিশোকজর্জ্জরিত ব্রহ্মাণ্ডের নর নারী ও যজ্ঞে অসংখ্য প্রাণি হিংসা মনে হয়; চক্ষু হইতে অশ্রুধারা গলিত হইয়া ভূমিতল সিক্ত করে। হৃদয়ে অসংখ্য বৃশ্চিকদংশনযন্ত্রণা অনুভব করেন। অবশেষে প্রতিজ্ঞা করিলেন, সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন। পিতা মাতা পত্নীর আনন্দ বর্দ্ধন, জরাব্যাধিপ্রপীড়িত নিখিল নর নারীর দুঃখ মোচনের নিকটে নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইল।

রজনীর দ্বিতীয় যাম অতীত হইয়াছে। সমগ্র কপিলবাস্তু গভীর নিদ্রায় অভিভূত; কেবল প্রহরীর চিৎকারে দিগ্‌দিগন্ত ও হর্ম্ম্যাবলী প্রতিধ্বনিত হইতেছে। অন্ধকারের বিরাটগহ্বরে কপিলবাস্তু যেন ধ্যানমগ্ন যোগীর ন্যায় অবস্থিত। রাজপুরী নিস্তব্ধ। এই সময়ে কুমার সিদ্ধার্থ আপনার শয়নকক্ষে শয্যোপরি উপবিষ্ট হইয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। সিদ্ধার্থের দেহ ও নেত্রদ্বয় স্পন্দহীন। কেবল মধ্যে মধ্যে তাঁহার সুদীর্ঘ নিশ্বাসে সমীপবর্ত্তিদীপশিখা কম্পিত হইতেছিল। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে, সিদ্ধার্থ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ললাটের স্বেদ মার্জ্জন করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন, "জরা ব্যাধি ও মৃত্যু প্রপীড়িত সংসারে সুখ নাই। তথাপি জীবগণ খদ্যোতস্ফুরণবৎ ক্ষণস্থায়ী সুখ পাইবার জন্য লোলুপ। মানবজীবন এই দীপশিখার ন্যায় কিছুকাল প্রজ্বলিত হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হয়। যখন মনে হয় অসংখ্য মানব জরা ব্যাধি প্রপীড়িত হইয়া মৃত্যুর করাল গ্রাসে নিত্য প্রবিষ্ট হইতেছে, তখন হৃদয়ে সহস্র সহস্র বৃশ্চিকদংশন-যন্ত্রণাপেক্ষা অধিকতর যন্ত্রণা আবির্ভূত হইয়া আমাকে অস্থির করে। এই জরা ব্যাধি মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে উদ্ধার পাইবার অবশ্যই কোন উপায় আছে। সেই অজ্ঞাত উপায়োদ্ভাবনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিব। যদি কখনও

সফলমনোরথ হই, তবেই গৃহে প্রত্যাগমন করিব। নতুবা এই পর্য্যন্ত।”

এই বলিয়া সিদ্ধার্থ কক্ষহইতে বহির্গত হইলেন ও নিঃশব্দপদসঞ্চারে গমন করিয়া পত্নীর গৃহের দ্বার ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটন করিলেন। আলোকাধারে হৈম প্রদীপ জ্বলিতেছে। দুগ্ধফেননিভ শয্যায় তাঁহার পত্নী গোপা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা। নৈশ সমীরণ অদূরস্থ উদ্যানের অর্দ্ধবিকসিত কুসুম সৌরভ বহন করিয়া নিদ্রিতা গোপার অলকরাজি কম্পিত করিতেছে। প্রফুল্ল কমলোপরি যেন ভ্রমর পংক্তি উড়িতেছে। গোপার বাম পার্শ্বে তাঁহার পুত্র রাহুল নিদ্রিত। উষার লোহিত রাগে দরবিকসিতপঙ্কজবৎ তাহার বদনের অসামান্য প্রভায় দীপশিখা যেন ম্লান হইয়াছে। সিদ্ধার্থ কিয়ৎক্ষণ অনিমেষ লোচনে নবকুমারের স্বর্গীয় মাধুরীপূর্ণ বদন নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, “আহা! পাছে মায়াপাশে আবদ্ধ হইয়া সংসার ত্যাগ করিতে না পারি, এই আশঙ্কায় এই শিশুকে একদিনও ভাল করিয়া আদর করি নাই। এই শিশু যাঁহার অলৌকিক মাধুর্য্যের অস্ফুট প্রতিবিম্বমাত্র, জানি না তিনি কতই মনোহর!” পরে গোপার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, “বৃক্ষের একটী পত্রকেও কম্পিত দেখিলে, বৃক্ষাশ্রিতা ব্রততীর ক্ষুদ্র হৃদয় যেমন আশ্রয়নাশভয়ে প্রতিক্ষণে কম্পিত হইতে থাকে, তদ্রূপ গোপা আমাকে কিছুমাত্র চিন্তিত দেখিলে প্রতিক্ষণে প্রমাদ গণনা করিয়া থাকেন। জাগরিতা হইয়া যখন দেখিবেন আমি গৃহে নাই তখন হাহাকারে গৃহ বিদীর্ণ করিবেন। পিতা মাতা প্রভাতে আমার গৃহত্যাগবার্ত্তাশ্রবণে মর্ম্মাহত হইয়া কতই বিলাপ করিবেন। প্রজাবর্গই বা কত রোদন করিবে। রাত্রি প্রভাত হইলে কপিলবাস্তু নগরের দৃশ্য কি শোকাবহ হইবে। আমি ইহার মূলীভূত। পিতা, মাতা, ভার্য্যা, ও প্রকৃতিবর্গের কল্পনালোকিত ভবিষ্যদ্‌গগন আমিই ঘনান্ধকারে আবৃত করিলাম। যাহাহউক আর বিলম্ব করিব না, ক্রমেই নিশা-

বসান হইতেছে। দীপশিখা ক্রমেই ক্ষীণপ্রভা হইতেছে।” এই বলিয়া সিদ্ধার্থ ধীরে ধীরে দ্বারোদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক বহির্গত হইলেন ও বহির্দেশ হইতে নিঃশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

সংসারের মোহপাশ ছিন্ন করিতে লোকাতিগ শক্তির প্রয়োজন। যতই মমতা হইতে দূরে পলায়ন করিবার জন্য আমরা প্রয়াস পাই, মমতা আমাদিগকে ততই কঠিনতর বন্ধনে আবদ্ধ করে। সিদ্ধার্থের তাহাই ঘটিল। একবার বৈরগ্যবশতঃ এক এক পদ অগ্রসর হন, পুনর্ব্বার আজন্মসহচরী মায়ার বশবর্ত্তী হইয়া পশ্চাৎপদ হন। অবশেষে মায়ার পরাজয় হইল।

সিদ্ধার্থ অগণিত তারকামণ্ডিত আকাশমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। বোধ হইল যেন; দেবগণ তাঁহাকে শুভকার্য্যে প্রোৎসাহিত করিতেছেন। সুনীল গগন প্রাসাদের তারকাগবাক্ষ উদ্‌ঘাটিত করিয়া সুরবালাগণ তাঁহার প্রতি প্রীতিবিস্ফারিতনেত্রে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। যজ্ঞবেদিতে নিহত অগণিত পশু সকরুণপ্রার্থনাপূর্ণনয়নে অহিংসা ঘোষণ করিতে তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে, জরা, ব্যাধি, মৃত্যুশোকে জর্জ্জরিত মানবনিকর বিরাট আর্ত্তনাদ করিয়া তাঁহার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছে। সিদ্ধার্থ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। রণদুন্দুভি যেমন বীরহৃদয়ে নূতন আবেগস্রোত প্রবাহিত করে, পূর্ব্বোক্ত কল্পনাও তাঁহার মনে নূতন উৎসাহ প্রদান করিল। সিদ্ধার্থ পিতামাতার চরণোদ্দেশে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাদের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া একবার অর্দ্ধবিকসিত পঙ্কজবৎ রাহুলের মুখখানি চুম্বন করিতে ইচ্ছা করিলেন। এমন সময়ে রজনীর তৃতীয়যামতূর্য্য প্রাসাদের নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া বিঘোষিত হইল। সিদ্ধার্থ চমকিত হইলেন। দেখিলেন প্রভাতের আর অধিক বিলম্ব নাই। পূর্ব্বগগনে শুক্রগ্রহ উদিত হইয়া উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছে, বিকসিতনবমল্লিকাসৌরভ-

বাহী প্রভাত সমীরণ তাঁহার লালটের স্বেদকণিকা অপনোদন করিতে লাগিল।

অশ্বশালাহইতে এক বেগবান তুরঙ্গম লইয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। অশ্বপাল তাঁহার সঙ্গে গমন করিতে লাগিল। অশ্বপৃষ্ঠে বহুপথ অতিক্রম করিয়া সিদ্ধার্থ অশ্বহইতে অবতরণ করিলেন। তখন প্রভাত হইয়াছে; প্রাচীদিগ্বিভাগে আলোহিত কিরণচ্ছটা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রভাতের শান্তালোকে শাক্যসিংহের মুখমণ্ডল স্বর্গীয় শোভায় মণ্ডিত হইল। তিনি সস্নেহসম্ভাষণে অশ্বপালের নিকট বিদায় চাহিলেন। অশ্বপাল কুমারের পদদ্বয় ধারণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "কুমার! কপিলবাস্তু নগর শোক সাগরে নিমজ্জিত করিয়া যাইবেন না। শারদীয় পৌর্ণমাসী যামিনীকে অন্ধতামসাচ্ছন্ন করিবেন না। স্নেহময় বৃদ্ধ পিতা মাতা, পতিপ্রাণা পত্নী ও ভক্তিপূর্ণ প্রজাপুঞ্জের মুকুলিতা আশালতা উন্মূলিত করিবেন না। আপনার মধুর মূর্ত্তি দর্শন করিলে পুত্রশোকাতুরা জননীর শোকভার, রোগীর তীব্র যন্ত্রণা প্রশমিত হয়। ঘোর নৃশংসের কঠোর হৃদয়ও দ্রবীভূত হয়। শৈশব কাল হইতে আপনার সেবায় নিযুক্ত আছি; এক্ষণে আপনাকে না দেখিয়া কিরূপে গৃহে থাকিব? সম্মুখে দৃষ্টিপাত করুন, গভীর বনস্থলী দূরহইতে শৈলমালার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। আপনার এই কুসুমকোমল দেহ কণ্টকাকীর্ণ দুর্ভেদ্য অরণ্যবর্ত্ম অতিক্রম করিতে করিতে ক্ষত বিক্ষত হইবে এই দেখুন আপনার ঘোটক আপনার মনোভাব অবগত হইয়া অনবরত অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে। কুমার! এই অধ্যবসায় পরিহার করিয়া পুনর্ব্বার অশ্বারোহণে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করুন"।

সিদ্ধার্থ সস্নেহে অশ্বপালের অশ্রু মার্জ্জন করিয়া বলিলেন, "ভ্রাতঃ! যন্ত্রণাময় সংসারে প্রবেশ করিতে আর আমাকে অনুরোধ করিও না। গৃহে

মায়াপাশে দৃঢ়বদ্ধ ও বিবিধ যন্ত্রণাচক্রে নিয়ত নিপেষিত হইয়া রাজসুখ-ভোগাপেক্ষা কন্দমূলাহারী হইয়া বন্যপশুর সহিত গভীরারণ্যে বাস করা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ। আবদ্ধ বিহঙ্গ যদি একবার সুনীল গগনপথে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করিতে পারে, অরণ্য মল্লিকার স্নিগ্ধ সৌরভ আঘ্রাণ করিতে পারে, তবে কি তাহার পুনর্ব্বার হৈম পিঞ্জরে প্রত্যাগমনে ইচ্ছা হয়? তুমি অশ্ব লইয়া গৃহে গমন কর। ক্রন্দন করিয়া আর আমাকে মায়াপাশে বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিও না।" এই বলিয়া যুবরাজ সিদ্ধার্থ সস্নেহে রোরুদ্যমান অশ্বপালকে আলিঙ্গন করিলেন ও কুসুমকোমল হস্তে ধীরে ধীরে কিয়ৎক্ষণ ঘোটকের অশ্রুসিক্ত মুখ মার্জ্জন করিয়া প্রস্থান করিলেন। অশ্ব ও অশ্বপাল বিস্ফারিত লোচনে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। কুমার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিলে, অশ্বপাল বক্ষে করাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। অশ্ব শোকে হ্রেষারব করিল। বৃক্ষরাজি নীহারপাতচ্ছলে অশ্রু ত্যাগ করিতে লাগিল। বিহঙ্গগণও উষার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া আপন মনোদুঃখ প্রকাশ করিল। আশৈশব সুখের ক্রোড়ে লালিত যুবরাজ সিদ্ধার্থ জগতের দুঃখ মোচনের জন্য, বৃদ্ধ জনক জননী, প্রেমময়ী পত্নী, স্নেহাধার নবকুমার ও হৈম সিংহাসন তুচ্ছ তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিলেন। পিতা মাতা পত্নীর করুণরোদন, নবকুমারের অমৃতায়মান অস্ফুট হাস্য, কলকণ্ঠবিহগকূজিত প্রমোদোদ্যান, পরিখাবলয়িত প্রাসাদ, তাঁহার অভীপ্সিত মঙ্গল কার্য্যে বাধা দিতে পারিল না। ধন্য যুবরাজ! ধন্য আপনার স্বার্থত্যাগ! ধন্য আপনার পরদুঃখকাতর নবনীতকোমল হৃদয়! আপনিই আপনার এই অপূর্ব্ব স্বার্থ ত্যাগের উপমা।

একলব্য।

সাঙ্গোপাঙ্গ ধনুর্বিদ্যাবিশারদ দ্রোণাচার্য্য কুরুকুমারগণকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতেছিলেন। কুমারেরা ব্রতগ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে যথারীতি শিক্ষা করিতেছিলেন। একদা রজনীর অবসান হইলে রাজধানীর লোক-সকল জাগরিত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। তপনদেবকে সমাগত দেখিয়া নীহারসিক্ত কুসুমচয় প্রদান করিবার জন্যই যেন বনস্থলী পল্লবাঙ্গুলি প্রসারিত করিল। রাজপথে তুরঙ্গের পদশব্দ, মনুষ্যের কোলাহল এবং শকটচক্রের নির্ঘোষ শ্রুত হইতে লাগিল।

মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য প্রভাতকৃত্য-সমাপনান্তে সুখোপবিষ্ট হইয়া কুরুকুমার-গণকে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। এমন সময়ে দৌবারিক আসিয়া তাঁহাকে সসম্ভ্রমে প্রণিপাতপূর্ব্বক এক বীরবালকের আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিল ও পরে আচার্য্যের অনুমতি লাভ করিয়া তাহার সহিত পুনরায় আগমন করিল। রাজকুমারেরা কৌতূহলোদ্দীপ্তনয়নে নবাগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। আগন্তুকের গম্ভীর প্রকৃতি, বীর্য্যব্যঞ্জক মূর্ত্তি, আকর্ণবিশ্রান্ত নয়ন, আজানু-লম্বিত বাহু, সাহসোদ্দীপ্ত মুখমণ্ডল, বিশাল বক্ষঃস্থল, কেশরিসন্নিভ অংস-দেশ, রাজকুমারগণের অনুরাগ আকর্ষণ করিতেছিল। এই বীরযুবার পরিধানে গৈরিকরঞ্জিত বসন, মস্তকে অযত্নসম্বদ্ধ কেশকলাপ, বক্ষোদেশে মৃগচর্ম্মনির্ম্মিত বর্ম্ম, পৃষ্ঠে বাণপূর্ণ তূণীর যুগল, হস্তে অধিজ্য শরাসন, তাহার বীরোচিত অঙ্গ-সৌষ্ঠবের সহিত সম্মিলিত হইয়া অত্যন্ত শোভা পাইতেছিল। তাঁহার বর্ণ

নবনীরদবৎ শ্যাম, তাহার উপর বিচিত্র অজিনবর্ম্ম থাকাতে ইন্দ্রচাপবিভূষিত নীরদের ন্যায় তাহার অনুপম শোভা কুরুকুমারগণের নয়নকে বিস্ময়স্তিমিত করিল। বীরবালক ধীরপাদবিক্ষেপে আচার্য্যের নিকট আগমন করিয়া ক্ষিতিতলচুম্বিমস্তক দ্বারা তাঁহার পাদবন্দনা করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। আচার্য্য এই বালকের সৌমমূর্ত্তি দেখিয়া প্রসন্ন হইয়াছিলেন, তাহার বীরোচিত আকৃতি তাঁহাকে আহ্লাদিত করিয়াছিল, তাহার শিষ্টাচার ও বিনয় তাঁহার অনুরাগাকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিল।

গম্ভীরবচনে আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তুমি কে? আকৃতি দেখিয়া বোধ হইতেছে তুমি কোন বীরবংশ অলঙ্কৃত করিয়াছ। তুমি কোন্ মহাত্মার সুকৃতির পরিণাম? কোন্ বংশ এতাদৃশ পুত্ররত্নের আকর হইয়া জগতে খ্যাতিপ্রাপ্ত হইয়াছে? তোমার উদারমুখমণ্ডল দেখিয়া আমার অপত্যস্নেহের সঞ্চার হইতেছে। কি অভিপ্রায়ে আমার নিকট আগমন করিয়াছ বল।"

দ্রোণাচার্য্যের স্নেহপূর্ণ বচন শ্রবণ করিয়া বীর বালক পুনরায় তাঁহার পাদবন্দনপূর্ব্বক বিনয়মধুর বাক্যে উত্তর করিল, "আর্য্য! হিমালয়ের পাদদেশে সুবিস্তীর্ণ নিষাদরাজ্য অবস্থিত। বীরবর নিষাদরাজ হিরণ্যধনু তাহার সিংহাসনে অধিষ্টিত। আমি তাঁহার পুত্র। আমি একলব্য নামে অভিহিত। বাল্যকাল হইতেই আমি মৃগয়ায় অনুরক্ত ছিলাম। ধনুর্ব্বেদশিক্ষায় আমার বিশেষ অনুরাগ আছে। এ দাসের শরীরও তাদৃশী শিক্ষার নিতান্ত অনুপযুক্ত নহে। সমগ্র জম্বুদ্বীপ আপনার কীর্ত্তিচ্ছটায় উদ্ভাসিত। মাতৃস্তন্য পানের সঙ্গে সঙ্গে আপনার কীর্ত্তিসুধাপান করিয়াছি; বাল্যাবধি আপনার শ্রীচরণদর্শন করিবার আগ্রহাতিশয় হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছি। চরমুখে শ্রুত হইলাম আপনি কুরুকুমারগণকে সরহস্য অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতেছেন।

আপনার শ্রীচরণতলে উপবিষ্ট হইয়া আপনার উপদেশে ধনুর্বিদ্যারূপ জটিলকাননে লব্ধপ্রবেশ হইব বলিয়া এখানে আগমন করিয়াছি। অনন্ত-শরণ বলিয়া শ্রীচরণে সমাগত বলিয়া, যদি এই নিষাদপুত্রকে উপেক্ষা না করেন তাহা হইলে কৃতার্থম্মন্য হই।"

একলব্য নীরব হইল। আচার্য্য নিষাদপুত্রকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিবেন কি না তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহার বীরোচিত মুখমণ্ডল, তাহার বিনয়নম্রবচনরচনা, তাহার নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া তাঁহার হৃদয় মুগ্ধ হইল। আবার ঘোরতর অন্তরায়স্বরূপ তাহার জাতি স্মরণ করিয়া তিনি কুণ্ঠিত হইলেন। কুরুপুত্রের সহিত নিষাদপুত্রের অবস্থানের অনৌচিত্য অবধারণ করিয়া বিষণ্ণ হইলেন। একলব্যের প্রতি পুত্রস্নেহ জন্মিলেও সমুদ্র যেমন আপন বেলা অতিক্রম করিতে সাহসী হয় না, আচার্য্যও সেইরূপ কুলমর্য্যাদা লঙ্ঘনে সমর্থ হইলেন না। তিনি রাজপুত্রগণের মুখাপেক্ষী হইয়া নিষাদ-পুত্রকে সস্নেহবচনে নিরাকৃত করিলেন। এইরূপে ভগ্নমনোরথ হইয়া নিষাদ-রাজতনয় বিনীতভাবে আচার্য্যের পাদবন্দনা করিল ও কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, "দেব! আপনি আমাকে শিষ্য বলিয়া গ্রহণ না করিলেও এ দাস আপনাকে আচার্য্যত্বে বরণ করিয়াছে। আশা করি আপনি সে অধিকার হইতে এ দাসকে বঞ্চিত করিবেন না। সূর্য্য যেমন ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ, সকলকেই সমভাবে কিরণ দান করেন, তাহাতে তাঁহার মহীয়সী প্রভায় বিন্দুমাত্র কলঙ্ক স্পর্শ হয় না; আমি আপনাকে আচার্য্যরূপে বরণ করিয়াছি; যেখানেই অবস্থান করি না কেন, আপনার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া আমি অস্ত্রালোচনা করিব। তাহাতে আপনার বোধ হয় কোনও কলঙ্কস্পর্শ হইবে না। আশীর্ব্বাদ করুন, এ দাস যেন আপনার শিষ্যগণের সাধারণশিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হয়।"

এই কথা বলিতে বলিতে বালকের কণ্ঠরোধ হইল। দরোন্মেষিত কমল-দলাভ লোচনযুগল হইতে ভক্তি ও অভিমানের মুক্তাস্থূল অশ্রুবিন্দু আরক্তিম গণ্ডদেশ বহিয়া পতিত হইতে লাগিল। দ্রোণাচার্য্য বীরশিশুর তাদৃশী অবস্থা দর্শন করিয়া স্নিগ্ধবচনে কহিলেন, "বৎস! তোমার হৃদয়াভিলাষ পূর্ণ হউক।" একলব্য আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল। রাজপুত্রগণের বিস্ময়-পূর্ণ লোচনাবলী বহুদূর পর্য্যন্ত তাহার অনুগমন করিল। দ্রোণাচার্য্য শিক্ষাদান-কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। শস্ত্রের আদান, সন্ধান ও বিমোচনবিষয়ে শিষ্য-গণকে যথারীতি শিক্ষাদিতে লাগিলেন। রাজপুত্রগণ শ্রমশীল ও মনোযোগী ছিলেন, সুতরাং অচিরকালমধ্যে তাঁহারা ধনুর্বেদে সবিশেষ নৈপুণ্য লাভ করিলেন। তন্মধ্যে অর্জ্জুন ক্ষিপ্রহস্ততা ও দৃঢ়লক্ষ্যতাগুণে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেন। তাঁহার লোকাতীত বার্য্যাতিশয় দর্শন করিয়া, আচার্য্য তাঁহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। তিনি অর্জ্জুনকে বলিতেন, "তুমি আমার নিখিল শিষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তোমা আপক্ষা উৎকৃষ্টতর শিষ্য আমার আর নাই।" পার্থ আচার্য্যের বচন শ্রবণ করিয়া লজ্জাবনত হইতেন ও সাতিশয় হৃষ্টচিত্তে অস্ত্রবিদ্যালোচনা করিতেন।

একদিন প্রত্যুষে কুরুরাজকুমারগণ বিচিত্ররাগরঞ্জিত কিঙ্কিণীমালাসমা-কীর্ণ রথে আরোহণ করিয়া, আচার্য্যের অনুমতিগ্রহণপূর্ব্বক, অরণ্যমধ্যে মৃগয়া করিবার জন্য গমন করিলেন। বহুদূর পরিভ্রমণ করিয়া, তাঁহারা এক আশ্রমে উপনীত হইলেন। সেই স্থানের তরুলতা ফলকুসুমভারে অবনতমস্তক হইয়া শোভা পাইতেছিল। স্থানে স্থানে লতাপ্রতানোদ্ভাসিত পাদপকুল কুট্মলদশন বিস্তার করিয়া হাস্য করিতেছিল। শাখোপরি কুরঙ্গশাবক নির্ভীকচিত্তে নৃত্য করিতেছিল। অদূরবর্ত্তিনী মৃগবধূ অর্দ্ধ-কবলিত শষ্পগ্রাসমুখে বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে স্যন্দনের প্রতি দৃষ্টিপাত

করিতেছিল। পরিশ্রান্ত কুমারগণ রথ হইতে অবতরণ করিয়া শান্তবেশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কেহ বা প্রচ্ছায়পাদপমূলে উপবেশন করিলেন, কেহ বা স্বচ্ছসলিলা কল্লোলিনীর তীরে আসনপরিগ্রহ করিলেন, কেহ বা প্রফুল্লকুসুমচয়নে ব্যাপৃত হইলেন, কেহ বা যৌবনসুলভ চপলতার বশবর্ত্তী হইয়া সঙ্গীত করিতে লাগিলেন, কেহ বা করতালি প্রদান করিয়া বিহঙ্গমগণকে সন্ত্রস্ত করিতে লাগিলেন। একজন অনুচরের সঙ্গে একটী সারমেয় ছিল; সে স্বভাবসুলভ কর্কশস্বরে চীৎকার করিয়া আশ্রমের শান্তিভঙ্গ করিতে করিতে মৃগগণের অনুধাবন করিতে লাগিল।

রাজকুমারেরা এইরূপে বিশ্রামসুখ সম্ভোগ করিতেছিলেন, অকস্মাৎ সেই সারমেয় তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তাহার চীৎকার করিবার শক্তি অন্তর্হিত হইয়াছিল। রাজপুত্রগণ কুতূহলাক্রান্ত হইয়া দেখিলেন, সেই অশিবনাদী সারমেয়ের আস্যবিবরে সপ্তশর সংযোজিত রহিয়াছে। যে ব্যক্তি তাহাকে নীরব করিবার জন্য এইরূপে সপ্ত শর যোজনা করিয়াছেন, তাঁহার অমানুষিক ক্ষিপ্রহস্ততা ও শব্দবেধিতার বিষয় চিন্তা করিয়া, রাজকুমারগণ অতীব বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা শরপ্রযোক্তার ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে নদীপুলিনে এক নিভৃত প্রদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ইন্দীবরশ্যাম জনৈক বীরযুবা চীরবল্কল পরিধান করিয়া ধনুর্বেদের আলোচনা করিতেছেন। তাঁহার মস্তকে জটাভার, প্রশস্তললাটে মৌক্তিকাকার ঘর্ম্মবিন্দু, পীবর বাহুযুগলে ধনু ও শর রহিয়াছে। বন্যকুসুমদামে তাঁহার কেশকলাপ সম্বদ্ধ, অজিনচর্ম্মে বিশাল বক্ষঃস্থল সমাবৃত, তেজস্বিতায় লোচনযুগল সমুজ্জ্বল। তাঁহার পৃষ্ঠদেশে বাণপূর্ণ তূণীরযুগল লম্বমান রহিয়াছে। তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া, বীরযুবক প্রত্যুদ্গমন করিয়া যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। শিষ্টাচারপ্রসঙ্গে কিয়ৎকাল অতিবাহিত

হইলে, তিনি আত্মপরিচয় প্রদানকালে বলিলেন, "আমি ভুবনপ্রথিত মহাবীর দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য। এই নির্জ্জনস্থান বাণশিক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া এখানে অবস্থান করি।"

রাজকুমারেরা নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আচার্য্যের নিকট বনবাসী বীরের সকলবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। মহাত্মা দ্রোণ অশ্রুতচর বীরযুবকের কথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। অর্জ্জুন দুঃখিতমনে আচার্য্যকে নির্জ্জনে বলিলেন, "গুরুদেব! আপনি সর্ব্বজনসমক্ষে বহুবার বলিয়াছেন, আমি আপনার শিষ্যবৃন্দমধ্যে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু অদ্য মৃগয়া করিতে গিয়া যাঁহার অদ্ভুত শৌর্য্যের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহার ন্যায় শব্দবেধিতা ও লঘুহস্ততা আমার নাই। দেব! তিনি যখন আপনার শিষ্য, তখন কেমন করিয়া আমি আপনার শিষ্যমধ্যে শ্রেষ্ঠ হইব ?"

দ্রোণাচার্য্য পূর্ব্ব হইতে বীরশিষ্যের কথা আলোচনা করিতেছিলেন, অর্জ্জুনের অনুযোগে তাঁহার কুতূহল সমুদ্দীপ্ত হইল। তিনি পরদিন অর্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া পূর্ব্বকথিত আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং নির্দ্দিষ্টস্থানে উপনীত হইয়া দেখিলেন, নমেরুপাদপের অধোভাগে অজিনাসনে উপবিষ্ট হইয়া, সেই বীরযুবক তাঁহার মৃত্তিকানির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তির বন্দনা করিতেছে। প্রতিকৃতির পরিধানে শুক্লবসন, স্কন্ধে শুভ্র যজ্ঞোপবীত, মস্তকে উষ্ণীষ, গলে বনকুসুমমালা এবং হস্তে ধনুর্ব্বাণ শোভা পাইতেছে। স্তূপীকৃত বনকুসুমে তাহার চরণদ্বয় সমাবৃত রহিয়াছে।

আচার্য্য সানন্দমনে অগ্রসর হইলেন। অপরিচিত যুবা তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন এবং তাঁহারা আসনোপরি উপবিষ্ট হইলে ভক্তিপূর্ণবচনে বলিলেন, "গুরুদেব! আমি নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য। এই নির্জ্জন বনমধ্যে আপনার প্রতিকৃতি স্থাপন করিয়া

অস্ত্রশিক্ষা করিয়া থাকি। আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এ দাসের অস্ত্রাভ্যাসশ্রম বিফল হয় নাই। অদ্য আপনার শ্রীচরণকমল দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইলাম।"

নিষাদপুত্রের ভক্তিপ্রবণতা দেখিয়া আচার্য্যের হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি অর্জ্জুনকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। পুত্র অশ্বথামাকেও যে সকল অস্ত্রের সরহস্যপ্রয়োগ শিক্ষা দান করেন নাই, ছাত্র অর্জ্জুনকে তাহারও উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং অর্জ্জুনের চিত্তখেদ দূরীকরণাশায় বলিলেন, "বৎস একলব্য! তুমি আমার সুযোগ্য শিষ্য, লব্ধবিদ্যশিষ্যের নিকটে গুরুদক্ষিণা গ্রহণ করা চিরপ্রচলিত নিয়ম। এক্ষণে তোমার দক্ষিণাদানের উপযুক্ত সময় উপস্থিত।"

একলব্য উত্তর করিল, "গুরুদেব! এ জগতে আমার বলিতে যাহা কিছু আছে, তাহার কোন বস্তুই আপনাকে অদেয় নাই। আজ্ঞা করুন, আপনার অভীপ্সিত কোন কার্য্য সম্পন্ন করিব।"

আচার্য্য অর্জ্জুনের মুখাপেক্ষী হইয়া অধোবদনে কম্পিতস্বরে কহিলেন, "তোমার দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠটী প্রদান কর।" গুরুভক্তিপরায়ণ নিষাদবীর অকম্পিতহৃদয়ে তরবারি গ্রহণ করিল ও আচার্য্যের পাদবন্দনা করিয়া অদূরে দণ্ডায়মান হইল। অস্তগমনোন্মুখ প্রভাকরের লোহিতকিরণ তাহার বীর্য্যব্যঞ্জক মুখমণ্ডলে পতিত হইল। বিহঙ্গগণ তাহার সাহসের প্রশংসাগীতি আকাশমার্গে গান করিল। কুসুমকুল তাহার বিস্ময়কর কার্য্যদর্শনে কম্পিত হইল। সান্ধ্যপবন তাহার কীর্ত্তিকথা দিগ্দিগন্তে প্রচার করিবার জন্য প্রবাহিত হইল। ভগবান্ বিভাকর আচার্য্যের কঠোরতা দেখিয়া ক্ষুব্ধমনে আপনার জগৎভাসক কিরণমালা সম্বরণ করিতে উদ্যত হইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে শাণিত তরবারি কোষ হইতে নিষ্কাসিত হইয়া দিবাকর করে লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। বিদ্যুদ্বেগে সেই অসি লক্ষ্যস্থান স্পর্শ করিল,

সঙ্গে সঙ্গে বীরযুবার দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠটী স্খলিত হইয়া ভক্তিধারার ন্যায় অবিরল রুধিরধারায় আচার্য্যের চরণতল সিক্ত করিল। আচার্য্য বিস্মিত হইলেন। একলব্যের গুরুভক্তি ও সত্যনিষ্ঠতা অবলোকন করিয়া তাঁহার হৃদয় মুগ্ধ হইল। যাহাকে নিষাদপুত্রজ্ঞানে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার অসাধারণ ভক্তি দর্শনে পরম পরিতোষ লাভ করিলেন এবং আপনার নিষ্ঠুরতা স্মরণ করিয়া অতীব ক্ষুব্ধ হইলেন। অর্জ্জুনের বীরহৃদয় আচার্য্যের গুরুদক্ষিণার কঠোরতা ও আপনার স্বার্থপরতা চিন্তা করিয়া কম্পিত হইল। একলব্য হৃষ্টচিত্তে প্রসন্ন বদনে করযোড়ে দণ্ডায়মান রহিল। ধন্য একলব্য! ধন্য তোমার গুরুভক্তি। যদি গুরু সেবায় স্বর্গলাভ হয়, তাহা হইলে সে স্বর্গের সুবর্ণতোরণ তোমার জন্য সতত উন্মুক্ত থাকিবে। তুমি নিষাদবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে বটে, কিন্তু স্বকীয় গুণগরিমায় ভারতের চিরস্মরণীয় পুত্রগণমধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছ। যতদিন মহাভারত গ্রন্থ পরম সমাদরে অধীত হইবে, ততদিন তোমার কথা স্মরণ করিয়া শত শত আর্য্যহৃদয় বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইবে; শত শত আর্য্যবালক তোমার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিবে।

মহর্ষি বাল্মীকি ও রামায়ণ।

ভূমণ্ডলের যাবতীয় নীতিকার একবাক্যে সৎসঙ্গের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। বহুকাল শাস্ত্রাধ্যয়নেও যে ফল লাভ করা যায় না, ক্ষণকাল সাধুসহবাসে তদপেক্ষা অধিকতর ফল পাওয়া যায়। উষার অরুণ-প্রভায় বিভাবরীর গভীর তমিস্রজাল তিরোহিত হইলে, ধরণী হাস্যময়ী হইয়া যেমন লোকলোচনের আনন্দবর্দ্ধন করে, সাধুসহবাসে হৃদয়ের কলুষ-কালিমা দূরীভূত হইলে, মনুষ্যও সেইরূপ অনন্তগুণাধার হইয়া সর্ব্বজনপ্রিয় হয়। অহিতুণ্ডিকের ডমরুনিনাদে বিষধর ভুজঙ্গের ন্যায়, সাধুর অমৃতায়মান উপদেশে পাষণ্ডহৃদয়ও বিমোহিত হয়। কবিগুরু মহর্ষি বাল্মীকিই তাহার সমুজ্জ্বল নিদর্শন।

রত্নাকর নামে এক ব্রাহ্মণকুমার দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত। পরম পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং জগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়াও রত্নাকর শিক্ষাভাবে ও চরিত্রদোষে চণ্ডালাপেক্ষাও নীচতর হইয়াছিল। শরাসন ও মুদগর গ্রহণ করিয়া রত্নাকর পাদপান্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিত। পথিক দেখিলেই তাহার যথাসর্ব্বস্ব বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিত। সময়ে সময়ে নিরপরাধ পান্থগণের প্রাণবধ করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। একদা প্রভাতে রত্নাকর উচ্চচূড় বৃক্ষের অগ্রভাগে আরোহণ করিয়া দূরাগত পথিকের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতেছিল। এমন সময়ে দুইজন তাপস বনপথাভিমুখে আগমন করিতেছেন দেখিতে পাইল। সানন্দচিত্তে বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক

রত্নাকর মুদগর গ্রহণ করিয়া তাপসদ্বয়ের আগমনপ্রতীক্ষায় বৃক্ষান্তরালে দণ্ডায়মান রহিল। তাপসদ্বয় তাহার সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র রত্নাকর, তাহাদের পুরোবর্ত্তী হইয়া কঠোরস্বরে বনভূমি প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিল, "কোথায় যাইতেছ? আর অগ্রসর হইও না।" মুনিযুগল রত্নাকরের ভীষণমূর্ত্তি অবলোকনে ও মেঘনির্ঘোষবৎ কঠোর স্বর শ্রবণে ভীত বা ক্রুদ্ধ না হইয়া, মুনিজনোচিত মধুর নম্রস্বরে তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "বৎস! তুমি কে? তোমার স্কন্ধদেশে লম্বমান যজ্ঞোপবীতদর্শনে তোমাকে ব্রাহ্মণকুমার বলিয়া বোধ হইতেছে। বৎস! যদি তুমি ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাক, তবে তোমার কণ্ঠস্বর এত কর্কশ কেন? হস্তে ভীষণ মুদ্গর কেন? নয়নদ্বয় জবাকুসুমবৎ আরক্ত কেন? বৎস! তুমি কি উন্মত্ত অথবা ছদ্মবেশধারী চণ্ডাল?"

তাপসবাক্যশ্রবণে রত্নাকর বিকট হাস্য করিয়া বলিল "আমি ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়াছি বটে, কিন্তু বৃদ্ধ পিতামাতা ও স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি বহুপরিবারে বেষ্টিত। পিতামাতা স্ত্রীপুত্রাদির ভরণপোষণের জন্য আমি মুদ্গর ও শরাসন গ্রহণ করিয়া এই বনপথে নিত্য পরিভ্রমণ করি; পথিক দেখিবামাত্র তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব বলপূর্ব্বক গ্রহণ করি। আবশ্যক হইলে তাহাদের প্রাণবধ করিয়া আমার হস্তস্থিত এই অস্ত্রধারণের সার্থকতা সম্পাদন করি। পথিকগণের নিকটে যাহা প্রাপ্ত হই, তদ্দ্বারা কোনরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। অদ্য আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। সেই জন্য প্রভাতেই তোমাদের দর্শন পাইলাম। অদ্য আর অনাহারে শুষ্ককণ্ঠে মধ্যাহ্নতপনতাপে তাপিত হইয়া পথিকান্বেষণের জন্য আমায় বনে বনে ভ্রমণ করিতে হইবে না, এবং পরিবারবর্গকেও অধিকক্ষণ অনশনক্লেশ সহ্য করিতে হইবে না। ক্ষুধিত শিশুসন্তানগণের কাতরক্রন্দন সহ্য করিতে হইবে না। এক্ষণে তোমাদের

নিকটে যাহা আছে বিনাবাক্যব্যয়ে সত্বর আমাকে অর্পণ কর। নতুবা হস্তস্থিত এই মুদগরাঘাতে তোমাদিগকে ভূতলশায়ী করিব। আমি নরহন্তা দস্যু; সদুপদেশ আমার কঠোর হৃদয়ে স্থান পায় না।" এই বলিয়া রত্নাকর হস্তস্থিত ভীষণ মুদ্গর উত্তোলন করিল। মুনিযুগল নরহন্তা দস্যুর বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে হাস্য করিলেন ও পুনর্ব্বার তাহাকে বলিলেন, "বৎস! এই জন্য তুমি আমাদিগের প্রাণ বিনাশে উদ্যত হইয়াছ? বল দেখি বনে বনে সমস্ত দিবস ভ্রমণ করতঃ দস্যুবৃত্তিদ্বারা জীবনধারণ ও পরিবারপ্রতিপালন করা অপেক্ষা অরণ্যজাত বিবিধ সুস্বাদু ফলমূলভক্ষণে অথবা ভিক্ষালব্ধ অন্নে আত্মপোষণ ও পরিবারপ্রতিপালন করা কি দ্বিজকুমারের পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত ও অল্পায়াসসাধ্য নহে? বিধাতার এই দয়াপূরিত ব্রহ্মাণ্ডরাজ্যের দিকে একবার অবলোকন কর। প্রকৃতির কোষগৃহস্বরূপ বিস্তৃত অরণ্যে অগণিত বনপাদপ সুরসালফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে। এই সকল সুস্বাদু ফলমূল ভক্ষণ করিলে কি ক্ষুধার শান্তি ও রসনার তৃপ্তিবিধান হয় না? তৃষ্ণা দূর করিবার জন্য শত শত নদ, নদী, হ্রদ ও সরোবর স্বচ্ছ সলিল বহন করিতেছে। নিরন্ন জনগণের জন্য অসংখ্য ধনিগণের ভবনদ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধা দূর করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ হস্ত প্রসারিত রহিয়াছে। এই সকল বিদ্যমান থাকিতেও দস্যুবৃত্তি ও নরহত্যা দ্বারা আত্ম-পোষণ ও পরিবার প্রতিপালন করা কি অতীব লজ্জাজনক নহে? যাহা হউক আমাদের নিকটে যাহা আছে তাহা তোমাকে অর্পণ করিতে আমরা সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত আছি, কিন্তু তুমি আমাদের একটী কথার উত্তর দাও। যাহাদের জন্য তুমি দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া হিংস্র পশুর ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ করিতেছ, নরহত্যা করিয়া প্রতিদিন গভীর পাপপারাবারে নিমজ্জিত হইতেছ, ইহলোকে অসীম কষ্ট সহ্য করিয়া পরলোকের জন্য অনন্ত নরক সঞ্চয়

করিতেছ, তোমার সেই মাতাপিতা ও স্ত্রীপুত্রাদি কি তোমার এই পাপের অংশভাগী হইয়া পরলোকে ভীষণনরকযন্ত্রণার কথঞ্চিৎ লাঘব করিবে? তুমি গৃহে গমনপূর্ব্বক তাহাদের নিকটে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আইস ও তাহারা ইহার যাহা যথার্থ উত্তর দেয় তাহা আমাদের নিকটে প্রকাশ কর। যদি তাহারা তোমার পাপের অংশভাগী হইতে চায়, তাহা হইলে আমাদের নিকটে যাহা আছে তৎক্ষণাৎ তোমাকে প্রদান করিব। আমরা তাপস, কদাচ মিথ্যা কথা বলি না। তোমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত এই স্থানেই আমরা অপেক্ষা করিব; যদি আমাদের বাক্যে তোমার বিশ্বাস না হয়, লতাপাশে আমাদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া যাও।"

তাপসবাক্য শ্রবণ করিয়া রত্নাকরের হৃদয় নূতনচিন্তায় আকুল হইল। দস্যু, ঋষিযুগলকে লতাপাশে সুদৃঢ় ভাবে সংযত করিয়া, সত্বরপদে গৃহাভিমুখে প্রতিগমন করিতে লাগিল ও মধ্যে মধ্যে তাপসদ্বয় পলায়ন করিতেছেন কি না ইহা জানিবার জন্য পশ্চাদ্‌ভাগে অবলোকন করিতে লাগিল। সত্যবাদী তপোনিষ্ঠ মুনিবাক্যে নরহন্তা দস্যুর বিশ্বাস হইবে কেন?

গৃহে প্রত্যাগত হইয়া রত্নাকর প্রথমে বৃদ্ধজনক ও জননীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল, "অদ্য তোমাদের যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার যথার্থ উত্তর দাও। আমি যে তোমাদের ভরণপোষণের জন্য প্রতিদিবস রাশি রাশি পাপ সঞ্চয় করিতেছি ইহার ফল কি আমি একাকী ভোগ করিব, অথবা তোমরা আমার দস্যুবৃত্তিদ্বারা উপার্জ্জিত দ্রব্যের ন্যায় ইহারও অংশভাগী হইবে? মিথ্যা বাক্যে আমাকে প্রতারিত করিও না। আমি এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি।"

পুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার মাতাপিতা উত্তর করিল, "আমরা তোমার বৃদ্ধ মাতাপিতা। শৈশব কাল হইতে তোমাকে লালন পালন করি-

য়াছি। আপনারা অনশনে থাকিয়াও তোমার ক্ষুধা নিবারণ করিয়াছি। এক্ষণে আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি; আমাদের পালন করিবার ভার এক্ষণে তোমার উপরে ন্যস্ত হইয়াছে। তুমি যে কোন উপায়ে আমাদিগকে পালন করিবে। আমরা তোমাকে দস্যুবৃত্তি করিতে বলি নাই, তোমার পাপ বা পুণ্যের অংশ-ভাগী আমরা হইব কেন? শৈশবে তোমার ভরণপোষণের জন্য যে পাপ করিয়াছি তাহার ফলভোগও তোমাকে করিতে হইবে না। মনুষ্যমাত্রেই স্বকৃত পাপপুণ্যের ফলভোগ স্বয়ংই করিয়া থাকে। পিতা পুত্রের বা পুত্র পিতার কর্ম্মফল ভোগ করে না।"

রত্নাকর অধোবদন হইয়া স্ত্রীপুত্রগণের নিকটে গমন করিল ও তাহা-দিগকেও ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিল। স্ত্রী বলিল, "তুমি পরম পবিত্র হুতাশনসমক্ষে ভরণপোষণ করিতে স্বীকৃত হইয়া আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছ। আমার ভরণ-পোষণ ভিন্ন তোমার অন্য কার্য্যের জন্য যে পাপ হইবে, আমি তাহার অংশভাগিনী হইব। সৎকার্য্যের দ্বারাই হউক বা অসৎকার্য্যের দ্বারাই হউক, আমার ভরণ পোষণ করা তোমার কার্য্য। তজ্জন্য তোমার যে পুণ্য বা পাপ হইবে, আমি তাহার অংশভাগিনী হইব কেন? তোমার সদসৎ-কার্য্যের দ্বারা আমরা তোমার পরিবার বলিয়া পূজিত বা ঘৃণিত হইব মাত্র।"

পিতামাতা ও স্ত্রীপুত্রাদির বাক্যশ্রবণ করিয়া রত্নাকরের জ্ঞানোদয় হইল ও সংসারে ঘোর বৈরাগ্য জন্মিল। এতদিন সে ভ্রমবশে অগণিত নরহত্যা করিয়া আপন হস্ত কলুষিত করিয়াছে, এতদিন যে মাতাপিতা স্ত্রীপুত্রের গ্রাসা-চ্ছাদন জন্য সে শত শত নিরীহ লোকদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে, সেই সমগ্র পাপ রাশি তাহার স্মৃতিপথারূঢ় হইল। আত্মগ্লানি সমুপস্থিত হওয়াতে তাহার হৃদয়ে শতশত বৃশ্চিকদংশনযাতনা অনুভূত হইতে লাগিল। এক্ষণে সে কাঁদিতে কাঁদিতে ত্বরিতপদে অনুতপ্তহৃদয়ে তাপসসমীপে উপস্থিত

হইল। তাপসদ্বয় অপর কেহ নহেন; প্রজাপতি ব্রহ্মা ও দেবর্ষি নারদ। পাপিদস্যুর পাপভার মোচন করিবার জন্য, হিংসা পরায়ণ ব্রাহ্মণযুবককে নরহত্যাপাপের করালকবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য, চিরপাপে রক্ত রত্নাকরকে নবজীবন দান করিবার জন্য, তাপসবেশে ধরাতলে আসিয়াছিলেন। রত্নাকর যখন তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইল, তখন দেবর্ষি নারদ বীণাবাদন করিতেছিলেন। তাঁহার স্বর্গীয়বীণাঝঙ্কারে জঙ্গমপদার্থনিকর স্তম্ভিত হইয়া স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হইতেছিল। বৃক্ষপত্রের মৃদু মৃদু কম্পন, ভ্রমরগণের অস্ফুট গুঞ্জন, বিহঙ্গনিকরের শ্রুতিহারিনী কাকলী ও বন্যপশুর ইতস্ততঃ গমন রুদ্ধ হওয়ায়, সেই কাননভূমি চিত্রবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল। কেবল সেই সুমধুর বীণাধ্বনি সমীরণহিল্লোলে কম্পিত হইয়া ধীরে ধীরে অনন্ত নভোমণ্ডলে অনন্তবায়ুর সহিত মিশ্রিত হইতেছিল।

নরহন্তা দস্যু পূর্ব্বকৃত পাপরাশি স্মরণ করিয়া একেবারে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছিল। এই অলৌকিক বীণাধ্বনি শ্রবণে তাহার পাষাণহৃদয় একেবারে দ্রবীভূত হইল। শরাসন ও মুদ্গর দূরে নিক্ষেপ করিয়া, রত্নাকর তাঁহাদের চরণোপরি পতিত হইয়া দীনস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দয়াময়! আমি নরকের কীট; পর্ব্বতাপেক্ষাও আমার পাপভার গুরুতর। আপনাদের অনুগ্রহে আমি এতদিনে বুঝিলাম যে এতকাল কেবল পাপের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া অনন্তনরক সঞ্চয় করিয়াছি। আপনারা অনুগ্রহপ্রদর্শন না করিলে, অনন্ত পাপের করাল গ্রাস হইতে আমার আর নিস্তার নাই। সূর্য্য ভিন্ন নৈশতিমিরাচ্ছন্ন গগনমণ্ডল আর কে পরিষ্কৃত করিতে পারে? আমার সৌভাগ্যবশতঃই আপনারা অদ্য এই পথে আগমন করিয়াছেন।"

রত্নাকরের কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা ও নারদ পরস্পর বলিলেন, "পাষাণ দ্রবীভূত হইয়াছে। রত্নাকর নরঘাতী দস্যু হইলেও যখন আমাদের

শরণাগত হইয়াছে তখন ইহার উদ্ধারোপায় করা আবশ্যক।" পরে তাঁহারা রত্নাকরকে বলিলেন, "বৎস! চিত্তশুদ্ধি ও মনের একগ্রতা ভিন্ন উপদেশের ফললাভ হয় না। অতএব তুমি প্রথমে একাগ্রচিত্ত হইয়া পরমপবিত্র রাম-নাম জপ কর। চিত্তশুদ্ধি হইলে আমরা যথাসময়ে তোমার পাপমুক্তির উপায় বিধান করিব।"

রত্নাকর রামনাম উচ্চারণ করিতে বহুবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার জিহ্বার নিতান্তজড়তাপ্রযুক্ত তাহার পাপমুখ হইতে সুপবিত্র রামনাম উচ্চারিত হইল না। যত বার রত্নাকর "রাম" নাম উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করিল, তত বারই তাহার মুখ হইতে রামের পরিবর্ত্তে "আম' উচ্চারিত হইল। অবশেষে রত্নাকর ব্রহ্মা ও নারদের চরণযুগল ধারণপূর্ব্বক অধোবদনে রোদন করিতে করিতে বলিল, "প্রভো! আমাকে রক্ষা করুন। যে নাম জপ করিয়া চিত্ত-শুদ্ধি করিতে উপদেশ দিলেন, আমার পাপমুখে সে নাম উচ্চারিত হই-তেছে না। তবে কি আমার রক্ষা নাই? আপনারা আমার প্রাণবধ করিয়া, এই পাপদগ্ধ হৃদয়ের শান্তিবিধান করুন, নতুবা আমার পাপমুক্তির উপায় করুন।"

রত্নাকরের কাতরোক্তিশ্রবণে তাঁহারা কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলি-লেন, "তুমি বিপরীতভাবে অর্থাৎ ম-রা ম-রা এইরূপে বলিতে থাক; পরে তোমার মুখ হইতে "রাম" নাম উচ্চারিত হইবে। এই বলিয়া তাঁহারা প্রস্থান করিলেন। বহুবার ম-রা ম-রা এইরূপ উচ্চারণ করিতে করিতে, অবশেষে রত্নাকরের মুখ হইতে পবিত্র রাম নাম উচ্চারিত হইল। সেই বন হইতে রত্নাকর আর গৃহে গমন করিল না। যে বন তাহার দস্যুবৃত্তির স্থান ছিল, সাধুসঙ্গের অসাধারণ গুণে তাহাই তাহার তপোবন হইল। রত্নাকর আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অহরহ রামনাম জপ করিতে লাগিল। ক্রমে

রত্নাকরের দেহ জড়পিণ্ডবৎ নিশ্চল হইল। সমীপস্থ পুত্তিকাগণ জড়পদার্থ-ভ্রমে তাহার দেহে বল্মীক নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিল। কিন্তু রত্নাকর এতদূর একাগ্রচিত্ত হইয়াছিল, যে ইহার কিছুই জানিতে পারিল না।

বৎসরের পর বৎসর অতীত হইল, তথাপি রত্নাকরের সংজ্ঞা নাই। চিত্ত-শুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সংযমের জন্য একাগ্রচিত্তে রামনাম জপ ভিন্ন, তাহার আর অন্য কোন কার্য্য নাই। রামনাম ভিন্ন অন্যবিষয় ভাবিবার অবসরও নাই। এইরূপে আরও কিছুকাল অতীত হইলে, ভূতভাবন ব্রহ্মা ও দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইয়া, রত্নাকরের এই অবস্থা দর্শনে তাহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা রত্নাকরকে যথোপযুক্ত উপদেশপ্রদান করিয়া বলিলেন, "রত্নাকর! তপস্যা করিবার সময় তোমার শরীর বল্মীকে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, এই জন্য তোমার নাম বাল্মীকি হইল।"

সেই দিন হইতে নরহন্তা দস্যু বাল্মীকি নামে অভিহিত হইয়া নূতন জীবন লাভ করিল। অচিরকালমধ্যে বাল্মীকি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেন। তাঁহার যশঃসৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইল। নানা দিগ্‌-দেশ হইতে অসংখ্য বিদ্যার্থী আসিয়া তাঁহার নিকটে অধ্যয়ন করিতে লাগিল।

একদা মহর্ষি বাল্মীকি দেবর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবর্ষে! সম্প্রতি ভূমণ্ডলে এমন কোন ব্যক্তি আছেন যিনি গুণবান্, বীর্য্যবান্, ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত, সর্ব্বভূতহিতৈষী, সুচরিত্র, প্রজারঞ্জনক্ষম ও অতীবপ্রিয়দর্শন? যুদ্ধকালে কাহার ক্রোধোদ্দীপ্তবদনমণ্ডলদর্শনে দেবগণও ভীত হন? যদি এতাদৃশ গুণবান্ জগতে কেহ বিদ্যমান থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার বিষয় বলিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন। আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনার নিকট সকলই বিদিত আছে।

বাল্মীকির বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবর্ষি নারদ উত্তর করিলেন, "মুনিবর! তুমি যে সকল গুণ কীর্ত্তন করিলে, একাধারে এত গুণ দুর্লভ। বহুচিন্তার পর আমার স্মরণ হইল, ধরাধামে এতাদৃশগুণশালী একব্যক্তি মাত্র আছেন, তাঁহার বিবরণ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।" এই বলিয়া নারদ মহাত্মা রামচন্দ্রের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া বিবাহ, বনবাস, সীতাহরণ, রাবণবধ, অযোধ্যায় পুনরাগমন ও রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি একাগ্রচিত্তে সূর্য্যবংশপ্রদীপ রামচন্দ্রের অলৌকিক চরিত্র শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। দেবর্ষি নারদ মহর্ষি কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া, স্বর্গোদ্দেশে গমন করিলেন। বাল্মীকি একাগ্রচিত্তে রামচন্দ্রচরিত চিন্তা করিতে করিতে ভরদ্বাজনামক শিষ্যের সহিত তমসানদীতীরে উপস্থিত হইয়া স্নান করিবার জন্য জলে অবতরণ করিলেন।

তমসার অমল সলিলে শারদ নভোমণ্ডল ও তটস্থ হরিৎপত্রশোভিত বৃক্ষরাজী প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রভাতসমীরণে কম্পিত হইতেছে। কলকণ্ঠ বারিচর বিহঙ্গকুল কলনাদিনী তরঙ্গিণীর মধুরনিনাদে আপনাদের মধুরকাকলী মিশ্রিত করিয়া সন্তরণ করিতেছে। বলাকাকুল শ্বেতবর্ণ পক্ষ বিস্তার করিয়া আকাশে উড়িতেছে। তীরস্থিত বনস্থলী বিকসিত স্থলকমলে বিভূষিত এবং শাখাসীন বিহঙ্গকূজনে মুখরিত হইতেছে। মেঘমুক্ত হওয়ায় দিগন্ত বিস্তৃত ও গভীর নীলিমায় বিভূষিত হইয়াছে।

বাল্মীকি প্রফুল্লহৃদয়ে শরৎকালের অনুপমমাধুরী ও তটস্থ নিবিড়বনরাজী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এক বৃক্ষোপরি ক্রৌঞ্চমিথুন মধুরস্বরে সানন্দে গান করিতেছিল। প্রসন্নসলিলা কলনাদিনী তমসার কুসুমগন্ধামোদিত ভ্রমরমুখরিত তীরে শারদপ্রভাতে মহর্ষি বাল্মীকি একাগ্রচিত্তে সেই হৃদয়হারিণী ক্রৌঞ্চমিথুনগীতি শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সহসা বনমধ্য হইতে

এক ব্যাধ বহির্গত হইয়া সেই গানাসক্ত প্রীতিপূর্ণহৃদয় ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্য হইতে ক্রৌঞ্চকে নিশিতশরে বিনাশ করিল। ক্রৌঞ্চকে রক্তাক্তকলেবরে ভূমিবিলুণ্ঠিত দেখিয়া ক্রৌঞ্চী কাতরকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল। ক্রৌঞ্চীর করুণরোদনে বনভূমি প্রতিধ্বনিত হইল। বিহঙ্গগণের আনন্দপূর্ণ প্রভাত-সঙ্গীত নিস্তব্ধ হইল।

মহর্ষি বাল্মীকি একাগ্রচিত্তে ক্রৌঞ্চগীতি শ্রবণ করিতেছিলেন। সহসা ক্রৌঞ্চকে নিষাদকর্তৃক নিহত দেখিয়া এবং ক্রৌঞ্চীর করুণক্রন্দন শ্রবণ করিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইল। শরতের আনন্দপূরিত প্রভাতদৃশ্যের মধ্যে এই হৃদয়বিদারক ঘটনা দর্শনে তিনি শোকসন্তপ্তচিত্তে ব্যাধকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

"মা নিষাদ! প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥"

"রে নিষাদ! তুই ক্রৌঞ্চমিথুনের ক্রীড়ারত ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করিয়াছিস্, এইজন্য চিরকালমধ্যে তোর যশোলাভ হইবে না।"

যে রত্নাকরদস্যু সমস্ত দিবস বনে বনে ভ্রমণ করিয়া অসহায় পান্থগণের যথাসর্ব্বস্ব বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিত, নরশোণিতপাতে যাহার কেশাগ্রও কম্পিত হইত না, নিরন্তর পাপাসক্ত থাকায় যাহার হৃদয় পাষাণবৎ কঠিন হইয়াছিল, আজ তাহার হৃদয় একটী পক্ষিবধদর্শনে দ্রবীভূত হইল। সাধুসঙ্গের কি অচিন্তনীয় মহিমা! মনুষ্যস্বভাবের কি অসাধারণ পরিবর্ত্তন! জ্ঞানের কি অলৌকিকশক্তি! উদ্যমশীলতার কি অসাধারণ ফল! দস্যু রত্নাকর আজ মহর্ষি বাল্মীকি! নরকের কীট আজ নরদেবতা! পূতিগন্ধময়স্থান আজ স্বর্গের নন্দনকানন! বারিহীন মরুভূমিতে আজ জাহ্নবীর স্বচ্ছশীতল নীরধারা

প্রবাহিত! রত্নাকরের কলুষতাময় কলেবর সাধুসঙ্গানলে ভস্মীভূত ও পুত্তিকাকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে। জ্ঞানালোকে মোহান্ধকার দূরীভূত হইয়াছে। রত্নাকর আর ইহ সংসারে নাই। করুণার অবতার নরদেবতা বাল্মীকি তমসাতীরে ক্রৌঞ্চীর করুণক্রন্দনে শোকাকুল হইয়া, উক্ত-প্রকারে নিষাদকে অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছেন। ক্ষণকাল পরে বাল্মীকি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "ক্রৌঞ্চশোকে আকুল হইয়া আমি কি বলিলাম?" অনন্তর ভরদ্বাজনামক শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমার এই বাক্য চরণবদ্ধ, অক্ষরবৈষম্যশূন্য ও তন্ত্রীলয়সহ গানো-পযোগী। শোকসন্তপ্ত হওয়াতে ইহা আমার মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছে, অতএব ইহা "শ্লোক" নামে প্রসিদ্ধ হউক।" সেই দিন হইতে চরণবদ্ধ বাক্য শ্লোক নামে প্রসিদ্ধ হইল।

স্নানান্তে মহর্ষি বাল্মীকি আশ্রমে গমন করিয়া যখন নবরচিত শ্লোকের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, সেই সময়ে ভূতভাবন ব্রহ্মা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সসম্ভ্রমে বাল্মীকি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন ও প্রণতিপুরঃসর তাঁহাকে আসনে উপবেশন করাইলেন এবং পাদ্য ও অর্ঘ্যদানে তাঁহার যথোপযুক্ত অর্চ্চনা করিলেন।

প্রজাপতি ব্রহ্মা মহর্ষির তপঃকুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "ঋষিবর! তোমার এই চতুষ্পাদবদ্ধ বাক্য 'শ্লোক'ই হউক। তুমি ধর্ম্মাত্মা, ধীশক্তিসম্পন্ন, নবজলধরশ্যামল শ্রীরামচন্দ্রের সমস্ত বিবরণ এইরূপ বাক্যে বর্ণন কর। তুমি দেবর্ষি নারদের নিকটে রামচন্দ্রের যে সকল প্রকাশ্য ও রহস্য বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছ, তৎসমুদয় বিস্তৃত ভাবে প্রকাশ করিও। মহাশক্তি রাম, মহাবীর লক্ষ্মণ, পতিপরায়ণা জনকরাজতনয়া সীতা, এবং রাক্ষসগণের যে সমস্ত প্রকাশ্য ও রহস্য বিবরণ তোমার অবিদিত

আছে, আমার বরে সে সমস্তই তোমায় বিদিত হইবে। যতদিন পৃথ্বীতলে পর্ব্বত ও নদীসকল বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন তোমার এই মহতী কীর্ত্তি জনমুখে বিঘোষিত হইবে।" এই বলিয়া ভগবান ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন।

ব্রহ্মাকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া মহর্ষি বাল্মীকি রামচরিত রচনা করিলেন। সূর্য্যবংশপ্রদীপ রামচন্দ্র অযোধ্যাসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া যখন প্রজাপালন করিতেছিলেন, সেই সময়ে এই রামায়ণ মহাকাব্য রচিত হয়। পবিত্রতা-রূপিণী জনক-তনয়া সীতা সসত্ত্বাবস্থায় রামচন্দ্রের আদেশে বনবাসিনী হইয়া, মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে দুই পুত্র প্রসব করেন। জ্যেষ্ঠ কুশ ও কনিষ্ঠ লব নামে অভিহিত হয়। মহর্ষি বাল্মীকি তাহাদিগকে ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া রামায়ণের বহুপ্রচারমানসে সেই গ্রন্থ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সুকোমলপদাবলীসমন্বিত রামায়ণ শান্তিরসপূর্ণ তপোবনে বালকের কোমলকণ্ঠে গীত হওয়ায় সকলেরই হৃদয়হারী হইয়া উঠিল। কুরঙ্গগণ শষ্পভক্ষণবিরত ও উৎকর্ণ হইয়া সেই গীত শ্রবণ করিত। প্রতিদিনশ্রবণে অভ্যস্ত হওয়ায়, বিহগকুল তপোবনের নির্জ্জনপ্রদেশে বৃক্ষোপরি সেই রামায়ণ গান করিত। নির্জ্জন স্থানে তরুশাখাসীন বিহঙ্গোচ্চারিত সেই গীতি আগন্তুকের কর্ণে আকাশবাণী বলিয়া প্রতীয়মান হইত।

অচিরকালমধ্যে রামায়ণের অসাধারণ রচনামাধুরী ও বালকদ্বয়ের সঙ্গীত-নৈপুণ্য চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। মহারাজ শ্রীরামচন্দ্র মহর্ষি বাল্মীকি-সহিত বালকদ্বয়কে আনয়ন করিয়া পৌর ও নাগরিকগণের সঙ্গে রাজ-সভায় স্বচরিত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলেন। রচয়িতা মহর্ষি বাল্মীকি ও নায়ক মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে অগণিতশ্রোতৃপরিবৃত হইয়া, বালক-যুগল অদ্ভুতনৈপুণ্যসহকারে রামায়ণ গান করিল। জনাকীর্ণ রাজসভা চিত্রপুত্তলিকাবৎ নীরব ও নিস্পন্দ হইয়া সেই সঙ্গীত শ্রবণ করিতে লাগিল।

পলাসীর যুদ্ধ ও সিরাজুদ্দৌলার পরিণাম।

কলিকাতার চল্লিশ ক্রোশ উত্তরে এবং বহরমপুরের একাদশ ক্রোশ দক্ষিণে ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পলাসী নামক স্থান অবস্থিত। পলাসীর নাম স্মৃতিপথারূঢ় হইলেই অব্যর্থচাতুরীজাল ও ভীষণবিশ্বাস-ঘাতকতা, অবিচলিত সাহস ও সুদৃঢ় অধ্যবসায়, অসামান্য বীরত্ব ও অদৃষ্ট-চক্রের অভাবনীয় পরিবর্ত্তন, পার্থিব সুখের নশ্বরতা এবং পাপের ভীষণ পরিণাম প্রভৃতি ভূতকালের ঘটনাবলী রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপটের ন্যায় আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশিত হয়। এই পলাসীর রণাঙ্গনেই বীরবর ক্লাইবের অদৃষ্টাকাশের উজ্জ্বলতারকা সমধিক পরিদৃশ্যমান হইয়াছিল, এবং স্বীয় কিরণ-জালে বিশাল ভারতবর্ষ উদ্ভাসিত করিয়া হিমানীভূষিত সুদূরস্থিত ইংলণ্ড পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়াছিল। এই পলাসীর সাজ্ঘাতিক যুদ্ধক্ষেত্রে কূট-মন্ত্রণাজালে জড়িত হইয়া হতভাগ্য সিরাজের পতন এবং বাণিজ্যব্যবসায়ী মুষ্টিমেয় ইংরাজদিগের ভারতাধিকারের ভিত্তি সংস্থাপিত হয়। এক্ষণে নবাব সিরাজুদ্দৌলা, লর্ড ক্লাইব, মীরজাফর, রাজা মোহনলাল, বীর মীরমদন, রাজা দুর্লভরাম প্রভৃতি সকলেই ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ইতিহাস তাঁহাদের কার্য্যকলাপ জলদগম্ভীরস্বরে জগতে ঘোষণা করিতেছে এবং ভবিষ্যতে চিরদিন করিবে।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২ জুনের রজনী অবসন্ন হইল। দিনকর সুবর্ণকর-মণ্ডিত হইয়া সমুদিত হইল। ইংরাজসেনাপতি ক্লাইবের সঙ্গে একশত

ইউরোপীয় গোলন্দাজ, নয়শত পঞ্চাশ জন ইউরোপীয় পদাতিক, পঞ্চাশ জন ইংরাজ নাবিক, দুইসহস্র একশত দেশীয়সৈন্য, আটটি তোপ ও কতকগুলি লস্কর ছিল। নবাব সিরাজুদ্দৌলার পঁয়ত্রিশ হাজার পদাতিক, পনের হাজার অশ্বারোহী, তিপান্নটি কামান ছিল; এবং চল্লিশ পঞ্চাশ জন সুশিক্ষিত ফরাসী সৈনিক কামানসহ নবাবের সৈন্যদলে যোগদান করিয়াছিল। মুঁসে সেণ্ট ফ্রেঁ এই সকল ফরাসীসৈন্যের অধ্যক্ষ ছিলেন। নিদাঘপ্রভাতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অকস্মাৎ সমরতূর্য্য গম্ভীররবে নিনাদিত হইল। সে মধুর শব্দ শ্রবণ করিয়া বীরহৃদয় উৎসাহান্বিত হইল। দেখিতে দেখিতে অগণিত নবাবসৈন্য শিবির হইতে বহির্গত হইয়া দলে দলে শ্যামল শষ্প-পরিশোভিত পলাসীপ্রান্তরে রণসজ্জায় সজ্জিত হইল। নবাবের পক্ষ হইতে প্রথমে ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষ মুঁসে সেণ্ট ফ্রেঁ গম্ভীরনাদী কামান দাগিলেন। তাহার বিরাটশব্দে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইল, অদূরস্থ বনস্থলী কম্পিত হইল। কলকণ্ঠ বিহঙ্গকুলের প্রভাতকাকলী, ভাগীরথীর কল্লোলকোলাহল, মৃদুলপবনান্দোলিত বৃক্ষপত্রের মর্ম্মরধ্বনি, সেই কামানের অশনিগম্ভীর নির্ঘোষে মিলিত হইল। প্রভাততপনের লোহিত কিরণ ধূমজালে আচ্ছাদিত হইল।

এদিকে, সেনাপতিক্লাইবের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ইংরাজসৈনিকগণও অবিরল গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। ইংরাজসেনা নবাবসৈন্যাপেক্ষা অধিকতর সুশিক্ষিত ছিল। তাহাদের তীব্র গোলাবর্ষণে নবাবসৈন্য অস্থির হইল। উভয়পক্ষের কামানশব্দে দশদিক্ প্রপূরিত হইল। বিহঙ্গনিকর প্রাণভয়ে ভীত হইয়া দিগ্‌দিগন্তে উড্ডীন হইল। পশুসকল ভয়ব্যাকুলমনে সুদূরে পলায়ন করিল। দূরস্থিত গ্রামবাসিগণ গৃহদ্বার রুদ্ধ করিল। মাতৃক্রোড়ে শিশুকুল চমকিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। অর্দ্ধঘণ্টা

ব্যাপিয়া এইরূপ গোলাবর্ষণ চলিল। ত্রিশজন ইংরাজসৈনিক আহত হইয়া যুদ্ধ করিতে অক্ষম হইল। সুদক্ষসেনাপতি ক্লাইবসাহেব আপনার বিপদ বুঝিতে পারিলেন এবং বিশেষ সাবধানতার সহিত হরিৎপত্রপরিশোভিত বিশালশাখাসমন্বিত আম্রকাননের শীতল ছায়ায় আপনার সৈন্যগণকে পুনরায় সন্নিবেশিত করিলেন। নবাবসৈন্যের অযথাপ্রক্ষিপ্ত অগ্নিময় গোলাসকল বৃক্ষশাখার উপরে পতিত হইতে লাগিল, কিন্তু ইংরাজসৈন্যের আর কোনও ক্ষতি করিতে সমর্থ হইল না।

সেই আম্রকাননের অনতিদূরে নবাবের একটি ইষ্টকপ্রাচীরপরিবেষ্টিত মৃগয়ামঞ্চ বর্ত্তমান ছিল। মহাবীর ক্লাইব এই মৃগয়ামঞ্চের শিখরদেশে আরূঢ় হইয়া নবাবসৈন্যের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। দেখিলেন তরঙ্গমালাসমাকুলিত দিগন্তবিসারী সমুদ্রের ন্যায় নবাবের সংখ্যাতীত সৈন্য পলাসীক্ষেত্র প্লাবিত করিয়াছে। যতদূর দৃষ্টিগোচর হয় কেবল উষ্ণীষধারী নবাবসৈন্য শ্রেণীবদ্ধভাবে ততদূর বিস্তৃত রহিয়াছে। নবাবের এই বিশাল-বাহিনীর সহিত আপনার অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া কিরূপে যুদ্ধ করিবেন সেই চিন্তা ক্লাইবের হৃদয় অধিকার করিল। আপনার দুঃসাহসিক কার্য্যের বিষয় চিন্তা করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য সে বীরহৃদয় কম্পিত হইল। তাঁহার বিশাল ললাটদেশে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম প্রকাশিত হইল। বিস্তৃত নয়ন হইতে অস্বাভাবিক জ্যোতি নির্গত হইল। ক্লাইব চিন্তা করিতে লাগিলেন। 'নবাবের এই সংখ্যাতীত সৈন্যমধ্যে সকলেই কি বিশ্বাসী ও প্রভুভক্ত? যদি তাহাই হয় তবে পলাসীপ্রান্তর হইতে ইংরাজসৈন্যের মধ্যে কাহাকেও প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে না। এই বিস্তীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রই আমাদের সমাধি-ভূমিতে পরিণত হইবে। ইংরাজবণিকের ভারতবাণিজ্যের আশালতা একেবারে নির্ম্মূল হইবে। শত শত নদনদী, দেশ মহাদেশ, ভূধর প্রান্তর

অতিক্রম করিয়া এই পলাসীক্ষেত্রে জীবনলীলা সম্বরণ করিতে হইবে। সেনাপতি মীরজাফর এখন পর্য্যন্ত কোন প্রকার অনুকূল সঙ্কেত করিতেছেন না। তবে কি মীরজাফর অবিশ্বাসী নহেন? বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার লোভনীয় সিংহাসনে উপবেশন করিবার আশাতেও কি তিনি নবাবের প্রতিকূলতাচরণ করিবেন না? এত প্রলোভন উপেক্ষা করা কি মীরজাফরের সাধ্য? ইহাতেও কি তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইবে না? কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যদি তাহাই ঘটে, তবে যতক্ষণ এই শরীরে বিন্দুমাত্র বল থাকিবে, যতক্ষণ এই বাহুতে কৃপাণধারণের সামর্থ্য থাকিবে, ততক্ষণ শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে পশ্চাৎপদ হইব না। না হয় তরবারিহস্তে পলাসীর ক্ষেত্রে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইব, তথাপি স্বদেশের গৌরবরক্ষা করিতে, ইংরাজবীর্য্যের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে বিন্দুমাত্র ঔদাস্য প্রকাশ করিব না।'

অত্যল্পকালমধ্যে ক্লাইব উপায় উদ্ভাবন করিলেন। অধিকাংশ সৈন্য ভাগীরথীতটের নিম্নভাগে সংস্থাপন করিলেন। উচ্চ গঙ্গাতটের অধোদেশে অবস্থান করাতে, নবাবপক্ষীয় কামানের সর্ব্বসংহারক গোলা তাহাদের মস্তকের উপরিভাগ দিয়া গমন করিতে লাগিল। ইংরাজের কতকগুলি সৈন্য কামান চালাইবার জন্য মৃত্তিকা খনন করিয়া ভূগর্ভে সুরঙ্গ প্রস্তুত করিয়াছিল, সুতরাং ইংরাজপক্ষীয় সুরঙ্গমুখোদ্‌গারিত কামানের অগ্নিময় অব্যর্থ গোলা নবাবসৈন্যের অনেককেই হত ও আহত করিল। তীব্রগোলার আঘাতে নবাবসৈন্যের অনেকগুলি কামান বিদীর্ণ হইয়া গেল। এইরূপে তিনঘণ্টাকাল অনবরত যুদ্ধ চলিল, কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিবেন তাহার স্থিরতা হইল না। সমুদ্রের উভয়কূলাভিমুখে পর্য্যায়ক্রমে পবন প্রবাহিত হইলে বারিধিতরঙ্গের যেরূপ অবস্থা সংঘটিত হয়, নবাব ও ইংরাজসৈন্যের জয় পরাজয় সেইরূপ হইতে লাগিল। এপর্য্যন্ত

মীরজাফরের কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না। ক্লাইব পুনরায় গভীর চিন্তা-সমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন। অবশেষে সহযোগীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন 'অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, রজনীর আগমন পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিব। যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে বোধ হয় প্রাতঃসূর্য্যের লোহিতকিরণ সজীব ইংরাজসৈনিকের মুখমণ্ডলে আর প্রতিফলিত হইবে না।'

যুদ্ধ অবিরাম চলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নভোমণ্ডল ঘনঘটায় সমাচ্ছাদিত হইল। ভাগীরথীর অমলসলিলে জলদজালের নিবিড় ছায়া পতিত হইল। অর্দ্ধঘণ্টা ব্যাপিয়া মুষলধারে বৃষ্টি হইল। ইংরাজেরা ত্রিপল দ্বারা বারুদ প্রভৃতি আবরণ করিয়াছিলেন। নবাবের সৈন্যদলে ঐ সকল বস্তুর রক্ষার জন্য কোন উপায় অবলম্বিত হয় নাই। সুতরাং নবাবপক্ষীয় বারুদাদি আসারসিক্ত ও অকর্ম্মণ্য হইল। ইংরাজ অনার্দ্র বারুদপ্রয়োগে অজস্র গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। নবাবপক্ষের গোলাবর্ষণ ক্রমশঃ নিস্তেজ ও মন্দীভূত হইল।

দ্বিপ্রহর অতীত হইল। দিবাকর পশ্চিমগগনের দিকে অগ্রসর হইল। নবাবের বিশ্বস্ত ও প্রভুভক্ত সেনাপতি মীরমদন ভাবিলেন 'আমাদের ন্যায় ইংরাজগণের বারুদাদিও বৃষ্টির জলে সিক্ত হইয়াছে।' এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি অবিরল গোলাবর্ষণ করিতে করিতে ইংরাজসৈন্যের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য ইংরাজসৈনিককর্ত্তৃক প্রতিহত হইয়া পশ্চাতে থাকিল। তিনি নির্ভীকহৃদয়ে শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রতিকূলপবনচালিত হইয়া ধূমজাল দূরাপসারিত হইলেও অগ্নি যেমন আপন স্থানে বর্ত্তমান থাকে, সমভিব্যাহারী সৈন্যগণের অধিকাংশ বহুদূরে অবস্থান করিলেও নির্ভীকহৃদয় মীরমদন আপন স্থানে বর্ত্তমান থাকিলেন। তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল। আর্ত্তের আর্ত্তনাদে, করিগণের বৃংহিতশব্দে,

তুরঙ্গমসমূহের হ্রেষারবে, সমরদুন্দুভির বিরাটনির্ঘোষে ও সৈন্যগণের বীরহুঙ্কারে চতুর্দ্দিকে বিরাট শব্দ উত্থিত হইল।

অকস্মাৎ মীরমদন ইংরাজের তীব্রতর সাংঘাতিক গোলার আঘাতে আহত হইলেন। শরীর হইতে প্রবলবেগে রুধিরধারা বিনির্গত হওয়ায় অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। অনতিবিলম্বে তিনি সিরাজুদ্দৌলার সম্মুখে নীত হইয়া অতিক্ষীণ স্বরে বলিলেন, ‘প্রভো! যথাসাধ্য যুদ্ধ করিয়া অদ্য আহত হইয়াছি। আমার জীবনদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ কিন্তু তজ্জন্য আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত নহি। সমরপ্রাঙ্গণে অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হওয়া অপেক্ষা সৈনিকপুরুষের আর শ্লাঘাকর বস্তু নাই, কিন্তু স্বকীয় প্রাণদান করিয়াও আপনাকে বিপক্ষের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিলাম না, এই দুঃখ আমাকে সমধিক কাতর করিতেছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিবার সামর্থ্য থাকিবে, জ্ঞান তিরোহিত না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই ক্ষোভ যাইবার নহে। মৃত্যুমুখে পতিত হইবার পূর্ব্বে আপনাকে একটী কথা নিবেদন করিতেছি, আশা করি দাসের এই মৃত্যুকালের নিবেদনটী আপনি স্মরণ রাখিবেন। আপনার সেনাপতিগণের মধ্যে সকলেই যে বিশ্বস্ত তাহা নহে। বাহ্যিক আকারে বিমোহিত হইবেন না, বিশেষ সতর্কতার সহিত সকলের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিবেন। আর কথা কহিবার শক্তি নাই, শরীর অবসন্ন হইতেছে, চক্ষু নিস্তেজ হইতেছে, জিহ্বা জড়তাপ্রাপ্ত হইতেছে, প্রভো! জাঁহাপনা! বিদায়।” আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। মীরমদন নীরবে অনিমেষলোচনে নবাবের মুখমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। মৃত্যুর ভীষণ ছায়া সে মুখে পতিত হইল। ধীরে ধীরে তাঁহার নয়নযুগল চিরদিনের জন্য নিমীলিত হইল। প্রভুভক্ত মহাবীর মীরমদন প্রকৃতির কোমলক্রোড়ে বালকবৎ নিদ্রিত হইলেন। সে নিদ্রা আর ভঙ্গ হইল না।

সেনাপতি মীরমদনের মরণে, নবাবের হৃদয় বিচলিত হইল। তিনি ভাবিয়াছিলেন চতুর্দ্দিকে ভীষণ ষড়যন্ত্রণাজালে তিনি আবদ্ধ, মীরমদন তাঁহাকে এই আসন্নবিপদ হইতে রক্ষা করিবেন। সেই সাহসে নির্ভর করিয়া, সেই আশায় প্রোৎসাহিত হইয়া, নবাব পলাসীক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার অনন্তবিস্তৃত আশাগগন নিরাশার কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন করিয়া, চিরপোষিত আশালতাকে সমূলে উন্মূলিত করিয়া, মীরমদন অনন্তধামে গমন করিলেন। মরণকালিমাকীর্ণ মীরমদনের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নবাব নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। বিশ্বস্ত সেনাপতির মৃত্যুতে চতুর্দ্দিক বিভীষিকাময় দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার স্পষ্ট প্রতীতি হইল পলাসীক্ষেত্র যেন ভীষণ বিশ্বাসঘাতকতায় পরিপূর্ণ, সকলেই যেন তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছে, সকলেই যেন তাঁহাকে সহায়শূন্য দেখিয়া মনে মনে হাস্য করিতেছে। সুবিস্তৃত রাজ্যমধ্যে যেন কেহই তাঁহার আত্মীয় নাই। তাঁহার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করে, অসময়ে সদুপদেশ দান করে, রক্ষার জন্য আত্মজীবন উৎসর্গ করে এমন লোক যেন কেহই নাই। নিরাশার অন্ধকারাচ্ছন্নহৃদয়ে পূর্ব্বকৃত পাপরাশি সমুদিত হইয়া তাঁহাকে সমধিক যন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিল। হোসেনকুলি খাঁর রক্তাক্ত শরীর, অন্ধকূপহত্যার মনুষ্যগণের চীৎকার, অগণিত নরনারীর অভিসম্পাত ও আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইল। দুই হস্ত দ্বারা দৃঢ়ভাবে হৃদয়দেশ ধারণ করিলেন, তথাপি ক্লেশের লাঘব হইল না। আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন কিন্তু তাহাতে ও শান্তি পাইলেন না। বোধ হইল যেন শত শত তরবারি তাঁহাকে বধ করিবার জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে। নয়ন মুদ্রিত করিলেন। আসন্ন বিপদের ভীতিপূর্ণ চিত্র হৃদয়মধ্যে প্রতিফলিত হইল। আশৈশব সুখের ক্রোড়ে লালিত অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক আর কত

সহ্য করিতে পারে? নবাব পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শোকবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে নবাব সেনাপতি মীরজাফরকে আনয়ন করিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। মীরজাফর ইংরাজগণের সহিত ষড়যন্ত্রব্যাপারে লিপ্ত আছেন একথা নবাবসাহেব পূর্ব্ব হইতে জানিতেন এবং সেইজন্য তিনি বর্ত্তমান যুদ্ধের কিয়ৎদিন পূর্ব্বে মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন। অবশেষে যখন দেখিলেন মীরজাফর ভিন্ন এই আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া সুকঠিন, তখন তিনি স্বয়ং মীরজাফরের ভবনে গমন করিলেন এবং বিনীত বচনে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন। কপটতাপরায়ণ মীরজাফর কোরাণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিলেন, যে তিনি কখন নবাবসাহেবের বিপক্ষতাচরণ করিবেন না। কোরাণ মুসলমানগণের পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ। উহা স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করায় নবাবের মনে সেনাপতির কথায় দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল। সেই বিশ্বাস এতদিন পর্য্যন্ত হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন। মুমূর্ষু মীরমদনের উপদেশে তাঁহার চিত্ত সন্দেহাকুলিত হইল। মীরজাফর সমাগত হইলেন। নবাব তাঁহাকে দেখিয়া বিচলিত হইলেন। তাঁহার আপাদ মস্তক কম্পিত হইল। শরীর কণ্টকিত হইল, প্রতিশিরামুখে শোণিতপ্রবাহ যেন রুদ্ধ হইল, কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। বিষম ক্রোধ আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল, জিঘাংসাপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হইল, মনে করিলেন তরবারিপ্রহারে বিশ্বাসঘাতকের অস্তিত্ব লোপ করিবেন। তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতে লাগিল। একবার আপনার কটিলম্বিত তরবারি স্পর্শ করিলেন কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার সে ভাব অন্তর্হিত হইল।

মন্ত্ররুদ্ধবীর্য্য ভুজঙ্গের ন্যায় ক্ষণকাল মধ্যেই নবাব পুনর্ব্বার শান্তভাব ধারণ করিলেন।

মীরজাফর নবাবসম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন গতসন্ধ্যার সময় নবাবের মুখভাব যেরূপ ছিল, এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বিষাদ প্রফুল্লতার স্থান, বিনয় ক্রোধের স্থান, এবং ভীতি অহঙ্কারের স্থান অধিকার করিয়াছে। আজ নবাব অসহায়। যে নবাব মীরজাফরকে সদাই ঘৃণাচক্ষে দেখিতেন, আজ তিনি তাহাকে যথেষ্ট সমাদরপূর্ব্বক আপনার সম্মুখে উপবেশন করাইলেন।

মীরজাফর উপবিষ্ট হইলেন। নবাব আপনার উষ্ণীষ মীরজাফরের পদোপরি স্থাপনপূর্ব্বক নতজানু হইয়া ভীতিপূর্ণ কাতরস্বরে বলিলেন, "পূর্ব্বে তোমার প্রতি আমি যে সকল অসম্মান প্রদর্শন করিয়াছি এক্ষণে আমি তজ্জন্য বিশেষ অনুতপ্ত হইয়াছি; এক্ষণে আমি, আমার মাননীয় মাতামহ মৃত নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর নামোচ্চারণপূর্ব্বক আমাকে ক্ষমা করিবার জন্য, তোমাকে অনুরোধ করিতেছি। পিতা যেরূপ অবোধপুত্রকৃত অপরাধ ক্ষমা করেন, বন্ধু যেরূপ বন্ধুর অপরাধ গ্রহণ করেন না, তুমিও সেইরূপ কোনও দোষ গ্রহণ না করিয়া আমাকে ক্ষমা কর। অদ্য আমার জীবন এবং সম্মান রক্ষা কর; তোমার পদে আমার জীবন ও সম্মান অর্পণ করিলাম।"

নবাব নীরব হইলেন। তাঁহার অশ্রুধারায় মীরজাফরের চরণ সিক্ত হইল। নবাবের কাতরতাপূর্ণ প্রার্থনায় মীরজাফরের কঠোর হৃদয়ও ক্ষণকালের জন্য দ্রবীভূত হইল। ক্ষণকালের জন্য মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা ভুলিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার আধিপত্য, অতুল প্রতাপ ও লোকদুর্লভ সম্মানলিপ্সা তাঁহার সে ভাব পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল। মীরজাফর নবাবের প্রতি মৌখিক সরলতা ও সহানুভূতি দেখাইয়া বলিলেন, "জাঁহাপনা! বেলা অধিক হইয়াছে, সৈন্যগণও

অধিকক্ষণ যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত আছে। অতএব অদ্য আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। আপনি সৈন্যগণকে যুদ্ধবিরত হইতে আজ্ঞা দিন।" নবাব বলিলেন, "এরূপ করিলে ইংরাজেরা রাত্রিতে আক্রমণ করিতে পারে, তাহার উপায় কি?" বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর বলিল, "আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া অদ্য রাত্রিতে বিশ্রামসুখানুভব করুন। আপনার যাহাতে কোনও বিপদ না হয় আমি সে বিষয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করিব। কল্য আপনি পলাসীক্ষেত্রে শত্রুর কেশাগ্রও দেখিতে পাইবেন না। আমার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করুন।" এই বলিয়া বিশ্বাসঘাতক উত্তরপ্রতীক্ষা না করিয়াই অশ্বারোহণপূর্ব্বক বিদ্যুদ্বেগে নিজসৈন্যমধ্যে প্রস্থান করিল, এবং ক্লাইবকে সমস্ত ঘটনা লিখিয়া পাঠাইল; কিন্তু পত্রবাহক সেনাব্যূহ অতিক্রম করিয়া এই পত্র ক্লাইবকে প্রদান করিতে পারে নাই।

মীরজাফর প্রস্থান করিলে, নবাব অন্যতম সেনাপতি রাজা দুর্লভরামকে আনাইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন।

সমুদ্রমগ্ন মনুষ্য যেমন সম্মুখে যাহা প্রাপ্ত হয় তাহাই অবলম্বন করে, নবাব আজ বিপদসাগরে মগ্ন, সম্মুখে যাহা পাইতেছেন তাহাই অবলম্বন করিতেছেন ও ভাবিতেছেন ইহা আশ্রয় করিলেই বুঝি উদ্ধার পাইব। বিশ্বাসঘাতক দুর্লভরামও কপটবাক্যে নবাবকে আশ্বস্ত করিয়া বলিল, "প্রভো! সৈন্যদিগকে অদ্য রণনিবৃত্ত হইতে আজ্ঞাদান করুন ও আমাদের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আপনি মুরসিদাবাদে গমন করুন।" নবাব অনিচ্ছাসত্ত্বেও সৈন্যগণকে শিবিরে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ দিলেন। অবিলম্বে সমরক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমনসূচক রণতূর্য্য নিনাদিত হইল।

বাঙ্গালীবীর রাজা মোহনলাল অতুলবিক্রমে যুদ্ধ করিতেছিলেন; তাঁহার অগ্নিময় গোলাবর্ষণে শত্রুগণ ভীত ও অস্থির হইয়াছিল। এমন সময়ে রণে

নিবৃত্ত হইবার জন্ত নবাবের আজ্ঞা আসিল; সাহসীবীর সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন এইসময় রণে নিবৃত্ত হইলে সৈন্তগণের উৎসাহভঙ্গ হইবে, তাহারা ভীত হইয়া পলায়ন করিবে। এই জন্তই তিনি রণে নিবৃত্ত হন নাই। পুনরায় নবাবদূত আসিয়া তাঁহাকে রণে বিরত হইতে বলিল। এবারও মোহনলাল তাহার কথা শুনিলেন না। আবার দূত আসিয়া তাঁহাকে রণে নিবৃত্ত হইতে বলিল। এবার মোহনলাল পলাসী রণক্ষেত্রের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন কেহবা পলাইতেছে, কেহবা শিবিরাভিমুখে গমন করিতেছে, কেহবা গমন করিয়াছে। নবাবসৈন্ত ছিন্নভিন্ন। মোহনলাল বুঝিলেন নবাবের অধঃপতন অবশ্বম্ভাবী। বঙ্গে মুসলমান অধিকারের শেষ অঙ্ক অভিনীত হইতেছে। হতভাগ্য সিরাজের গৌরবরবি অস্তাচল আশ্রয় করিতেছে। মোহনলাল অভিমানে অধৈর্য্য হইয়া সৈন্তগণকে কোনরূপ আদেশ না দিয়াই চলিয়া গেলেন। সৈন্যগণও সেনাপতিকে রণভূমি পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া পলাইতে লাগিল।

এদিকে মীরজাফর ও রাজা দুর্ল্লভরামের আদেশে সকল সৈন্তই শিবিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। নবাবও দুই সহস্র অশ্বারোহী সৈন্তসহ মুরশিদাবাদ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। আর মীরজাফরের নিকটে আসিতে তাঁহার সাহস হইল না।

ক্লাইব আপনার সৈন্তগণকে যথোচিত উপদেশ দিয়া, মৃগয়ামঞ্চোপরি বিশ্রামসুখ ভোগ করিতেছেন। এমন সময়ে নবাবসৈন্তগণকে পশ্চাৎপদ দেখিয়া, অন্ততম ব্রিটিশসৈনিক মেজর কিলপেট্রিক ক্লাইবের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই কতকগুলি সৈন্ত সমভিব্যাহারে নবাবসৈন্ত আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। ক্লাইব জাগরিত হইয়া এই ব্যাপারে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু পরে প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং অব-

শিষ্ট সৈন্য লইয়া পূর্ণোৎসাহে পূর্ণমদে অনিবার্য্যবিক্রমে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তথন রণক্ষেত্র শূন্যপ্রায়। কেবল ফরাসী সেনাপতি সেণ্ট ফ্রেঁ মীরজাফরের কথায় কর্ণপাত না করিয়া নবাবের অনুমতি না শুনিয়া, শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন।

বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর এতক্ষণ সসৈন্যে রণক্ষেত্রের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। নির্ব্বাত তড়াগ যেমন ভীষণজলজন্তুপূর্ণ হইয়াও প্রশান্তমূর্ত্তি ধারণ করে, মীরজাফরও সেইরূপ হৃদয়ে ভীষণ বিশ্বাসঘাতকতা পোষণ করিয়াও প্রশান্তভাবে সমরক্ষেত্রে বর্ত্তমান ছিলেন। বিশ্বাসঘাতক যথন দেখিল নবাব স্বসৈন্য মুরসিদাবাদে গমন করিলেন, বীরবর রাজা মোহনলাল রণক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন, সৈন্যগণমধ্যে কতকগুলি রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়নপর হইল, কতকগুলি শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হইল, তথন মীরজাফর ক্লাইবের সঙ্গে যোগদান করিবার ইচ্ছায় সসৈন্যে ধীরে ধীরে আম্রকাননাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্লাইব ভাবিলেন নবাবসৈন্য বুঝি তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। বীরহৃদয় একবার কম্পিত হইল, কিন্তু পরক্ষণেই আপনার সৈন্য মীরজাফরের সৈন্যের গতিরোধ করিবার জন্য চালিত করিলেন। অবস্থা বুঝিয়া মীরজাফর আপন সৈন্য পুনরায় পূর্ব্বস্থানে স্থাপিত করিলেন। এতক্ষণে ক্লাইব বুঝিতে পারিলেন যে ইহারা মীরজাফরের সৈন্য; ইহারা যুদ্ধ করিতেছে না। জড়বৎ নীরবে একপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তথন তাঁহার দ্বিগুণ উৎসাহ হইল; পূর্ণোৎসাহে ফরাসী সেনাপতি সেণ্ট ফ্রেঁকে আক্রমণ করিলেন। সেণ্ট ফ্রেঁ সসৈন্যে প্রস্তুত ছিলেন। পুনরায় ঘোরতর যুদ্ধ চলিল। অশ্বখুরোত্থিত সান্দ্র ধূলিকণায় ও কামানমুখোদগারিত ধূমপটলে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। কিন্তু কতিপয় সৈন্য লইয়া সেণ্ট ফ্রেঁ কতক্ষণ যুদ্ধ করিবেন? তিনি রণে ভঙ্গ দিলেন।

নবাবসৈন্য পলায়ন করিতে লাগিল। ইংরাজসৈন্য পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া অনেককে হত ও আহত করিল। ইংরাজের জয় হইল।

বিজয়ী ইংরাজের গগনস্পর্শী আনন্দকোলাহলে ও ভেরীরবে পলাসীক্ষেত্র ও ভাগীরথীবক্ষ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সিংহাঙ্কিত ব্রিটিশবৈজয়ন্তী সুনীল নভোমণ্ডলে অস্তোন্মুখ সূর্য্যের স্বর্ণকিরণে উদ্ভাসিত ও সান্ধ্যপবনে সঞ্চালিত হইতে লাগিল। দিবাকর অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলেন, মুসলমানগণের গৌরবরবি তাঁহার অনুসরণ করিল। অগণিতহতমানবাকীর্ণ পলাসীর যুদ্ধক্ষেত্রে অন্ধকার রাজত্ব করিতে লাগিল, নিরাশার সূচিভেদ্য অন্ধতামস হতভাগ্যসিরাজের ভগ্নমনোরথ হৃদয়ে লব্ধপ্রসর হইল। অন্ধকার ভেদ করিয়া তারকারাজি গগনপ্রাঙ্গনে সমুদিত হইল, ক্লাইবের গৌরব-গরিমা একে একে প্রকাশিত হইল। পুনরায় প্রভাত হইলে দিবাকর হাস্যমুখে প্রাচীললাটে শোভা বিস্তার করিবে, সিরাজের ভাগ্যসূর্য্য কিন্তু চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিল।

এদিকে পলাসী হইতে নবাব যখন সসৈন্যে মুরসিদাবাদে উপস্থিত হইলেন তখন কেবলমাত্র প্রভাত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। উষার অনুপমমাধুরী পূর্ব্বগগনে উদ্ভাসিত হইতেছে। ভাগীরথীর স্বচ্ছসলিলে গগনমণ্ডল প্রতি-বিম্বিত হইয়াছে ; অদূরে নবাবের পুষ্পোদ্যানে তুষারসিক্ত বিকসিত কুসুম-রাজি চারিদিক সৌরভলহরীপূর্ণ করিয়া মৃদুমন্দ প্রভাতসমীরণে আন্দোলিত হইতেছে। পূর্ব্বগগনের অনুপমসৌন্দর্য্য আজ নবাবের প্রীতিবর্দ্ধন করিতে পারিল না, উদ্যানের সুগন্ধিসমীরণে তাঁহার ললাটের স্বেদবিন্দু অপনোদিত হইল না।

তাঁহার সহচর সৈন্যগণ বলিল "প্রভো! আপনি কল্য পুনরায় যুদ্ধ করি-বার আজ্ঞা প্রদান করুন। আমরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া আপনাকে শত্রুমুক্ত

করিব।" সৈন্যগণের কথা নবাবের মনে স্থান পাইল না। কেনই বা পাইবে? মীরজাফর, দুর্লভরাম প্রভৃতি প্রধান সেনাপতিগণ যদি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে, তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইয়া তাঁহারই শোণিতপানে উদ্যত হইতে পারে, তাহা হইলে এই সামান্য সৈন্যগণের প্রতি কিরূপে তিনি বিশ্বাস করিবেন?

নবাব সমস্ত দিবস মুরসিদাবাদে অবস্থিতি করিলেন। গভীর নিশীথে সঙ্গে বহুমূল্য রত্নাদি, কতকগুলি হস্তী ও অশ্ব লইয়া তাঁহার পত্নী লুৎসেন্নেসা ও অপর দুইজন স্ত্রীলোকের সহিত আবরিত যানারোহণে ভগবান্‌গোলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার ইচ্ছাছিল আজিমগঞ্জস্থ ভূতপূর্ব্ব ফরাসীসেনাপতি ল সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, পুনর্ব্বার যুদ্ধের আয়োজন করিবেন কিম্বা পূর্ণিয়াভিমুখে পলায়ন করিবেন।

বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার নবাব আজ যেন তস্করাপেক্ষায়ও ভীত। নিশীথ-সমীরণসঞ্চালিত বৃক্ষপত্রের মৃদুকম্পনশব্দে, রাত্রিচর বিহঙ্গের পক্ষরবে, রজনীর গভীরতাজ্ঞাপক ঝিল্লীরবে, পলায়মান শৃগালাদির শুষ্কপত্রোপরি পদধ্বনিতে, নবাবের হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। ভগবান্‌গোলায় তাঁহার নৌকা প্রস্তুত ছিল, তাঁহারা নৌকারোহণে যাত্রা করিলেন। তাঁহার খাদ্য নিঃশেষিত হওয়ায় ও সঙ্গিনী রমণীগণ ক্ষুধার্ত্ত হওয়ায়, পথিমধ্যে রাজমহলের পরপারে সাহাদানা নামক একজন ফকিরের আবাসে তাঁহাকে অতিথি হইতে হইল। এই ফকির পূর্ব্বে নবাবের কাছে একবার অপমানিত হইয়াছিল, সে অপমান এ পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল। ফকির ভাবিল তাহার অপমানের প্রতিশোধ লইবার এরূপ সুযোগ আর হইবেনা। প্রাণভয়ে পলায়মান সিংহকে পিঞ্জরাবদ্ধ করা যাউক। ফকির নবাবকে যথেষ্ট সমাদরপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিল ও তাঁহাদের আহারের সবিশেষ

উদ্যোগ করিয়া দিল। এদিকে গুপ্তভাবে পরপারে রাজমহলে মীরকাসীমের নিকটে সমস্ত ঘটনা প্রকাশপূর্ব্বক দূত প্রেরণ করিল। যুবক সিরাজ চিরকাল সুখের সেবাই করিয়াছেন, সংসারের কূটনীতির কিছুই অবগত নহেন। প্রস্ফুটিত কুসুমাভ্যন্তরে যে কীট থাকিতে পারে, পয়োমুখ বিষ-কুম্ভ মধ্যে যে প্রাণনাশক গরল থাকিতে পারে, তাঁহার এ জ্ঞান ছিল না। সুতরাং ফকিরের মৌখিক সৌজন্যে অতিশয় আনন্দিত হইলেন; ফকিরের প্রতি কিছুমাত্র অবিশ্বাস রহিল না। যথাসময়ে খাদ্য প্রস্তুত হইল। নবাব ও রমণীগণ কেবলমাত্র ভোজনে বসিয়াছেন, এমন সময়ে বহির্দ্দেশে অকস্মাৎ বন্দুকের শব্দ শ্রুত হইল।

এইবার সিরাজের মস্তক ঘূর্ণিত হইল। বুভুক্ষিতের হস্তস্থিত অন্নগ্রাস ভূপতিত হইল। দৈব তাঁহার প্রতিকূল; নতুবা অসংখ্য দাসদাসীবেষ্টিত প্রাসাদ ও অনুপম ভোগসুখ পরিত্যাগ করিয়া, আজ তাঁহাকে পলায়ন করিতে হইবে কেন? তাঁহার কৃপাকটাক্ষপ্রার্থী ফকিরের আবাসে আশ্রয় লইতে হইবে কেন?

খাদ্যদ্রব্য দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক ভোজনপাত্রদ্বারা সবলে ললাটে আঘাত করিয়া সিরাজ মূর্চ্ছিত হইলেন। ললাট হইতে শোণিত প্রবাহিত হইয়া তাঁহার মুখমণ্ডল প্লাবিত করিল। এদিকে মীরকাসীম গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সিরাজের এই অবস্থাদর্শনে স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু মীরকাসীম তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গিনীগণকে বন্দী করিয়া মুরসিদাবাদে প্রেরণ করিলেন। পথি-মধ্যে বন্দী সিরাজ তাঁহার রক্ষকদের নিকট প্রস্তাব করিলেন, "আমার প্রাণবধ করিও না। আমার রাজত্বে কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা নাই। আমাকে জীবন যাপনোপযুক্ত যৎসামান্য বৃত্তি দিয়া এই বিস্তৃত বঙ্গের একপার্শ্বে বাস করিতে দিও। তোমরা আমার প্রাণবধ করিও না"। হতভাগ্য যুবকের এক্ষণে

প্রাণে অতিশয় মমতা; প্রাণের পরিবর্ত্তে সিরাজ এক্ষণে যাবতীয় দ্রব্য ত্যাগ করিতে প্রস্তুত।

রক্ষিগণ যখন বন্দীদের লইয়া মুরসিদাবাদে উপস্থিত হইল, তখন মীরজাফর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সিরাজের দুর্দ্দশা দর্শন ও কাতর-বচন শ্রবণ করিয়া মীরজাফরের পাষাণকঠিণ হৃদয় বিগলিত হইল। মৃত নবাব আলিবর্দ্দিখাঁর দয়া স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইল। তিনি স্বীয়পুত্র মীরণের নিকট বন্দিগণকে রক্ষা করিবার আদেশ প্রদান করিয় অন্তঃপুরে গমন করিলেন। রক্ষীরা সিরাজকে মীরণের হস্তে অর্পণ করিল। মীরণ তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ রাখিতে আদেশ করিল।

নবাবপ্রাসাদের একটী সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় মীরজাফর-পুত্র মীরণ উপবিষ্ট। পারিষদ্গণ তাঁহাকে পরিবেষ্টনকরিয়া বঙ্গ, বিহার উড়িষ্যার, নবাব মীরজাফরের পুত্র বলিয়া তোষামোদ করিতেছে। মুহুর্ম্মুহুঃ সুরাপানে মীরণের নেত্রদ্বয় জবাকুসুমবৎ রক্তিমাভ। একে বাল্যকাল হইতে শিক্ষাভাব, তাহার উপর প্রভুত্ব, চতুর্দ্দিক হইতে অবিরত তোষামোদে ও অজস্রসুরাপানে যুবক উন্মত্তপ্রায়। কি করিয়া আপনার প্রভুত্ব প্রকাশ করিবে নির্ণয় করিতে পারিতেছে না।

সহসা উত্তেজিত ও কর্কশস্বরে মীরণ বলিল, "আমার অনুচরবর্গের মধ্যে যে কারাগারে যাইয়া সিরাজুদ্দৌলাকে এখনই বধ করিতে পারিবে, আমি তাহাকে প্রভূত অর্থপ্রদান করিব ও তাহাকে আমার অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া জ্ঞান করিব"। মীরণের এই কঠোর আজ্ঞায় প্রকোষ্ঠ প্রতিধ্বনিত হইল, পারিষদ্বর্গ স্তম্ভিত ও অধোবদন হইয়া রহিল। প্রচুর অর্থলোভে, মদ্য-পানোন্মত্ত পারিষদবর্গের মধ্যেও কেহ এই কঠোর নৃশংসতম আদেশ-পালনে স্বীকৃত হইল না। অবশেষে মৃতনবাব আলিবর্দ্দি খাঁর অন্নে

প্রতিপালিত মহম্মদ্ বেগ নামক এক ব্যক্তি এই আজ্ঞা পালন করিতে স্বীকৃত হইল।

সংসারের কি চিন্তাতীত পরিবর্ত্তন! যেন এক অসাধারণ ঐন্দ্রজালিক স্বীয় অসামান্য নিপুণতা দেখাইয়া সংসারকে ভীত ও স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন। দুই দিন পূর্ব্বে যে সিরাজুদ্দৌলা মস্‌নদে উপবিষ্ট হইয়া, বঙ্গ, বিহার, ও উড়িষ্যার উপর আধিপত্য করিয়াছেন, যাঁহার আদেশে কত লোক কারাবদ্ধ হইয়াছে, যিনি সুকোমল দুগ্ধফেননিভশয্যায় শয়ন করিতেন, আজ তিনি আপনার কারাগারে আপনি আবদ্ধ। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ধূলি-ধূসরিত, অনাহারে শরীর অবসন্ন, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক, ও দারুণ দুশ্চিন্তায় হৃদয় আলোড়িত। নিরন্তর অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন, তথাপি হৃদয়ের গুরুভারের লাঘব হইতেছে না। কখন বা প্রতিহিংসায় অন্ধকারাবৃত কারাগারে সবেগে পাদচারণ করিতেছেন, কখনও বা ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া দন্তাঘাতে ওষ্ঠ রক্তাক্ত করিতেছেন, কখনও বা জীবনে হতাশ হইয়া সবলে বক্ষে করাঘাত ও দুইহস্তে মস্তকের কেশোৎপাটন করিতেছেন। আজ তাঁহার সুখের শৈশব কাল, মাতামহ আলিবর্দ্দির অসীম স্নেহ, নিজের ঔদ্ধত্য, পূর্ব্বকৃত পাপরাশি একে একে সমস্তই স্মৃতিপথে উদিত হইয়া অতীব ক্লেশ দান করিতে লাগিল। অবশেষে হোসেনকুলিখাঁর হত্যা মনে হওয়ায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চিত ও ঘর্ম্মাক্ত হইল।

হোসেন কুলিখাঁর মূর্ত্তি যেন তাঁহার সম্মুখে জাজ্বল্যমান; নয়ন মুদ্রিত করিলেও সে মূর্ত্তি অপসারিত হয় না। মূর্ত্তি যেন তাঁহার শোচনীয়দশা-দর্শনে আনন্দিত হইয়া অট্টহাসে কারাগৃহ প্রতিধ্বনিত ও বিভীষিকাপূর্ণ করিয়া তালে তালে নৃত্য করিতেছে ও বলিতেছে "রে নৃশংস যুবক! অদ্য তোর পূর্ণকাল হইয়াছে; অদ্য আর কোন প্রকারে তোর নিষ্কৃতি নাই"। যে নাম

পূর্ব্বে তোর মুখে একবারও উচ্চারিত হয় নাই, অদ্য সেই জগদীশ্বরের পবিত্র নাম স্মরণপূর্ব্বক, পূর্ব্বকৃতপাপ হইতে মুক্তির জন্য তাঁহার নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা কর্"। সিরাজ দুই হস্তে চক্ষুঃ আবৃত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু দৈব তাঁহার নিতান্ত প্রতিকূল; হতভাগ্য যুবক প্রাণ ভরিয়া রোদন করিবার সময়ও পাইলনা। সশব্দে কারাগৃহের লৌহ দ্বার উদ্ঘাটিত হইল।

মীরণের অনুচর মহম্মদ্‌বেগ্ কারাগৃহে প্রবেশ করিল। তাহার দুই চক্ষুঃ ঘূর্ণমান, বামকরে আলোক, ও দক্ষিণকরে তীক্ষ্ণধারকৃপাণ। মহম্মদ্ বেগের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সিরাজের অন্তরাত্মা কম্পিত হইল। সিরাজ বুঝিলেন তাঁহার মৃত্যু সমুপস্থিত। কম্পিতহস্তে মহম্মদ্‌বেগের পদদ্বয় ধারণ করিয়া সিরাজ বলিলেন, "মহম্মদ্! মহম্মদ্! তুমি কি আমাকে বিনাশ করিতে আসিয়াছ? আমি তোমার কোনও অনিষ্ট করি নাই। মুসলমান হইয়া অকারণ কেন মুসলমানের রক্তপাত করিবে? তাহারা কি আমাকে যৎ সামান্য বৃত্তি দিয়া এই বিশাল বঙ্গভূমির এক পার্শ্বে বাস করিতেও দিবেনা? না, না, আমি হোসেনকুলিখাঁকে হত্যা করিয়াছি, আজ তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমিও নিহত হইব। দয়াময় জগদীশ্বর! আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হউক, আমাকে ক্ষমা করুন"। সিরাজ আর অধিক কথা বলিবার সময় পাইলেন না। শাণিত কৃপাণ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। মহম্মদ্‌বেগ্ উপর্য্যুপরি কয়েক বার আঘাত করিল। সিরাজের দেহ হইতে অবিরল শোণিতধারা নির্গত হইয়া কারাগৃহ রঞ্জিত করিল। সিরাজ ভূলুণ্ঠিত হইয়া, ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "যথেষ্ট! যথেষ্ট! হোসেনকুলি খাঁ! এতদিনে তোমার প্রতিহিংসা সম্পূর্ণ হইল"। আর বলিতে পারিলেন না। তাঁহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। এই রূপে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার নবাব সিরাজুদ্দৌলা

তরুণ বয়সে একবৎসর রাজত্ব করিয়া, আপনার কারাগারে নিহত হইলেন।

সিরাজ! তুমি বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার মস্‌নদ্‌ যে রূপে কলঙ্কিত করিয়াছ, তোমার পূর্ব্বতন কোনও নবাব সেরূপ করেন নাই। তুমি আপনার অদৃষ্টলক্ষ্মীকে স্বয়ং পাদদলিত করিয়াছ; আপনার পদে আপনি কুঠারাঘাত করিয়াছ। ইতিহাস তোমাকে যেরূপ গভীরকলঙ্ককালিমায় চিত্রিত করিয়াছে, ঘোর নারকীর অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ও ঘৃণার্হ করিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে তুমি ততদূর পাপী কি না জানি না। আজীবন কারাগারে বদ্ধ থাকাপেক্ষা তোমার মৃত্যুই মঙ্গল। পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মৃত্যুই প্রার্থনীয়। মনুষ্যের হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, ও বিশ্বাসঘাতকতায় তোমার কমনীয় কলেবর জর্জ্জরিত হইয়াছে। যে স্থানে হিংসা, দ্বেষ, প্রতিহিংসা, বিশ্বাসঘাতকতা নাই, যে স্থানে মনুষ্য মনুষ্যশোণিতপাত করিতে অগ্রসর হয় না, সেই স্থানে গমন করিয়া তোমার আত্মা শান্তি লাভ করুক। মনুষ্য তোমাকে ক্ষমা করিল না, জগদীশ্বর তোমাকে ক্ষমা করুন।

নিমাই-সন্ন্যাস।

পৌষমাসের ক্ষুদ্র দিন অবসন্নপ্রায়। দিনকর দারুণ শীতকাতর হইয়াই যেন অস্তাচলকন্দরে প্রবিষ্ট হইলেন। উচ্চশীর্ষ পাদপনিকরে, ও সমুন্নত গৃহচূড়ায় এখনও ক্ষীণালোকরেখা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। কৃষকগণ পশুপালসহ ক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন করিতেছে। পথে আসিতে আসিতে অর্দ্ধবিস্মৃত শৈশবসঙ্গীত মধুরকণ্ঠে নিঃশঙ্কচিত্তে গান করিতেছে। সে সঙ্গীত তানলয়বিশুদ্ধ না হইলেও অকপটভাবে গীত হওয়াতে, সেই জনকোলাহল-পরিশূন্য গ্রামোপকণ্ঠে যেন পীযূষধারা বর্ষণ করিতেছে। বিহঙ্গকুল ললিত-পঞ্চমে স্বর তুলিয়া সুনীলনভোমণ্ডলে উড়িতেছে। সন্ধ্যাবধূ নীলবসনা-বগুণ্ঠিতা হইয়া ধীরপাদসঞ্চারে পৃথিবীতে আগমন করিতেছে। তাহার আগমনে সেই ক্ষুদ্র কাটোয়া নগরীর সর্ব্বত্র শান্তি, নিস্তব্ধতা ও সুস্নিগ্ধতা বিরাজ করিতেছে।

সন্ধ্যার অস্ফুটালোকে গন্তব্যপথ দেখিতে দেখিতে নিমাই পণ্ডিত কাটোয়া নগরীতে উপনীত হইলেন। তাঁহার বর্ণ কনকোজ্জ্বল, মুখমণ্ডল পূর্ণশশাঙ্কবৎ অতুলসৌন্দর্য্যাকর, বাহুযুগল বর্ত্তুল ও সুপীন, বক্ষোদেশ বিস্তৃত, পাণিতল আলোহিত, নয়নযুগল আকর্ণবিশ্রান্ত, অনন্তভাবাবেশে চলচল ও আমুকুলিত, তাহা হইতে অভ্যন্তরে উত্তরলায়মান প্রেমসমুদ্রের হিল্লোলের ন্যায় অশ্রুধারা দরবিগলিত হইতেছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যদর্শনে সে নয়ন আকৃষ্ট নহে, বিহগকাকলীশ্রবণে সে কর্ণ উৎসুক নহে, সমতলের দিকে সে

চরণ ধাবিত নহে। তাঁহার প্রাণ, মনঃ ও ইন্দ্রিয় ভগবৎপ্রেমাবেশে মত্ত ও বাহ্যব্যাপারনিরপেক্ষ। তিনি মর্ত্তে আছেন কি স্বর্গে আছেন, সুখে আছেন কি দুঃখে আছেন, জীবিত আছেন কি মৃত হইয়াছেন, তাহা তাঁহার উদ্বোধ নাই। সে দিকে তাঁহার যত্ন নাই, সে চিন্তা তাঁহার পবিত্র হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না। গলদেশে তুলসীমালিকা, সর্ব্বাঙ্গে হরিনামাঙ্কন, মুখে তৈলযন্ত্রমুখ-গলিত অবিরলধারার ন্যায় হরিনামসঙ্কীর্ত্তন। কখন বা হৃদয়ের নিভৃতকন্দরে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ অবলোকন করিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইতেছেন। ক্ষুদ্র হৃদয়ে সে বিপুল আনন্দ ধরিতেছে না, সেই প্রেমানন্দের নবাঙ্কুরবৎ সর্ব্বগাত্রে লোমহর্ষ দেখা যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনিও হাস্য করিতেছেন, আনন্দের বিপুল আবেগে কণ্ঠরোধ হইতেছে। কখন বা নাজানি কি ভাবে বিভোর হইয়া রোদন করিতেছেন। তাঁহারি বিলাপরবে সেই নির্জ্জনবনভূমি প্রতি-ধ্বনিত হইতেছে। কখন বা উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতেছেন, কখন বা প্রফুল্ল-কমলোদরে দ্বিরেফগুঞ্জনবৎ মৃদু মৃদু কি বলিতেছেন। তাঁহার সে অপরূপ রূপমাধুরী নয়ন ভরিয়া দেখা যায়, তাঁহার সে অপূর্ব্ব ভাব প্রাণ ভরিয়া অনুভব করা যায়, কিন্তু ভাষা-মুখে পরিব্যক্ত করা যায় না।

দিব্যলাবণ্যপরিশোভিত সেই বৈদিকযুবক ক্রমে ক্রমে কেশব ভারতীর উটজদ্বারে উপনীত হইলেন। প্রীতিবিকসিতনয়নে সেই পবিত্রকুটীরের চারিদিকে অবলোকন করিলেন। পূর্ব্বরাত্রে তিনি স্বপ্নে যাঁহা অবলোকন করিয়াছিলেন, তাহার অস্ফুট চিত্রের সঙ্গে আচার্য্যকুটীরের দৃশ্য মিলিল। চারিদিকে কুসুমোদ্যান, তাহার ভিতরে নৈশকুসুমনিকর গন্ধবহান্দোলিত হইয়া ধীরে ধীরে বিকশিত হইতেছে। সুনীল অম্বরতলে তারকারাজি মৃদু মৃদু কিরণ দান করিতেছে। সম্মুখে সুধাধবলিত তুলসীমন্দির, তাহার পাদ-দেশ প্রক্ষালন করিয়া, অনন্তলহরীলীলা বিস্তার করিয়া, কুলকুলরবে ভাগী-

রথী মহাসাগরের দিকে প্রধাবিতা। চারিদিকে পাদপনিকর নৈশান্ধকারে ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে। একপার্শ্বে সুপরিষ্কৃত তৃণপরিশূন্য প্রাঙ্গণ, তাহা হইতে অচিরসিক্ত গোময়সলিলের পবিত্রগন্ধ উদ্গত হইতেছে। অন্যপার্শ্বে আচার্য্যমহোদয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর। স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থনিচয়ের সহিত ইহাদের ঐক্য দেখিয়া নিমাই বিস্মিত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইল, প্রতিরোমকূপে স্বেদকণিকা দেখা গেল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে একবার 'হরি হরি' বলিয়া উঠিলেন। সে স্বর আচার্য্যের কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইল। ভারতীগোস্বামী শিষ্যপরিবেষ্টিত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতেছিলেন, ভক্তের অকপটোচ্চারিত হরিধ্বনিতে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। যে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া স্বর্গের সুবর্ণতোরণে প্রতিধ্বনিত হয়, তাহা যে সাধু আচার্য্যের চিত্তাকর্ষণ করিবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? ভারতী গোস্বামী শিষ্যগণসহ বহির্দ্দেশে আগমন করিলেন, দেখিলেন প্রেমিক-শিরোমণি গৌরাঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সাধুর হৃদয় সাধুর দিকে স্বতএব আকৃষ্ট হয়। ভক্ত আপনিই ভক্তের উপর অনুরক্ত হন। সেই জন্য নিমাইকে দেখিয়া ভারতীর প্রেমসমুদ্র উচ্ছলিত হইল। তিনি নিমাইকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে মণিকাঞ্চনযোগ সংঘটিত হইল, ভক্তে ভক্তে মিলন হইয়া গেল। উভয়েই আত্মানন্দে অধীর ও ভাবাবেশে বিভোর। কাহারও মুখ হইতে বাক্য নিঃসৃত হইতেছে না, কেবল হৃদয়-নিহিত প্রতিক্ষণে বর্দ্ধমান আনন্দসমুদ্র উদ্বেলিত হওয়াতে, নয়ন হইতে অশ্রুধারা দরবিগলিত হইতে লাগিল। উভয়কে দর্শন করিয়া উভয়ের নেত্র প্রেমবন্যায় প্রপীড়িত হইল।

কিয়ৎকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে, গৌরাঙ্গ আচার্য্য কেশব ভারতী মহাশয়ের চরণবন্দনা করিলেন এবং বিনয়নম্র বচনে কহিলেন

"গুরুদেব! আমি সন্ন্যাসগ্রহণ করিবার অভিলাষে আপনার চরণ-সমীপে আগমন করিয়াছি। কল্য উত্তরায়ণ সংক্রমণ, অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া আমাকে এই শুভদিনে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষা দান করিতে হইবে।" ভারতী বলিলেন, "নিমাই, তুমি যুবাপুরুষ। ইন্দ্রিয়ভোগে নিস্পৃহ, ভোগ-সুখে অনাসক্ত, মায়াপাশবিমুক্ত তীব্রবৈরাগ্যসম্পন্ন লোকেরাই কঠোর সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অধিকারী। তোমার জননী জীবিতা আছেন, পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণী বিদ্যমান আছেন। তুমি কেমন করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিবে? এখনও তোমার পুত্র জন্মগ্রহণ করে নাই। পুত্রোৎপত্তি ভিন্ন বংশনাশ ঘটিয়া থাকে। বংশনাশ হইলে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধতর্পণাদি রহিত হইয়া যায়। তুমি কেন সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছ? তোমার মাতৃদেবীর অনুমতি গ্রহণ করিয়াছ ত? পত্নীকে ত এবিষয় বলিয়া আসিয়াছ? তাঁহাদের অভিমতি না লইয়া কিরূপে দীক্ষা গ্রহণ করিবে? আমিই বা কিরূপে তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে তোমার ন্যায় কুলাবলম্ব যুবককে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করিব? তোমার স্নেহময়ী মাতা ও প্রেমময়ী সহধর্ম্মিণীর দুঃখ স্মরণ করিয়া, তোমাকে মন্ত্রদান করিতে অতীব কুণ্ঠিত হইতেছি।"

সরল আচার্য্য নবীন শিষ্যকে সম্যক্ বুঝিতে পারেন নাই। বহুদিন হইতে যে হৃদয়ে যে বৈরাগ্যবহ্নি প্রধূমিত হইতেছিল, এক্ষণে তাহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, তিনি উহা জানিতে পারেন নাই। ভগবৎপ্রেমের প্রবলবন্যায় সে হৃদয়ের আসক্তি ও অপবিত্রতা যে বহুদিন বিদূরিত হইয়াছে, তাহা তিনি সম্যক্‌রূপে অবগতছিলেন না সেই জন্যই তিনি শিষ্যের মনঃপরীক্ষা করিতেছিলেন। নিমাই ভক্তিপূর্ণস্বরে উত্তর করিলেন, "গুরুদেব, আমার প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিয়া বঞ্চনা করিবেন না। সংসারের মায়াপাশে আমাকে আবদ্ধ করিবার জন্য, মহামোহের

অন্ধতামসাচ্ছন্ন কারাগারে আমাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য, আর চেষ্টা করিবেন না। আপনি পরম কারুণিক, শত শত পাপীকে উদ্ধার করিয়াছেন, শত শত সহায়বিহীন লোককে স্বর্গসোপানমার্গের উপদেশ দান করিয়াছেন। আমার প্রতি কঠোরতা কেন প্রভো! আপনিত বহুদিন হইতে আমাকে দীক্ষাদান করিতে প্রতিশ্রুত আছেন। এক্ষণে শ্রীচরণসেবাসমাগত দাসের মনোভিলাষ পূর্ণ করিয়া স্বাভাবিক দীনবাৎসল্য প্রদর্শন করুন।" বলিতে বলিতে প্রেমাবেগে নিমাই উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। বাহু উত্তোলিত করিয়া নৃত্য করিতে করিতে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে ব্যাপৃত হইলেন। তাঁহার স্খলিতপদ নৃত্য, ও প্রেমময় আকারদর্শনে আচার্য্য মুগ্ধ হইলেন। নিমাইএর প্রেমাবেশ দেখিয়া তিনিও স্থির থাকিতে পারিলেন না। শিষ্যগণসহ সে অপূর্ব্ব কীর্ত্তনে যোগদান করিলেন। নৈশনিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, বনস্থলীকে মুহুর্মুহু বিকম্পিত করিয়া, ভাগীরথীর প্রশস্তহৃদয়ে শত শত প্রতিধ্বনি জাগাইয়া, সে কীর্ত্তনশব্দ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল। চারিদিকের ভক্তগণ সে অশ্রুতচর কীর্ত্তনশব্দে স্থির থাকিতে পারিলেন না। স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া, অভুক্ত অন্ন পরিহার করিয়া, সাংসারিক কার্য্য উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা কেশবভারতীর উটজপ্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রবল-বেগা নদী যেমন সম্মুখস্থিত অবরোধক বস্তুকে সবেগে আত্মস্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যায়, গৌরাঙ্গের সে কীর্ত্তনস্রোতে ভক্তগণ সেইরূপ ভাসিলেন। হরিনামের সঙ্কীর্ত্তনে ও উন্মাদনর্ত্তনে মুহূর্ত্তমধ্যে কেশবকুটীর বৃন্দাবনমূর্ত্তি ধারণ করিল। পূজ্য ও পূজক, গুরু ও শিষ্য, সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র আর ভেদজ্ঞানবিরহিত হইয়া, সেই হরিসঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিল। ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ প্রেমময় গৌরাঙ্গের সমাগমে, ভারতীকুটীরে আজ এত আনন্দ ও পবিত্রতা। তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া আচার্য্যের মনে দৃঢ়

প্রতীতি জন্মিল 'ইনি মহাপুরুষ, শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া আমার গৌরব বর্দ্ধন করিবার জন্য এখানে সমাগত হইয়াছেন।'

গৌরাঙ্গের ভাবতরঙ্গ কথঞ্চিৎ উপশমিত হইলে, আচার্য্য কহিলেন "নিমাই, তুমি জগতের গুরু; আমার কি সাধ্য তোমাকে দীক্ষা দান করি? তবে তুমি যখন লোকশিক্ষার্থ আমার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য আগমন করিয়াছ, তখন কল্যই তোমাকে দীক্ষা দান করিব। নিমাই কহিলেন, 'ভগবন্! কল্য রাত্রে স্বপ্নে এক মহাপুরুষকে দর্শন করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে এই মন্ত্রটী বলিয়া দিয়াছেন। যদি ইহা সিদ্ধ মন্ত্র হয়, তাহা হইলে কৃপা করিয়া আমাকে উহা প্রদান করুন।' এই কথা বলিয়া নিমাই কেশব ভারতীর কর্ণমূলে স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র বলিলেন। শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে আসিয়া আচার্য্যকে মন্ত্রদান করিলেন। গোস্বামী মন্ত্র শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং পর দিন তাঁহাকে ঐ মন্ত্র প্রদান করিবেন সংকল্প করিলেন। দীর্ঘ শিশির-যামিনী নামসঙ্কীর্ত্তনে অতিবাহিত হইল। কেহই নিদ্রাসুখ ভোগ করিবার জন্য অভিলাষ প্রকাশ করিলেন না। প্রেমোন্মত্ত নিমাইএর সহবাসে ভারতী-কুটীরে উন্মাদরোগ সংক্রামক হইয়া উঠিল।

হরিনামকীর্ত্তনের সহিত রজনীর অবসান হইল। সাধুহৃদয় মহোদয়গণ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, কলুষহারিণী ভাগীরথীর পবিত্রসলিলে অবগাহন করিলেন। নিমাই অদ্য দণ্ড গ্রহণ করিবেন, এই সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। সকলেই সেই পরমসুন্দর নিমাইকে বড়ই ভালবাসিত। আজ তিনি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিতে, সংসারবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতে, কৃতসংকল্প হইয়াছেন শুনিয়া, সর্ব্বত্র হাহাকার ধ্বনি সমুত্থিত হইল। সকলেরই হৃদয় করুণরসে আর্দ্র হইল। তাঁহার পরিবারবর্গকে স্মরণ করিয়া সকলেই নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিল। যিনি সকলের এতাদৃশ প্রেমপাত্র, তাঁহার

দীক্ষায় উপকরণের অভাব হইবে কেন? শত শত নরনারী উপায়নহস্তে ভারতীকুটীরোপান্তে আগমন করিল। কেহ বিবিধবর্ণের কুসুম লইয়া আসিয়াছে, কেহ বা গন্ধসারদ্রব আনয়ন করিয়াছে, কেহ বা তুলসীপত্র লইয়া আসিয়াছে, কেহ বা হৈয়ঙ্গবীন লইয়া সমাগত হইয়াছে। কেহ বা নবনীত লইয়া, কেহ বা দুগ্ধ গ্রহণ করিয়া নিমাইকে দর্শন করিতে আসিয়াছে। অসংখ্য নরনারীর হৃদয়ে ধর্ম্মনদী প্রবাহিত করিবার জন্য যিনি জননী, সহ-ধর্ম্মিণী ও আত্মীয়স্বজনের মায়ামমতা উপেক্ষা করিয়া, পরহিতব্রতে জীবনোৎসর্গ করিলেন, তাঁহার দীক্ষাদ্রব্য সাধারণেই সংগ্রহ করিল, তিনি সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন।

দেখিতে দেখিতে দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, নবনীত, বস্ত্র, তাম্বূল, মাল্য, কাষ্ঠ, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য সকলই আয়োজিত হইল। অসংখ্য নরনারী নূতন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া নয়নযুগল চরিতার্থ করিবে বলিয়া বহুদূর হইতে সেখানে সমাগত হইয়াছিল। গৌরাঙ্গের ভাব দেখিয়া দর্শকগণ উন্মত্তপ্রায় হইল। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত। কখন নৃত্য করিতেছেন, কখন ক্রন্দন করিতেছেন, কখন হাস্য করিতেছেন, কখন হরি হরি বলিতেছেন, কখন বা ভাবাবেশে অভিভূত হইয়া ধরাতলে বিলুণ্ঠিত হইতেছেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া সকলে বিমোহিত হইল। ভাগীরথীর প্রশস্ত সৈকতপুলিনে বহুসংখ্যক নরনারী, বালক বালিকা, যুবক যুবতী, প্রৌঢ় প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, ধনী নির্ধন, জ্ঞানী মূর্খ, উচ্চ নীচ, সকলে একত্র সমবেত হইয়াছে। এমন মধুর দৃশ্য ইতিপূর্ব্বে কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সকলের মুখেই হাহাকার, সকলের মুখেই নিমাই-সন্ন্যাসের কথা। কেহ বা বিধাতার নির্ব্বন্ধে দোষাবিষ্কার করিতেছে, কেহ বা তাঁহার সুতবৎসলা জননী ও স্নেহপ্রতিমা সহধর্ম্মিণীর কথা স্মরণ করিয়া অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতেছে। কি এক অলৌকিক

মহীয়সীশক্তিবলে এই সকল লোকের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি, কষ্ট সকলই তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। সকলে আহারগ্রহণে বিরত হইয়া, গৃহকার্য্য বিস্মৃত হইয়া, নিমাইএর অপরূপলাবণ্য দর্শন করিতেছে, মুকুন্দের সুকণ্ঠ-গীত সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেছে। নিমাইএর ব্যাকুলতা ও ভাবাবেশ দেখিতে দেখিতে দিবসের অবসান হইয়া আসিল। অপরাহ্ণ সমুপাগত হইল, সূর্য্য বিদায়গ্রহণে অভিলাষী হইল। তথাপি লোক সকল যেন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়, ইন্দ্রজালবিমোহিতের ন্যায় স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। নিমাইএর প্রেমাবেগের নিবৃত্তি হইল না, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনেরও বিরাম হইল না। কর্ত্তব্য কার্য্যের হানি হয় দেখিয়া নিত্যানন্দ নিমাইকে কি বলিলেন। তাঁহার বচন শ্রবণ করিয়া নিমাই একটু স্থির হইয়া বসিলেন। তাঁহার ক্ষৌরকার্য্য করিবার জন্য নাপিত আসিয়া উপনীত হইল। ভক্তবৃন্দ নিমাইএর কুঞ্চিত কুন্তলের সহিত শিখার অন্তর্ধান হইবে ভাবিয়া, অবিরলধারে ক্রন্দন করিতে লাগিল। সমাগত দর্শকমণ্ডলী সে ক্রন্দনে যোগদান করিল। নাপিত ক্ষৌর-কার্য্য করিবে কি? নিমাইএর নিসর্গসুন্দর মূর্ত্তি ও ভ্রমরকৃষ্ণ কেশকলাপ দর্শন করিয়া ও তাঁহার জননীর দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। তাহার নয়ন হইতে দরদরিত ধারে অশ্রু পতিত হইয়া গৌরাঙ্গের মস্তক অভিষিক্ত করিল, হাতের ক্ষুর হাতেই থাকিয়া গেল। অবশেষে বহুকষ্টে ক্ষৌরকার্য্য সমাহিত হইল।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা আসিল। লোহিতারুণ সেই শোচনীয়দৃশ্যদর্শনে কুন্ঠিত হইয়াই যেন অস্তাচলগুহা আশ্রয় করিলেন। বিলাপীর উচ্ছ্বাসের ন্যায় এক এক বার তরুপল্লব কম্পিত করিয়া, বিহগগণের ক্রন্দন শব্দ দিগ্দিগন্তে বিস্তার করিয়া, সমীরণ প্রবাহিত হইল। গৌরচন্দ্র ভক্তবৃন্দ সহ গঙ্গা-স্নান করিয়া আসিলেন এবং সংযতবাক্ হইয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন

করিলেন। সহচরগণ অশ্রুমোচন করিতে করিতে তাঁহার পরম সুষমাকর শরীরে গৈরিকরাগরঞ্জিত কৌপীন পরাইয়া দিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত হইল। ভারতী গোস্বামী তাঁহার হস্তে দণ্ড ও কমণ্ডলু দান করিলেন। তখন সমাগত দর্শকসকল তাঁহাকে মুণ্ডিতমস্তক, কৌপীনবসন ও দণ্ডধারী দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। সংসারের মায়াপাশ ছেদন করিতে যিনি কৃতসংকল্প, অগণিতমানবহৃদয়ে শান্তি দান করা যাঁহার মুখ্য ব্রত, তাঁহার হৃদয়ে সে ক্রন্দন শব্দ প্রতিঘাত হইল না। নিমাই সমুদ্র কল্লোলা কম্পিত কুলপর্ব্বতের ন্যায় ধীর ও প্রশান্ত হৃদয়ে আসনে উপবিষ্ট হইয়া থাকিলেন। ভারতী গোস্বামী তখন তাঁহার কর্ণে পূর্ব্বকথিত মন্ত্র প্রদান করিলেন।

গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া হরি হরি বলিয়া উঠিলেন। সমাগত লোকবৃন্দ সানন্দহৃদয়ে হরিনাম করিতে লাগিল।

কেশবভারতী নবদীক্ষিত শিষ্যের কি নাম রক্ষা করিবেন তাহারই চিন্তা করিতেছিলেন। সহসা তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইল। স্বর্গীয় তেজে তাঁহার বদনমণ্ডল অপূর্ব্বকান্তি ধারণ করিল। তাঁহার নয়নযুগল হইতে দুঃসহ তেজ বিনির্গত হইতে লাগিল। তিনি গম্ভীরবচনে কহিলেন, 'নিমাইপণ্ডিত! শ্রবণ কর। তুমি মায়াপাশবিনির্ম্মুক্ত হইয়া দণ্ডগ্রহণ করিয়াছ, তোমার প্রাচীননাম অদ্য হইতে বিলুপ্ত হইল। আর তুমি বিশ্বম্ভর নহ, আর তুমি গৌরাঙ্গ বা গৌরচন্দ্র নামে অভিহিত নহ, আর তুমি নিমাই নহ। আর তুমি শচীমাতার আদরপুত্তলিকা নহ। এক্ষণে তুমি শুদ্ধস্বরূপ ও নারায়ণস্বরূপ হইয়াছ। অদ্য তোমার নবজীবন লাভ হইয়াছে। সুতরাং আমি তোমার একটী নূতন নাম রক্ষা করিব। অদ্য ভগবৎকৃপায় ভবিষ্যতের চিত্র আমার নয়নসম্মুখে প্রতিভাত হইয়াছে। আমি স্পষ্টরূপে

দেখিতে পাইতেছি তুমি মধুর হরিনাম দান করিয়া শত শত নরনারীর তর্কতাপবিশোষিত হৃদয়ে শান্তিধারা প্রবাহিত করিবে, অগণিত পাপী তাপী তোমার মুখে ভগবন্নাম শ্রবণ করিয়া পাপমুক্ত হইবে, ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র নরনারী তোমাকে প্রেমাবতার জ্ঞান করিয়া সমাদর করিবে, অতএব অদ্য হইতে তুমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ কর। প্রেমেররাজ্য জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, ভক্তিকথা শুনাইয়া পাপীকে উদ্ধার করিবার জন্য, জগতের অশান্তি বিদূরিত করিবার জন্য, তুমি সতত চেষ্টা করিবে। মহাভারতে ব্যাসদেব লিখিয়াছেন, যে কলিকালে এক প্রেমাবতার আবির্ভূত হইবেন। তিনি সুবর্ণবর্ণবিভূষিত, গন্ধসারচর্চ্চিত, সন্ন্যাসী, শান্ত, নিষ্ঠাবান্ ও শান্তিময়। আজ তোমাকে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত দেখিয়া এই ব্যাসবাণী সফলতা লাভ করিল বলিয়া আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিতেছে।'

আচার্য্য নীরব হইলেন। স্বর্গীয়ালোকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বদনমণ্ডল অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইল। তিনি মুখে হরি হরি বলিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। শিষ্যবর্গসমভিব্যাহারে কেশবভারতী সানন্দমনে তাহাতে যোগদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভাবাবেগে অভিভূত হইয়া, স্ত্রীপুরুষ বালকবৃদ্ধ সকলেই সেই মহাসংকীর্ত্তনে মিলিত হইল। কি এক অপূর্ব্ব আকর্ষণে সকলের চিত্ত সমভাবে আকৃষ্ট হইল। কালে যে সঙ্কীর্ত্তন-তরঙ্গিণী দিনে দিনে উপচিতদেহা হইয়া আপনার প্রবলবন্যায় বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা প্লাবিত করিয়া অনন্তভাবসমুদ্রে বিলীন হইয়াছিল, কালে যে হরিনামসঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্মজগতে নূতন যুগ প্রবর্ত্তন করিয়াছিল, অদ্য কাটোয়া-নগরীর গঙ্গাপুলিনে ভারতীর কুটীরপ্রান্তে তাহার আবির্ভাব হওয়াতে ঐ স্থান চিরদিন সংখ্যাতীত নরনারীর তীর্থরূপে পরিগণিত হইল।

গগনমণ্ডল।

অসীম গগনমণ্ডলের দিকে সোৎসুকনয়নে অবলোকন করিলে বিশ্ব-নিয়ন্তার অচিন্তনীয় সৃষ্টিকৌশল, বিশাল জ্ঞানরাশি ও অপরিসীম মহিমার প্রত্যক্ষপ্রমাণ উপলব্ধি করিয়া আমাদের হৃদয় ভক্তিপূর্ণ ও বিস্ময়রসার্দ্র হইয়া উঠে। গগনের দৈনন্দিন পরিবর্ত্তন ও প্রতিক্ষণ নূতন শোভা এবং গগন-মণ্ডলে বর্ত্তমান অগণিত গ্রহ ও উপগ্রহ, তারকা ও ধূমকেতুর আকৃতি ও প্রকৃতি, তেজ ও দূরত্বের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আমরা অহঙ্কারের নিরর্থকতা অনুভব করিয়া থাকি। এই সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে আমার সত্তা যে অণু হইতেও লঘুতর, এই অসীম বিশ্বসাগরে আমি যে বুদ্বুদাপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর তাহার সম্যক্ উপলব্ধি হয়। বহুরূপী যেমন প্রতিক্ষণে আপন বর্ণ পরিবর্ত্তিত করিয়া আমাদের বিস্ময়োৎপাদন করে, এই অনন্তবিস্তৃত গগন-মণ্ডলও সেইরূপ সর্ব্বদা নূতনশোভায় বিভূষিত হইয়া, নূতনভাব ধারণ করিয়া, আপনার পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতিবলে ভাবুকহৃদয় বিমোহিত করে। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, সন্ধ্যা হইতে নূতন দিবস পর্য্যন্ত, শত শত নবশোভা হৃদয়ে ধারণ করিয়া গগনমণ্ডল আমাদের চক্ষুর সম্মুখে বর্ত্তমান থাকে। কখন আলোক, কখন অন্ধকার, কখন রৌদ্র, কখন বৃষ্টি তাহার বিশালশরীরে শোভা পাইয়া থাকে।

তমস্বিনী রজনীর তিমিরবসনে সর্ব্বশরীর আবৃত করিয়া, নিবিড় চিকুর-কলাপে অগণিত তারকাকুসুম পরিধান করিয়া, গ্রহোপগ্রহের ক্ষীণালোক-

স্মিত ওষ্ঠপুটে ধারণ করিয়া গগণবধূ বিচিত্র শোভা ধারণ করে। তাহার সেই সৌম্যমূর্ত্তি, তাহার সেই তারকাভূষিত অলকদাম ও আলোকহাস্যালঙ্কৃত ওষ্ঠপুট অবলোকন করিয়া আমাদের হৃদয় অদ্ভুতরসে আপ্লুত হয়। পুনরায় যামিনীর অন্তর্ধান হইলে, তাহার তিমিরবসন শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া পর্ব্বতকন্দরে, ও উচ্ছ্রিতপাদপতলে পতিত হইয়া থাকে। তখন তাহার দুর্ব্বাদলশ্যামবর্ণ অবলোকন করিয়া আমাদের হৃদয়ে কবিত্ব নদী প্রবাহিত হয়। প্রাচীললাটে বালারুণ-সিন্দুরবিন্দু উজ্জ্বল ভাবে শোভা পাইতে থাকে। সেই সৌন্দর্য্যের ছটা দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত হইয়া পড়ে।

পৃথিবীর সৃষ্টির সময় হইতে অদ্যাবধি অরুণোদয় অতীব, বিস্ময়কররূপে বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। রজনীর অন্ধকারময়কন্দরে প্রসুপ্ত মানব প্রভাতে বালতপনকে সমুদিত দেখিয়া বিস্ময়স্তিমিতলোচনে তাহার অংশুমালা সমাকীর্ণ মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করে। যে দিন এই জগতে মনুষ্যনামক জীব সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার পরদিন দিবাকরকে প্রাচীভাগে সমুপাগত দেখিয়া নাজানি তাহার হৃদয়সাগরে কত শত ভাবতরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল। সূর্য্যোদয়ের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ববিচারে তাহার মন নিয়োজিত হয় নাই, সৌরমণ্ডলস্থ পদার্থনিকরের যথার্থতা উপলব্ধি করিবার জন্য সে হৃদয়ে ব্যাকুলতা উপস্থিত হয় নাই, সৌরজগতের উপগ্রহের কথা চিন্তা করিবার জন্য তাহার প্রবৃত্তি জন্মে নাই, কিন্তু নৈশান্ধকার দূরকারী, গগনবধূর শ্যামবদনে কুঙ্কুমরাগ রঞ্জনকারী, দিবসেশ্বরকে অবলোকন করিয়া তাহার হৃদয়ে শত শত তর্কস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, শত শত ভাবনলিন তাহাতে বিকাশ লাভ করিয়া আপন সৌরভে চারিদিক আমোদিত করিয়াছিল। তপনের অভ্যুদয় হইলে, প্রকৃতিসুন্দরী হাস্যময়ী হইয়া তাহার অভ্যর্থনার্থ পল্লবাঞ্জলি প্রসারিত করিয়া কুসুমোপায়নহস্তে দণ্ডায়মান হইল। অরণ্যজাত বিহগকুল

ললিতপঞ্চমে স্বর তুলিয়া তাহার মঙ্গলসঙ্গীত গান করিতে ব্যাপৃত হইল। সে আনন্দময় স্বরলহরী প্রতিপবনহিল্লোলে ভাসমান হইয়া সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল। পাদপনিকর প্রফুল্লহৃদয়ে হাস্য করিতে লাগিল। তাহাদের কুসুম-দশনের সিতশোভায় বনস্থলী অলঙ্কৃত হইল, তরঙ্গিণীশীকরবাহী প্রভাত-সমীরণ কুসুমসৌরভামোদিত হইয়া তাহার সেবার জন্য সমুপস্থিত হইল। অভ্রভেদী পর্ব্বতশিখর ও সমুন্নত পাদপশীর্ষ তাহার লোহিতকিরণে স্নাত হইয়া কনকবৎ প্রতীয়মান হইল। যাহার আগমনে জগতের এত আনন্দ ও উৎসব, যাহাকে দেখিয়া স্থাবরজঙ্গমের এত প্রীতি ও অনুরাগ, তাহার দিকে মানবহৃদয় অতএব আকৃষ্ট হইল। বিস্ময়ের সৈকতরাশি ভেদ করিয়া ভক্তিপ্রস্রবণ তরতর বেগে প্রবাহিত হইল। যাঁহার সৃষ্ট দিবাকর জগন্ময় এত নূতনসৌন্দর্য্যের বিকাশ করিল, তাঁহার আনন্দময়ত্ব ও সৌন্দর্য্যময়ত্ব চিন্তা করিয়া আদিমানবের অন্তঃকরণ ভগবৎপ্রেমে প্রপূরিত হইল।

প্রকৃতির চিরন্তননিয়মানুসারে মধ্যাহ্নকাল সমুপাগত হইল। দিননাথ গগনমণ্ডলের মধ্যস্থল অলঙ্কৃত করিলেন। তপনের প্রবল রশ্মিজালে জগৎ পরিব্যাপ্ত হওয়াতে, জীবগণ সন্তপ্ত হইয়া কেহ বা ভূধরকন্দরে, কেহ বা বিটপিতলে, আশ্রয় গ্রহণ করিল। কেহ বা সলিলমধ্যে নিমজ্জিত হইয়া দুঃসহ তেজের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিল। মানবচিত্ত নবোদিত দিনকরের কমনীয়কান্তি দর্শন করিয়া যেমন আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়াছিল, তাহার প্রখর কিরণ ও দুঃসহ তেজে অভিভূত হইয়া সেইরূপ ভীত ও চকিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে অসীম উত্তাপপিণ্ডের সৃষ্টিবিধাতা ভগবানের প্রতাপ স্মরণ করিয়া ভীতিপূর্ণহৃদয়ে তাঁহার স্তুতিগানে রত হইল।

সূর্য্যের এই অপ্রতিহত প্রতাপ কিন্তু চিরস্থায়ী হইল না। পরিবর্ত্তনই সৃষ্টির অনন্ত কৌশল, পরিবর্ত্তনই জগতের অভ্রান্ত সত্য। এই বিশাল বিশ্ব-

রাজ্যে পরিবর্ত্তনই নূতন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতেছে। দেখিতে দেখিতে দিবাকর বৃদ্ধদশায় উপনীত হইল। জগৎব্যাপক কিরণজাল সংহ্রিয়মান হইয়া আসিল। পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা যেন অসহ্য যাতনার ভীষণকবলবিমুক্ত হইয়া তৃপ্তিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। যে সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দর্শনশক্তি প্রতিহত হইতেছিল, তাহা এক্ষণে লোকলোচনের আনন্দকর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। ক্রমশঃ পশ্চিমাকাশে কিরণচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া, ধীরপাদ-বিক্ষেপে দিনকর অস্তাচলশিখরে সমারূঢ় হইল। অভ্যুদয়কালে যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল, ব্যসনকালেও সেই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অস্তমিত হইল। অখণ্ড প্রতাপবান্ দিবাকরকে অদর্শন হইতে দেখিয়া, মানব হৃদয় অনেক গভীরনীতি শিক্ষা করিল। জগতে বলবিক্রম, শৌর্য্য বীর্য্য, রূপ যশ কিছুই চিরস্থায়ী নহে, সকলেরই অবসান আছে, সকলেরই নাশ আছে। মহান্ লোক সম্পদে যে আকার ধারণ করিয়া থাকেন, বিপদ্‌কালেও তাহার পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। জন্মে বা মরণে, সুখে বা দুঃখে, সম্পদে বা বিপদে, তাঁহার মূর্ত্তির বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। যে ভগবানের অখণ্ডনীয় নিয়মবলে অরুণের দশাবিপর্য্যয় সংঘটিত হইল, তাঁহার অসীম শক্তি স্মরণ করিয়া মানবহৃদয় বিস্মিত হইল। অনন্ত নীলনভোমণ্ডল দিবাকরবিরহিত হইয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। কুলায়াভিমুখে উড্ডীয়মান বিহগগণের শোকসঙ্গীতরবে আপনার গভীর মর্ম্মবেদনা বিজ্ঞাপিত করিল।

সূর্য্যের উদয় ও অস্ত দিন দিন সমাহিত হইতেছে। প্রতিদিন চিন্তাশীল মানবহৃদয় জগদীশ্বরের অভাবনীয় সৃষ্টিকৌশল অবলোকন করিয়া বিস্ময়রসে আপ্লুত হইতেছে। যে গগনমণ্ডলে দিনকরের দশাবিপর্য্যয় দিন দিন ঘটিতেছে, তাহা কিন্তু পূর্ব্ববৎ বিস্তৃত রহিয়াছে। সমুদ্রের প্রশস্ত হৃদয়ে যেমন শত শত

তরঙ্গমালার বিকট তাণ্ডব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, গগনের বিস্তৃত শরীরে দিন দিন অগণিত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে। জড়বিজ্ঞানে আমরা সূর্য্যের বিষয় অধ্যয়ন করিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হই। সূর্য্যের কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিয়া, সূর্য্যের প্রকাণ্ড আকার অবগত হইয়া, আমাদের চিত্ত আনন্দ অনুভব করে। অবনীমণ্ডলে যে ঋতুপরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর শরৎ, শরতের পর হেমন্ত, হেমন্তের পর শিশির, শিশিরের পর বসন্তকাল পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হইয়া আপনাপন সৌন্দর্য্যোপাদানে পৃথিবীকে বিভূষিত করিতেছে, সূর্য্যই তাহার কারণ। আমাদের পৃথিবী আপন কক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে কখন সূর্য্য হইতে দূরে কখন বা নিকটে অবস্থান করে, সেই জন্যই উত্তাপময় সৌরকিরণ কখন বা ঋজুভাবে, কখন বা বক্রভাবে পৃথিবীর উপরে পতিত হয়। এই জন্য ঋতুর প্রভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সূর্য্যের উদয় ও অস্তে দিনরাত্রির আগমন ও অবসান হইয়া থাকে। পৃথিবীতে এমন স্থান আছে যেখানে প্রায় ছয় মাস ব্যাপিয়া সূর্য্যকিরণ পরিলক্ষিত হওয়াতে তাবৎকাল দিবস হয়, অবশিষ্ট ছয় মাস রাত্রিরূপে পরিগণিত হয়। দিনকরের দুঃসহ কিরণে ধরাতল উত্তপ্ত না হইলে, এই পৃথিবী দুরন্তশৈত্যের আবাসস্থল হইয়া জন-নিবাসের অযোগ্য হইত। মনুষ্যের কথা কেন, উত্তাপ না থাকিলে, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষলতা প্রভৃতি কোন পদার্থই সজীব থাকিতে পারিত না। সূর্য্যের উত্তাপময় করজাল সমুদ্র, নদ, নদী, হ্রদ, সরোবর প্রভৃতির সলিলে নিপতিত না হইলে তাহা হইতে বাষ্প সহজে উদ্গত হইয়া মেঘমালা সংঘটিত করিত না, মেঘসৃষ্টি না হইলে বারিবর্ষণ ঘটিত না, বারিবর্ষণ ও শিশির কুজ্ঝটিকা না হইলে, জগতের বর্ত্তমান ভাব তিরোহিত হইত। শস্যশ্যামলা দূর্ব্বাবসনা কিসলয়ভূষিতা পৃথিবীর পরিবর্ত্তে, তৃণলতাপরিশূন্য বিশাল

মরুস্থলী রাজ্য করিত। সূর্য্যকিরণ পান করিয়া বৃক্ষ লতা জীবিত থাকে, সূর্য্যকিরণ পবনকে প্রবাহিত করিয়া আমাদের জীবন রক্ষা করে, সূর্য্যকর নিখিল মঙ্গল সংসাধিত করে। সৌরকরযুক্ত হইয়াই চন্দ্র কমনীয় কান্তি ধারণ করিয়া কবিহৃদয় বিমোহিত করে; সূর্য্যকরপ্রভাবেই কাষ্ঠ, অঙ্গার প্রভৃতি বস্তুসকল আলোক ও উত্তাপদানে সমর্থ হয়। আমরা যেদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করি, সেই দিকের বস্তুসকল নানাবর্ণে বিভূষিত দেখিতে পাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সৌরকিরণই বিভিন্নবর্ণের সৃষ্টিকর্ত্তা।

গগনমণ্ডলে যে সূর্য্যকে আমরা অতি ক্ষুদ্র দেখিতে পাই, উহার আকারের প্রকাণ্ডতা অবগত হইলে, আমাদিগকে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে সূর্য্যের পরিধি প্রায় আটাশ লক্ষ মাইল, উহার ব্যাস প্রায় আটলক্ষ, বিরাশি হাজার মাইল। আমরা পৃথিবীর বৃহদাকার দর্শন করিয়া বিস্মিত হই, কিন্তু সূর্য্যমণ্ডলের আকার চিন্তা করিলে বিমোহিত হইতে হয়। ত্রয়োদশলক্ষ একত্রিংশসহস্র পৃথিবী একত্রিত করিলে যেরূপ বৃহদাকার হয়, সূর্য্যমণ্ডলের আকৃতি সেইরূপ বৃহৎ। সূর্য্য পৃথিবী হইতে নয়কোটি বিশলক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত, এইজন্য আমরা সূর্য্যকে এত ক্ষুদ্র দেখিতে পাই। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ দূরবীক্ষণনামক যন্ত্রের সাহায্যে সূর্য্যমণ্ডলসম্বন্ধে অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে সূর্য্যদেহ কৃষ্ণবর্ণ। কদম্বকুসুম যেমন চতুর্দ্দিকে কেশরজালে পরিবৃত, সূর্য্যের কৃষ্ণবর্ণ দেহও সেইরূপ দীপ্তিময় বাষ্পবৎ পদার্থে পরিবেষ্টিত। প্রচণ্ডবাত্যাপ্রভাবে ধূলিকণা যেমন ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়, সৌরবায়ুবলে সেইরূপ এই প্রদীপ্ত বাষ্পকণাসকল সতত বিচলিত হইতেছে। এই পবনপ্রভাবে বাষ্পসকল স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন হইলে, আমরা মধ্যে মধ্যে সৌরমণ্ডলে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নসকল অবলোকন করিয়া থাকি।

আবার এই আলোকময় বাষ্পীয় আবরণের উপরিভাগে আর একটি আবরণ আছে। উহা বায়ুময়, এই জন্যই বিজ্ঞানশাস্ত্রে উহা সৌরবায়ুমণ্ডলনামে অভিহিত হইয়া থাকে।

চন্দ্র গগনমণ্ডলের আর একটি অলঙ্কার। চন্দ্রের উদয় হইলে যামিনীর অপূর্ব্বশোভা সম্পাদিত হয়। চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রের জলরাশি উত্তরলিত ও স্ফীত হইয়া উঠে। জগৎ সুধাংশুর রজতকিরণে রঞ্জিত হইয়া স্বর্গীয়-শোভায় বিভূষিত হয়। চন্দ্রোদয়ে কবিহৃদয় আনন্দপূর্ণ ও সৌন্দর্য্যময় হইয়া উঠে। বিজ্ঞানসাহায্যে চন্দ্রসম্বন্ধে আমরা অনেক তত্ত্ব অবগত হইয়াছি। চন্দ্র আমাদের নিকটস্থিত বলিয়া অতিপ্রাচীনকাল হইতে মানবমস্তিষ্ক উহার তত্ত্বোদ্ভাবনে নিযুক্ত আছে। আর্য্যঋষিদিগের মতে শশাঙ্কমণ্ডল সলিলময়, উহাতে দিবাকরকর পতিত হয় বলিয়া আমরা চন্দ্রমণ্ডলকে আলোকময় দেখিতে পাই। আধুনিক পণ্ডিতগণ বলেন চন্দ্রমণ্ডল কেবল সলিলময় নহে। উহা আমাদের পৃথিবীর ন্যায় শৈলমালাসঙ্কুল। যে যে স্থানে সূর্য্যকর প্রবিষ্ট হইতে না পারে, সেই সেই স্থান অন্ধকারময় পরিদৃশ্যমান হয়। প্রাচীন কবিরা উহাকেই 'কলঙ্ক' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ চন্দ্রকে উপগ্রহ মধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন, কারণ চন্দ্র সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ না করিয়া পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে। আমরা এক চন্দ্রের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমোহিত হই, বিশাল গগনমণ্ডলে শত শত চন্দ্র বর্ত্তমান। মঙ্গলগ্রহের দুইটি চন্দ্র আছে। বৃহস্পতির চতুর্দ্দিকে চারিটি চন্দ্র পরিভ্রমণ করিতেছে। শনিগ্রহের চন্দ্রসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অবধারণ করিয়াছেন যে আটটি চন্দ্র উহাকে বেষ্টন করিতেছে। নবাবিষ্কৃত নেপচুন ও হর্শেল নামক গ্রহের চতুর্দ্দিকে যথাক্রমে দুইটি ও চারিটি চন্দ্র বর্ত্তমান।

গ্রহ ও উপগ্রহ ভিন্ন আরও অনেক জ্যোতিষ্কমণ্ডলী গগনমণ্ডলে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অমানিশার সূচীভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া সংখ্যাতীত নক্ষত্ররাশি আকাশপটে শোভিত হয়। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ তাহাদের অনেক গুলিকেই সূর্য্য অপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে আমাদের সূর্য্য অগণিত গ্রহ ও উপগ্রহ সমভিব্যাহারে সপ্তর্ষিমণ্ডলের একটি নক্ষত্রকে পরিবেষ্টন করিতেছে। এই সুবিশাল সৌরজগৎ যাহার প্রদক্ষিণকার্য্যে রত আছে, তাহার বিষয় চিন্তা করিলে মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হয়, বুদ্ধিবৃত্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে, এবং কল্পনার বিশালরাজ্য সীমাবদ্ধ হইয়া আইসে। গ্রহ ও উপগ্রহ ভিন্ন গগনমণ্ডলে ধূমকেতু ও উল্কা বর্ত্তমান আছে। আমরা মধ্যে মধ্যে ধূমকেতুর উদয় ও অবসান দেখিতে পাই। কখন কখন একটী ধূমকেতু একাধিকবার আমাদের দৃষ্টিপথের পথিক হয়। কোন কোনটি এরূপ মন্দগতি যে একবার অস্তমিত হইলে, আর আমরা তাহাকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেখিতে পাই না। বসন্ত ও শরৎকালের গগনমণ্ডলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, কতকগুলি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ দ্রুতবেগে পৃথিবীর দিকে প্রবাহিত হইতেছে দেখা যায়। উহাদের নাম উল্কাপিণ্ড।

এই সকল সূর্য্য, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, হর্শেল, নেপচুন, চন্দ্র, তারা, ধূমকেতু, উল্কাপিণ্ড, ছায়াপথ প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ বস্তুসকল যে গগনমণ্ডলে স্বল্পায়তন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেই অসীমগগনের বিশালত্ব চিন্তা করিতে গিয়া, ভগবানের অপূর্ব্ব বিশ্বরচনাচাতুর্য্য অনুভব করিয়া আমাদের হৃদয় তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হয় এবং অকপটভক্তিভরে তাঁহার স্তুতিগান করিতে ব্যাপৃত হয়।

জীমূতবাহন-চরিত।

শশধরের সুধাময় কিরণসম্পাতে চন্দ্রকান্তমণির ন্যায়, আর্ত্তের করুণবিলাপে দয়ালুহৃদয় বিগলিত হয়। সাধুর হৃদয়কন্দরবিনিঃসৃত দয়ানদী আর্ত্তহৃদয়ক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া ভূমণ্ডলের অশেষবিধ হিতসাধন করে। স্বর্গগঙ্গা মন্দাকিনীর তটস্থিত মন্দারকুসুমামোদিত নন্দনবনই দয়ালুহৃদয়ের উপমাস্থল। পার্থিব পদার্থের সহিত সে হৃদয়ের তুলনা অসম্ভব। দয়াবান্ পরদুঃখ দূরকরিতে স্বীয় জীবন কত নিকৃষ্ট জ্ঞান করেন, মহাত্মা জীমূতবাহনের পবিত্র চরিত্রেই তাহার পূর্ণবিকাশ পরিলক্ষিত।

হেমকূটনগরে বিদ্যাধরকুলে জীমূতকেতু নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়া বার্দ্ধক্যে সর্ব্বগুণাধার পুত্র জীমূতবাহনকে যৌবরাজ্যে অভিষেকপূর্ব্বক সস্ত্রীক বনগমনে কৃতসংকল্প হইলেন। পিতৃভক্ত জীমূতবাহন প্রত্যক্ষদেবতা পিতামাতার চরণসেবা-সুখে বঞ্চিত হইয়া রাজ্যভোগে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করায়, অবশেষে তাঁহারা তিনজনেই মলয়গিরির পাদদেশস্থ তপোবনে গমন করিলেন।

অদূরে মলয়গিরির উত্তুঙ্গশিখরনিচয় মেঘমালা ভেদ করিয়া নভোমণ্ডলে বিলীন হইয়াছে। সম্মুখে জলনিধির নীলসলিলে দিগন্ত মিশ্রিত হইয়াছে। মধ্যস্থলে এই তপোবন। তপোবনের শান্তিময়ী শোভায় তাঁহারা মুগ্ধ হইলেন। পর্ণকুটীরে বাস, অরণ্যফলভক্ষণ নির্ঝরসলিলপান, এবং কুরঙ্গ ও বিহঙ্গগণের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া তাঁহারা রাজসুখ বিস্মৃত হইলেন।

শান্তিপূর্ণ তপোবনে বাস, কায়মনোবাক্যে পিতামাতার সেবা, ও পবিত্রস্বভাব মুনিকুমারগণের সহিত সখ্যসংস্থাপন করিয়া, জীমূতবাহন আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে, সিদ্ধরাজ বিশ্বাবসুর কন্যা মলয়বতীর সহিত, জীমূতকেতু জীমূতবাহনের পরিণয়কার্য্য সম্পাদন করিলেন। মলয়বতী জীমূতবাহনের গুরুসেবায় সহকারিণী হইল। রূপবতী ও গুণবতী বধূ লাভ করিয়া, জীমূতবাহনজননী সাতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন। তপোবনবাসী মুনি ও মুনিপত্নীগণ নবদম্পতীকে দর্শন করিয়া বলিতেন, "যেন মূর্ত্তিমতী ভক্তি ধর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়াছে।"

জীমূতবাহন সর্ব্বদাই মনে মনে চিন্তা করিতেন "তপোবনে শ্যামলতৃণপূর্ণস্থান শয্যা, বিশুদ্ধশিলাতল আসন, ঘনপত্রাবৃত তরুতল আবাস, সুশীতল নির্ঝরবারি পানীয়, অরণ্যফলমূলাদি ভক্ষ্যদ্রব্য, এবং কুরঙ্গগণ প্রতিবেশী; সুতরাং প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্যই অনায়াসলভ্য হইলেও এখানে যাচকাভাবে পরোপকার করিতে পারা যায় না। এই জন্যই সময়ে সময়ে আমার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। যদি এই ক্ষণভঙ্গুর দেহের দ্বারা পরোপকার করিতে না পারিলাম, তবে জীবনের সার্থকতা কি হইল?"

একদিন জীমূতবাহন, মিত্রাবসু নামক তাঁহার শ্যালকের সহিত সমুদ্রতীরে ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। বিশাল জলনিধির প্রশান্তবক্ষঃ নীলবর্ণ আস্তরণের ন্যায় বিস্তৃত রহিয়াছে। নীলাকাশে শুক্লমেঘখণ্ডবৎ বলাকামণ্ডলী অনন্তনীলাম্বুর ঊর্দ্ধভাগে উড়িতে উড়িতে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। সমুদ্রের অপূর্ব্ব শোভা অবলোকন করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে জীমূতবাহন মিত্রাবসুকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "মিত্রাবসো! দেখ দেখ, শরৎকালীন শুভ্র মেঘমালায় সমাচ্ছন্ন হইয়া মলয়গিরির সানুদেশসকল হিমাচলশৃঙ্গের শোভা

ধারণ করিয়াছে।” মিত্রাবসু উত্তর করিলেন, “ঐ সকল মলয়াচলের সানুদেশ নহে। ঐ গুলি নাগগণের অস্থিরাশি।” মিত্রাবসুর বাক্য শ্রবণ করিয়া আবেগপূর্ণহৃদয়ে জীমূতবাহন বলিলেন “কি কারণে এত সর্প এককালে নিহত হইল?” মিত্রাবসু বলিলেন, “পক্ষিরাজ গরুড় স্বীয় পক্ষপুট দ্বারা সাগরতলস্থ সলিলরাশি অপসৃত করিয়া, পাতালপুরে প্রবিষ্ট হইয়া তথা হইতে এক একটী সর্প আনিয়া প্রতিদিন আহার] করিত। অতঃপর প্রতিদিবস সর্পনাশদর্শনে কুলক্ষয় শঙ্কা করিয়া সর্পরাজ বাসুকি গরুড়কে বলিলেন, “পক্ষিরাজ! আপনার আগমনত্রাসে সহস্র সহস্র নাগাঙ্গনার গর্ভস্রাব হয়, শিশুরাও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়; এইরূপে আমাদের কুলক্ষয় হইতেছে এবং আপনারও স্বার্থহানি হইতেছে। অতএব অদ্য হইতে প্রতিদিন আমি আপনার আহারার্থ একটী করিয়া নাগ এইস্থানে প্রেরণ করিব। এইরূপ করিলে আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে এবং আমাদেরও কুলোচ্ছেদ হইবে না।” বাসুকির যুক্তিযুক্ত বাক্যে গরুড় সম্মত হইল। গরুড় ক্রমাগত যে সকল সর্প ভক্ষণ করিতেছে, তাহাদেরই তুহিণাচলকান্তিসম্পন্ন অস্থিরাশি প্রতিদিন বর্দ্ধিত হইতেছে ও হইবে।”

মিত্রাবসুর সহিত জীমূতবাহনের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এরূপ সময়ে প্রতিহারী আসিয়া মিত্রাবসুকে বলিল, “কুমার! মহারাজ আপনাকে আহ্বান করিতেছেন।” মিত্রাবসু জীমূতবাহনকে বলিলেন, “কুমার! আমি চলিলাম; আপনিও এই বিঘ্নবহুল স্থানে অধিকক্ষণ অবস্থান করিবেন না।” এই বলিয়া মিত্রাবসু প্রস্থান করিলেন।

মিত্রাবসু প্রস্থান করিলে জীমূতবাহন বলিতে লাগিলেন, “সহস্র জিহ্বাশালী নাগরাজ বাসুকি একটি জিহ্বাদ্বারাও ‘আমাকে ভক্ষণ করিয়া আপুনি নাগভক্ষণে বিরত হউন’ এই কথাটি পক্ষিরাজ গরুড়কে বলিতে পারিলেন

না! গরুড় কি নিষ্ঠুর! এই অপবিত্রতানিধান ভঙ্গপ্রবণ শরীরের জন্য প্রাণিবধ করিয়া থাকে। আহা! নাগগণের পরিণাম কি শোকাবহ! আমি কি নিজদেহদানে একটী নাগেরও জীবন রক্ষা করিতে পারিব না?”

জীমূতবাহন সেই তুষারধবল অস্থিরাশির প্রতি অনিমেষলোচনে দৃষ্টিপাত করিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে দূরাগত ক্রন্দনধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি শুনিতে পাইলেন দূর হইতে কে, “হা জননী-জীবনসর্ব্বস্ব পুত্র শঙ্খচূড়! তোমার এই কুসুমকোমল শরীর নির্দ্দয় গরুড় কিরূপে ভক্ষণ করিবে? বৎস! তোমার মুখচন্দ্রবিরহিত হইয়া পাতালপুরী এক্ষণে অন্ধকারময় হইল। মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর, তোমার অনুপম মুখ-কান্তি শেষবার দর্শন করি। হায়! অদ্য আমি কাহার শরণ লইব? নির্দ্দয় দৈব! আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া পুত্রপ্রাণভিক্ষা প্রদান কর। দয়াময় বিপত্তি-বিনাশন জগদীশ! আপনার চারুচরণাশ্রিতা এই বৃদ্ধার প্রতি প্রসন্ন হইয়া পুত্রের জীবন রক্ষা করুন” এইরূপ কাতরতাপূর্ণবাক্যে বিলাপ করিতেছে।

অনন্তর রোদনধ্বনি লক্ষ্য করতঃ কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, এক নাগ বধ্যশিলাভিমুখে গমন করিতেছে ও তাহার রোরুদ্যমানা বৃদ্ধা জননী করুণস্বরে বিলাপ করিতে করিতে পশ্চাৎভাগে গমন করিতেছে। জীমূত-বাহন বৃদ্ধার বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন যে নাগরাজ বাসুকি এই নাগকে গরুড়ের ভক্ষণের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন ও সমভিব্যাহারিণী বৃদ্ধা ইহার মাতা। বৃদ্ধার করুণরোদনে জীমূতবাহনের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন হায়! গরুড় কি নির্দ্দয়। বোধ হয় তাহার হৃদয় বজ্রনির্ম্মিত; নতুবা মাতৃক্রোড়স্থ স্নেহের অদ্বিতীয় অবলম্বন পুত্রকে চঞ্চুপুট দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া ভক্ষণ করিতে পারিবে কেন? যদি আমি বন্ধুজনপরিত্যক্ত, ব্যাথিতহৃদয় আসন্নমৃত্যু এই ব্যক্তিকে রক্ষাকরিতে

না পারি, তবে আমার শরীরের প্রয়োজন কি ?" এই বলিয়া তিনি তাহাদের সমীপে গমন করিলেন।

জীমূতবাহনকে দর্শন করিয়া বৃদ্ধা সসম্ভ্রমে উত্তরীয়বস্ত্রদ্বারা নিজপুত্রকে আচ্ছাদনপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে গমন করতঃ নতজানু হইয়া বলিল, "গরুড় ! আমাকে ভক্ষণ করুন। নাগরাজ অদ্য আমাকে আপনার আহারের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন।" বৃদ্ধার বাক্য সমাপ্ত হইলে তৎপুত্র শঙ্খচূড় বলিল, "মাতঃ ! আপনি ভীত হইবেন না। ইনি গরুড় নহেন। এইরূপ লাবণ্য-শালী সৌম্যমূর্ত্তি নিশ্চয়ই কোনও মহাপুরুষ হইবেন।"

পুত্রবৎসলা বৃদ্ধা নাগজননীর এতাদৃশী অবস্থা দর্শন করিয়া, জীমূতবাহন বলিলেন, "মাতঃ ! যে রক্তবর্ণ বাসযুগলে আপনার পুত্রের শরীর আবৃত রহিয়াছে, ঐ বধ্যচিহ্ন আমাকে প্রদান করুন। আমি তদ্দ্বারা স্বীয় দেহ আবৃত করিয়া আপনার পুত্রের জীবনরক্ষার জন্য বধ্যশিলায় শয়ন করিয়া থাকি। গরুড় আমাকে ভক্ষণ করিবে।"

জীমূতবাহনের অমৃতায়মান বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধা নাগজননী বলিল, "বৎস ! এতাদৃশ নৃশংসবাক্য আর উচ্চারণ করিও না। তুমি বন্ধুজন-পরিত্যক্ত মৎপুত্র শঙ্খচূড়কে নিজজীবনদানে রক্ষা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া পুত্রাপেক্ষা অধিকতর স্নেহভাজন হইয়াছ।" জীমূতবাহনের বিস্ময়কর বাক্য শ্রবণ করিয়া শঙ্খচূড় বলিল, "মহাভাগ ! আপনার দয়াপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। পুরাকালে মহর্ষি বিশ্বামিত্র যে জীবন রক্ষা করিবার জন্য চণ্ডালের ন্যায় কুক্কুরমাংস ভক্ষণ করিলেন, যাহার জন্য গৌতম নামক এক ব্রাহ্মণ পরমোপকারী নাড়ী-জঙ্ঘের বিনাশসাধন করিয়াছে, পক্ষিরাজ গরুড় যাহার নিমিত্ত প্রতিদিন নাগ ভক্ষণ করিয়া সর্পকুল নির্ম্মূলপ্রায় করিয়াছেন, আপনি সেই জীবন

অতি তুচ্ছ তৃণাদির স্তায় অপরিচিত ব্যক্তির জন্ম প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যাহা হউক মহাভাগ! আপনি প্রাণদানে উদ্যত হইয়া আপনার হৃদয়ের মহাপুরুষোচিত বৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন। অতএব আর নির্বন্ধাতিশয়ের প্রয়োজন নাই। আমার স্তায় কত ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র প্রাণী সংসারে প্রতিনিয়ত জন্মিতেছে ও কালগ্রাসে পতিত হইতেছে; কিন্তু ভবাদৃশ মহাপুরুষের জন্ম ধরণীমণ্ডলে একান্ত বিরল। যদি নিতান্তই আমরা আপনার অনুগ্রহভাজন হইয়া থাকি, তবে আমার মৃত্যুর পর আমার এই শোকাতুরা বৃদ্ধা জননী যাহাতে প্রাণত্যাগ না করেন, তাহা করিলে পরমোপকৃত হইব। আপনাকে আমার জন্ম প্রাণ পরিত্যাগ করিতে দিয়া, শঙ্খচূড় স্বীয় শঙ্খধবল বংশ কখনই কলঙ্কিত করিবে না। আপনি এ বাসনা ত্যাগ করুন। গরুড়ও আগতপ্রায়; এই সময় আমি অদূরস্থ ভগবান্ শঙ্করকে প্রণাম করিয়া আসি।" এই বলিয়া শঙ্খচূড় ত্বরিতপদে মাতার সহিত প্রস্থান করিল। শঙ্খচূড় তাহার জননীর সহিত প্রস্থান করিলে, জীমূতবাহন নিজ বস্ত্রে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া, সানন্দচিত্তে বধ্যশিলোপরি শয়ন করিলেন এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "অদ্য আমি এই বধ্যশিলায় শয়ন করিয়া যে সুখলাভ করিলাম, শৈশবে জননীর কোমলক্রোড়ে শয়ন করিয়াও তাহা প্রাপ্ত হই নাই। অদ্য নিজজীবনদানে শঙ্খচূড়কে রক্ষা করিয়া আমার যে পুণ্যলাভ হইবে, সেই পুণ্যের দ্বারা জন্ম জন্ম যেন পরহিত সাধন নিমিত্তই আমার দেহলাভ হয়।

অকস্মাৎ প্রচণ্ডবায়ু প্রবাহিত হইয়া মলয়াচলের শৃঙ্গশ্রেণী কম্পিত করিতে লাগিল। জলধির প্রশান্ত বিশাল বক্ষ আন্দোলিত করিয়া তরঙ্গের উপর তরঙ্গ নৃত্য করিতে লাগিল। জীমূতবাহন বুঝিলেন গরুড় আগমন করিতেছে। গরুড়ের বিশাল পক্ষদ্বয়ে সূর্য্যকিরণ আচ্ছাদিত

হওয়ায়, দিঙ্‌মণ্ডল ঘোর তিমিরজালে আবৃত হইল। গরুড় বধ্যশিলায় শয়ান বস্ত্রাবৃতদেহ জীমূতবাহনকে বজ্রবৎ কঠোর চঞ্চুপুটদ্বারা গ্রহণ করিয়া তীব্রবেগে মলয়পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিল। জীমূতবাহন মনে মনে বলিলেন, "অদ্য কৃতার্থ হইলাম। অদ্য গরুড়সেবায় সম্যক্ ফললাভ করিলাম। দীনবন্ধো! জন্ম জন্ম যেন এইরূপে পরোপকারে জীবনদান করিয়া এই পাঞ্চভৌতিক নশ্বরদেহের কৃতার্থতাসম্পাদন করিতে পারি।" আনন্দে তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল, অপাঙ্গ হইতে মুক্তাফলসদৃশ আনন্দাশ্রু-ধারা বহির্গত হইয়া কপোলদেশ প্লাবিত করিল।

অনন্তর গরুড় তীক্ষ্ণচঞ্চুপুটে জীমূতবাহনের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া শোণিতপান ও মাংসভক্ষণ করিতে করিতে বিস্ময়সহকারে বলিল, "কি আশ্চর্য্য! আমি আজন্ম সর্প ভক্ষণ করিতেছি কিন্তু কখনও এরূপ বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শন করি নাই। আমি ইহার হৃদয়মধ্যে তীক্ষ্ণচঞ্চু প্রবিষ্ট করিয়া প্রচুর শোণিত পান করিতেছি, তথাপি এই মহাত্মা লোকাতিশায়ী ধৈর্য্য-বশতঃ স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছেন। প্রতিক্ষণে মর্ম্মভেদিনী যন্ত্রণা অনুভব করিতেছেন, তথাপি ইহাঁর মুখমণ্ডল প্রীতিপ্রফুল্ল রহিয়াছে। ইহাঁর গাত্রের যে যে স্থানে মাংস অভক্ষিত রহিয়াছে, সেই সেই স্থানে আনন্দজনিত লোমাঞ্চ পরিদৃষ্ট হইতেছে। যাহাহউক এই মহাত্মা কে, অগ্রে ইহা জিজ্ঞাসা করি।" এই বলিয়া গরুড় ভক্ষণে বিরত হইয়া, দারুণ আবেগসহকারে জীমূতবাহনকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল।

জীমূতবাহন গরুড়কে ভক্ষণে বিরত দেখিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "এখনও আমার শিরাগ্রভাগ হইতে শোণিতধারা ক্ষরিত হইতেছে, দেহে এখনও মাংস রহিয়াছে, আপনারও আহারে পরিতৃপ্তি হইয়াছে বলিয়া বোধহইতেছে না তবে কিজন্য আপনি ভক্ষণে বিরত হইলেন। এখন আমার

পরিচয় জানিবার সময় নহে। আপনি আমার মাংসশোণিত গ্রহণ করিয়া একণে ক্ষুন্নিবৃত্তি করুন।” এই বলিয়া জীমূতবাহন নীরব হইলেন।

এই সময়ে শঙ্খচূড় গরুড়ের নিকটে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, “পক্ষিরাজ! ঐ মহাপুরুষকে আর ভক্ষণ করিবেন না, এখনও পরিত্যাগ করুন। নাগরাজ বাসুকি আপনার ভক্ষণের জন্য আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। আপনি তীক্ষ্ণচঞ্চুপুটে যাঁহার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করিয়া রক্তপান করিতেছেন, উনি নাগ নহেন; উনি বিদ্যাধরবংশতিলক মহাত্মা জীমূতবাহন।”

শঙ্খচূড়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া গরুড় কম্পিতহৃদয়ে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, ‘অহো! অদ্য আমি কি ভীষণ পাপানুষ্ঠান করিলাম!’ চারণগণ সুমেরুশৈলে, মন্দরগুহায়, কৈলাসশিখরে, হিমাচলে ও এই মলয়গিরির সম্মুখে যাঁহার যশোগীতি তারস্বরে গান করে, ইনিই সেই বিদ্যাধররাজকুমার জীমূতবাহন! হায়! অদ্য আমি মহাপাপপঙ্কে নিমগ্ন হইলাম। এই পরমকারুণিক মহাত্মা বাসুকিপ্রেরিত এই নাগকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে স্বদেহ দান করিয়াছেন। এই মহাত্মাকে ভক্ষণ করিয়া আমি মহাপাতকসাগরে নিমগ্ন হইলাম। অনন্তর গরুড় জীমূতবাহনকে সম্বোধন করিয়া বিনীত ভাবে বলিল, “মহাত্মন্! যদি আমার এই মহাপাপের কোনও প্রায়শ্চিত্ত থাকে তাহা আপনি আজ্ঞা করুন, নতুবা আমি এই সাগরগর্ভস্থ বড়বানলে প্রবেশ করিয়া, প্রজ্বলিত অনুতাপানল হইতে রক্ষা পাই।” জীমূতবাহন অতি ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, “অদ্য হইতে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক প্রাণিবধ ত্যাগ কর ও পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য অনুতাপ কর। দয়াময় বিধাতার দয়াপূরিত বিশ্বরাজ্য হিংসাদোষে দূষিত করিও না। পৌর্ণমাসীরজনীতে শারদশশধরের অমল ধবল কৌমুদীজাল মেঘমালাবৃত দেখিলে কাহার

হৃদয় শোকাচ্ছন্ন না হয়? একবার স্থির ভাবে চিন্তা করিয়া দেখ, তুমি কত নাগাঙ্গনাকে বিধবা করিয়াছ, কত নাগমাতাকে পুত্রহীনা জীবন্মৃতা করিয়াছ। যাহাহউক অদ্য এই পরম পবিত্র সাগরসমক্ষে প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক প্রাণিহিংসায় বিরত হও। চন্দনকিসলয়ামোদিত সাগরসলিলকণ-বাহী মলয়পবনে তোমার এই প্রতিজ্ঞাবাক্য দিগ্‌দিগন্তে প্রচারিত হউক। জলনিধি তরঙ্গবিস্তারচ্ছলে হর্ষপ্রকাশ করুক। নাগলোক উৎসবসাগরে নিমগ্ন হউক। বিহঙ্গমকুল সুমধুর কূজনে তোমার এই প্রতিজ্ঞার অনু-মোদন করুক। আমিও মুমূর্ষু অবস্থায় তোমার সেই প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া সানন্দে প্রাণ পরিত্যাগ করি।"

মহাত্মা জীমূতবাহনের বাক্য শ্রবণ করিয়া গরুড় সেই দিন হইতে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক নাগভক্ষণ পরিত্যাগ করিল। গরুড়ের প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া জীমূতবাহন আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার নয়নযুগ্ম হইতে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। এতক্ষণে পরোপকার সাধনে নিবিষ্ট থাকায় গরুড়ের তীক্ষ্ণচঞ্চুপ্রহারবেদনা অনুভব করিতে পারেন নাই, এক্ষণে ঐ মর্ম্মভেদিবেদনায় তিনি অচেতন হইলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার আত্মা অমরধামে গমন করিল। জীমূতবাহনকে গতাসু দেখিয়া শঙ্খচূড় বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে করিতে বলিল, "হা পরম কারুণিক মহাত্মন! আপনি লোকান্তরিত হওয়ায় ধৈর্য্য নিরলম্ব হইল। অতঃপর বিনয় ও ক্ষমা কাহাকে আশ্রয় করিবে? পৃথ্বীতলে দানশীলতা বিলুপ্ত হইল। সত্য তিরোহিত হইল। কৃপালুতা দীনভাব ধারণ করিয়া কোথায় যাইবে? জগৎ জীর্ণারণ্যে পরিণত হইল। দীনবৎসল! আপনি আমাকে রক্ষা করিতে গিয়া আপনার বৃদ্ধ জনক জননী, নবপরিণীতা সহধর্ম্মিণী ও

সমস্ত বিদ্যাধরকুলকে একেবারে নিহত করিলেন। মহাত্মন্! আমাকে প্রত্যুত্তর দেন। হে ত্রিদিববাসী অমরগণ! আপনারা স্বর্গ হইতে অমৃত-বর্ষণ করিয়া এই মৃত মহাপুরুষকে পুনর্জ্জীবিত করুন।"

শঙ্খচূড়ের করুণ ক্রন্দনে গিরিগুহা প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অচেতন মলয়গিরিও যেন মহাপুরুষ জীমূতবাহনের জন্য ক্রন্দন করিতে লাগিল। শঙ্খচূড়ের মুখে অমৃতের নাম শ্রবণ করিয়া গরুড় অমৃত আনয়ন করিবার জন্য তীব্রবেগে আকাশপথে উত্থিত হইল এবং সত্বর তাহা আনয়ন করিয়া আকাশ হইতে বর্ষণ করিতে লাগিল। মহাত্মা জীমূতবাহন পুনর্জ্জীবিত হইলেন। তৎপরে গরুড় অস্থিরাশির উপর অমৃতবর্ষণ করায় পূর্ব্বভক্ষিত অসংখ্য নাগ পুনর্জ্জীবিত হইল এবং জীমূতবাহনের যশোগীতিগানে সাগরসৈকত পূর্ণ করিয়া সানন্দে দলে দলে নিজ নিজ ভবনাভিমুখে গমন করিল। দয়াবীর জীমূতবাহনও আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া নিজ আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন।

মহারাজ অশোক।

তমস্বিনী যামিনীতে বিশাল গগনমণ্ডলে শুক্রগ্রহ যেমন ক্ষীণালোক বিস্তার করে, প্রাচীনভারতবর্ষের অন্ধতমসাচ্ছন্ন ইতিবৃত্তমধ্যে মহারাজ অশোক সেইরূপ বিদ্যমান। অবদানশতক, দিব্যঅবদান, অশোক-অবদান প্রভৃতি গ্রন্থনিচয় তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ কীর্ত্তন করিতেছে, অগণিত বৌদ্ধস্তূপ ও খোদিতলিপি তাঁহার ধর্ম্মপ্রবণতার অবিনশ্বর সাক্ষিরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, সমগ্র বৌদ্ধজগৎ তাঁহার যশঃসৌরভে আমোদিত হইয়াছে। দুরদৃষ্টবশতঃ এতাদৃশ মহারাজের ইতিবৃত্তবিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত অল্প। ইনি আর্য্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম আলিঙ্গন করায়, হিন্দু-শাস্ত্রে ইহাঁর বড় উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না, আবার তাঁহার স্বধর্ম্মা-বলম্বিগণ ভারতবর্ষ হইতে বিদূরিত হওয়াতে এবং বৌদ্ধগ্রন্থসকল এদেশে বিরলপ্রচার হওয়াতে, মহারাজ অশোকসম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এত অস্ফুট। সিংহলদ্বীপের মাননীয় তুরনুর সাহেব ও নেপাল-বৌদ্ধগ্রন্থের সংগ্রাহক হজসন্ সাহেব প্রভৃতি মহোদয়গণের অদম্য উৎসাহে ও বীরোচিত পরিশ্রমে আমরা মহারাজ অশোকসম্বন্ধে বহুবিধ গ্রন্থ ও তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছি।

অশোক-অবদাননামক সংস্কৃত গ্রন্থ ন্যূনাধিক দশ সহস্র শ্লোকে পরিপূর্ণ। উহাতে মহারাজ অশোকের ইতিবৃত্ত বর্ণিত আছে। পূর্ব্বোক্ত পুস্তকে রচয়িতার নাম উল্লিখিত নাই। প্রসন্নসলিলা ভাগীরথীর পশ্চিম পুলিনে

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পাটলীপুত্রনগরের উপকণ্ঠে এক মনোহর কুসুমোদ্যান অবস্থিত ছিল। তাহার নাম উপকণ্ঠিকর্ণ। সেই সুরম্য উপবনের মধ্যস্থিত বিহারে জয়শ্রী তাঁহার শিষ্যগণের নিকট এই গ্রন্থ বলিতেছেন।

মহাত্মা শাক্যসিংহ যখন নবপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের অক্ষয় জ্ঞানভাণ্ডার ভারত-সন্তানের চক্ষুর সম্মুখে ধারণ করিতেছিলেন, যখন বৌদ্ধধর্ম্মের ক্ষীণালোকরেখা ধীরে ধীরে হিংসান্ধকার বিদূরিত করিতেছিল, সেই সময়ে রাজগৃহনামক প্রসিদ্ধ নগরে বিম্বসার নামে একজন প্রবলপরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহার মহীপাল নামধেয় এক পুত্র ছিল। কোন কোন গ্রন্থে তাঁহাকে অজাতশত্রুরূপে অভিহিত করা হইয়াছে। তাঁহার পুত্র উদয়াশ্ব। ইহাঁকেও স্থানে স্থানে উদয়ীশ নামে বর্ণিত হইতে দেখা যায়। ইহার পুত্রের নাম মুণ্ড। তাঁহার কাকবর্ণিন্নামক একপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। মহারাজ তারকারি ইহারই পুত্র। ইনি প্রসেনজিৎ নামে এক পুত্র লাভ করেন। প্রসেনজিৎ নরপতির পুত্রের নাম নন্দ। মহারাজ বিন্দুসার নন্দের সুযোগ্য পুত্র। পৈতৃকরাজধানী রাজগৃহ পরিত্যাগ করিয়া, মহারাজ বিন্দুসার গঙ্গার পশ্চিমকূলে পাটলীপুত্রনগরে নূতন রাজধানী সংস্থাপন করেন।

চম্পাপুরী সাহিত্যজগতে সুবিদিত। সেই নগরীতে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের একটি সুলক্ষণা দুহিতা জন্মগ্রহণ করে। ব্রাহ্মণ কন্যার অঙ্গসৌষ্ঠব ও সুলক্ষণরাজি অবলোকন করিয়া তাহার 'সুভদ্রাঙ্গী' নাম রক্ষা করেন। পুত্র না থাকায় এবং কন্যাটি পরমরূপবতী হওয়ায়, ব্রাহ্মণ সুভদ্রাঙ্গীকে পুত্রাধিক স্নেহে প্রতিপালন করিতেন। দরিদ্রগৃহে সন্তানের যতদূর যত্ন হওয়া সম্ভবপর, ভাগ্যবতী সুভদ্রাঙ্গীর তাহার বিন্দুমাত্র অভাব পরিলক্ষিত হইত না। মাধবীলতা যেমন মলয়পবনলালিতা হইয়া স্বকীয় কুসুমসৌন্দর্য্যে বনস্থলীকে বিভূষিত করে, এই কোমলাঙ্গী ব্রাহ্মণবালিকাও স্নেহক্রোড়ে

লালিতা হইয়া, আপনার অতুলনীয় রূপমাধুরীদ্বারা দরিদ্রপিতার হৃদয়ান্ধকার দূর করিত। কুসুমিতা লবঙ্গলতিকার হৃদয়মোহন সৌরভ যেমন প্রতিপবনহিল্লোলে সুদূরব্যাপী হয়, এই দরিদ্রদুহিতার সৌন্দর্য্যবার্ত্তাও সেইরূপ লোকমুখে পরিকীর্ত্তিত হইয়া দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত হইল। অদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তন মনুষ্যকল্পনার অতীত। কে ভাবিয়াছিল যে চম্পাপুরীর দরিদ্রকুটীরে পরিলালিতা এই ব্রাহ্মণদুহিতা সুভদ্রাঙ্গী একদিন বিচিত্রসৌধসম্বাধা রাজধানীর প্রসাদকক্ষ অলঙ্কৃত করিবে? কে জানিত আটলাণ্টিকপ্রক্ষালিত মার্টিনিক্ দ্বীপমধ্যে পরিবর্দ্ধিতা জোসেফাইন্ ভুবনৈকবীর নেপোলিয়ানের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইয়া সুদূরস্থিত পারী নগরীর রাজভবনে অগণিত নরনারীর উপাস্যদেবতারূপে শোভা পাইবেন? কিন্তু যে অদৃষ্টের অভাবনীয় প্রভাবে সাগরোপকূলে প্রাপ্তা রত্নাবলী মহারাজ উদয়নের অঙ্কলক্ষ্মী, দেবী রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের মহিষী, কণ্বাশ্রমলালিতা শকুন্তলা পৌরবরাজ দুষ্মন্তের রাজলক্ষ্মীরূপে পরিগণিতা, তাহারই বলে এই দরিদ্রদুহিতা কালে রাজমহিষী ও রাজমাতা হইয়াছিলেন।

একদিন সুভদ্রাঙ্গী সমবয়স্কা কিশোরীদিগের সহিত স্নানার্থ ভাগীরথীকূলে গমন করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন গঙ্গা সৈকতে কুসুমশোভিত বকুল বৃক্ষের পাদদেশে এক ব্রাহ্মণ উপবেশন করিয়া আছেন। তাঁহার পরিধানে গৈরিক বসন, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা, মস্তকে জটাকলাপ এবং স্কন্ধে শুভ্রোপবীত। অগণিত নর নারী তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিয়া রহিয়াছে এবং তাহাদের ভাগ্যবিষয়ে শত শত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে। ব্রাহ্মণ সামুদ্রিক বিদ্যাবলে তাহাদের করতলস্থ ও ললাটস্থিত রেখা সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যথাশক্তি উত্তর দান করিতেছেন। সুভদ্রাঙ্গীর সখীরা কৈশোরসুলভ চপলতার বশবর্ত্তিনী হইয়া সেই ব্রাহ্মণের সমীপে গমনকরিলেন এবং

একে একে সকলেই নিজ নিজ ভাগ্যবিষয়ে প্রশ্ন করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সকলের অভিলাষ পূর্ণ হইল। সুভদ্রাঙ্গীর হৃদয়ে কুতূহল উদ্দীপ্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি স্বকীয় প্রাকৃতিক ধৈর্য্যবলে হৃদয়ভাব সঙ্গোপন করিয়া অতিনিকটে দণ্ডায়মানা ছিলেন। তাঁহার আলোহিত করপল্লব সুস্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছিল। সকলপ্রশ্নের যথাশক্তি উত্তরদান করিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন। কিশোরী সহজাতব্রীড়ায় মস্তক অবনত করিলেন। তাঁহার আগুল্‌ফলম্বিত কেশকলাপ, রাকেশকল্প মুখমণ্ডল, দীর্ঘাপাঙ্গবিসারি নয়ন ও অতুলনীয়া রূপমাধুরী অবলোকন করিয়া, ব্রাহ্মণের মনে অর্দ্ধবিস্মৃত স্বপ্নের অপরিস্ফুট ছায়ার ন্যায় কি এক ভাব সমুদিত হইল। তাঁহার নয়ন বাষ্পভরে আপ্লুত হইল। হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে দীর্ঘনিশ্বাস বহির্গত হইল। স্নেহপূর্ণবচনে তিনি বলিলেন, 'মা! সকলে নিজ নিজ অদৃষ্টসম্বন্ধে কত শত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছে, কৈ তুমি ত আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে না? এস, এইবার তোমার করতলের রেখা দেখি।' সরলা সুভদ্রাঙ্গী ব্রাহ্মণের নিকটে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণ বহুক্ষণ পর্য্যন্ত অনিমেষলোচনে তাঁহার করতলস্থ রেখাগুলির আকার, অবস্থান, বর্ণ ও ফলাফল বিষয়ে চিন্তা করিয়া অতীব প্রীতিলাভ করিলেন। ক্ষীণহাস্যরেখা তাঁহার ওষ্ঠে আবির্ভূত হইল। একবার সুভদ্রাঙ্গীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। ললাট, কর্ণ, নাসিকা, গুল্‌ফ সর্ব্বত্র পরিদর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, 'মা! তুমি দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছ বটে, কিন্তু পঙ্কজাতা নলিনী যেমন দেবমস্তকে স্থান প্রাপ্ত হয়, তুমিও সেইরূপ কোনও বিখ্যাত নরপতির অঙ্কলক্ষ্মী হইবে। মৃগনাভির সৌগন্ধ যেমন সমগ্র বনভূমি আমোদিত করে, তোমার গর্ভজাত সন্তানের যশ ও সেইরূপ সমগ্র জম্বুদ্বীপে পরিব্যাপ্ত হইবে। আমার একটী কন্যা ছিল। জীবিত থাকিলে

সে এতদিন তোমার বয়স প্রাপ্ত হইত। তাই অদ্য হইতে আমি তোমার সন্তানস্থান অধিকার করিলাম। নরপতির মহিষী হইয়া, রাজাধিরাজের জননী হইয়া, এই দীন সন্তানকে বিস্মৃত হইওনা।' ব্রাহ্মণ আর বলিতে পারিলেন না। উচ্ছলিত শোকাবেগে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। সমভিব্যাহারিণী কিশোরীরা স্বীয় সখীর ভাগ্যকথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইল, এবং দরিদ্রবালিকার রাজমহিষী হওয়া অসম্ভব বিবেচনা করিয়া, হাস্য করিতে লাগিল। সুভদ্রাঙ্গী বিস্মিতা ও লজ্জিতা হইয়া পিতৃভবনে প্রত্যাগমন করিলেন এবং গঙ্গাপুলিনে যাহা সংঘটিত হইয়াছিল সেইসকল বৃত্তান্ত পিতৃসমীপে নিবেদন করিলেন। আনুপূর্ব্বিক ঘটনা শ্রবণ করিয়া দরিদ্রব্রাহ্মণের হৃদয় আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইল বটে, কিন্তু বিপ্রবংশোদ্ভূত হইয়া কিরূপে আত্ম-কন্যাকে ক্ষত্রিয়হস্তে সমর্পণ করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। এই রূপে কিয়ৎদিবস অতীত হইল। একদিন মধ্যাহ্ন সময়ে একজন সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত তাঁহার কুটীরে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। যথাসাধ্য তাঁহার আতিথ্যসৎকার সমাধা করিয়া, ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকটে স্বকীয় দুহিতার ভাগ্যবিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। দৈবজ্ঞ বলিলেন, 'বৃষপর্ব্বদুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা যেমন চন্দ্রবংশাবতংস মহারাজ যযাতির বহুমতা মহিষী ছিলেন, আপনার এই কন্যাও সেইরূপ আপন গুণে কোনও পরাক্রান্ত মহারাজের আদৃতা মহিষী হইবেন। দেবযানী যেমন বিপ্রবংশোদ্ভব হইয়াও ক্ষত্রিয়কর্ত্তৃক পরিণীতা হইয়াছিলেন, ইনিও সেইরূপ আপনার কন্যা হইলেও রাজবধূ হইবেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে আমার যতদূর অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতে আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিতেছে যে এই পরিণয় কার্য্য অবিলম্বেই সংঘটিত হইবে। দৈবজ্ঞের কথা শুনিয়া ও গঙ্গাসৈকতস্থ সামুদ্রিক পণ্ডিতের বচন স্মরণ করিয়া, ব্রাহ্মণ দুহিতাকে উপযুক্ত নরপতির হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য অভিলাষী

হইলেন। মহারাজ বিন্দুসারকে প্রবল পরাক্রান্ত ও পরম সুন্দর জানিয়া তিনি অচিরকালমধ্যে কন্যাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকটে গমন করিতে স্থিরসংকল্প হইলেন।

পরদিন রজনীর অন্ধকার বিদূরিত হইলে, প্রাচীললাটে কুঙ্কুমবিন্দুর ন্যায় তরুণারুণ প্রকাশিত হইলে, বিহগনিকর মঙ্গলসঙ্গীত আরম্ভ করিলে, ব্রাহ্মণ শুভমুহূর্ত্তে সুভদ্রাঙ্গীসহ পাটলীপুত্র নগরে গমন করিলেন। মহারাজ বিন্দুসারের সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে দৈবজ্ঞকথিত বচনসকল নিবেদন করিলেন। নরপতি কিশোরীর অলৌকিক রূপমাধুরী-দর্শনে বিমোহিত হইয়াছিলেন, সুতরাং ব্রাহ্মণের কথায় স্বীকৃত হইলেন। সেইদিন হইতে কুটীরলালিতা ব্রাহ্মণবালিকা সুরম্য নরদেবান্তঃপুরে স্থান প্রাপ্ত হইলেন। মরুকুসুম নন্দনকাননে প্রবেশ লাভকরিল।

অল্পদিন মধ্যে তাঁহার ইতিবৃত্ত শুদ্ধান্তমধ্যে প্রচারিত হইল। রাজমহিষী-গণ এই দরিদ্র বিপ্রতনয়াকে অসূয়াকলুষিতনয়নে অবলোকন করিতে লাগিলেন। মহারাজ যাহাতে তাঁহার উপর অনুরাগবান্ না হন, তাহার নানাবিধ উপায় উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। সকলে স্থির করিলেন যে সুভদ্রা-ঙ্গীকে হীনকার্য্যে নিযুক্ত দেখিলে মহারাজের অনুরাগ বিদূরিত হইবে এবং তাহা হইলে তিনি আর তাহার পাণিগ্রহণ করিবেন না। মনে মনে এই সংকল্প করিয়া, তাঁহারা সুভদ্রাঙ্গীর প্রতি কৃত্রিমস্নেহ প্রদর্শন করিতে লাগি-লেন। সরলা দরিদ্রবালিকা রাজবধূগণের অনুকম্পালাভ করিয়া যেন কৃতার্থ হইল এবং তাঁহাদের প্রতি অকপটহৃদয়ে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। বনবাসিনী মৃগবধূ স্বভাবতঃ সরলহৃদয়া, ব্যাধের বংশীধ্বনির গূঢ়-রহস্য তাহার কোমল হৃদয়ে স্থান পাইবে কেন? তাঁহাদের পরামর্শানুসারে মহারাজের অনুরাগভাগিনী হইবার প্রত্যাশায়, তিনি ক্ষৌরকার্য্য শিক্ষা

করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং অচিরকালমধ্যে উক্তকার্য্যে সবিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিলেন।

একদিন মহিষীরা পরামর্শ করিয়া ক্ষৌরকার্য্যকরণার্থ তাঁহাকে মহারাজ বিন্দুসারের সকাশে প্রেরণ করিলেন। সরলা কিশোরী আশান্বিতহৃদয়ে রাজকক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং সবিশেষ যত্ন ও দক্ষতার সহিত ক্ষৌরকার্য্য সম্পাদন করিলেন। মহারাজ বিন্দুসার তাঁহার হৃদয়বিমোহন লাবণ্য ও ক্ষৌরকার্য্যে সবিশেষ দক্ষতা দেখিয়া অতীব প্রীত হইলেন। তিনি বলিলেন, "ভদ্রে! আমি তোমার কার্য্যে সাতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি, কি বস্তু তোমার অভিলষিত তাহা বল। আমি সানন্দ মনে তোমাকে তাহাই প্রদান করিব।" অবসর বুঝিয়া সুভদ্রাঙ্গী অবনতমস্তকে ও কম্পিতকণ্ঠে আপন অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। রাজা তাঁহাকে নাপিতদুহিতা জ্ঞান করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার মুখে রাজমহিষী হইবার উচ্চাভিলাষ শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। তখন সুভদ্রাঙ্গী আদ্যোপান্ত আত্মবৃত্তান্ত রাজসকাশে নিবেদন করিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন মহারাজ বিন্দুসার মহিষীগণের কূটমন্ত্রণা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলেন এবং ব্রাহ্মণসমীপে আপনার অঙ্গীকারকথা স্মরণ করিয়া শুভদিনে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন। বিধাতার অখণ্ডনীয় নির্ব্বন্ধ এতদ্দিনে সফল হইল, সামুদ্রিকব্রাহ্মণের বচন এতদ্দিনে সার্থক হইল। অচিরকালমধ্যে চম্পানগরীর ব্রাহ্মণকুটীরে পরিবর্দ্ধিতা সুভদ্রাঙ্গী পাটলীপুত্রনগরের প্রাসাদে প্রধানা মহিষীরূপে শত শত দাস দাসীর উপাস্যা হইলেন। তাঁহার ভাগ্যাকাশের দুঃখান্ধকার দূর করিয়া সৌভাগ্যতপন প্রকাশিত হইল। কিয়ৎকাল পরমসুখে অতিবাহিত হইলে, তাঁহার ক্রোড়দেশ পুত্ররত্নে বিভূষিত হইল। পুত্রমুখ দর্শন করিয়া দারিদ্র্যদুঃখ ও সপত্নীক্লেশ বিস্মৃত হইলেন বলিয়া, তিনি সেই

পুত্রের 'অশোক' নাম রাখিলেন। রাজকুমার দেখিতে বড় সুন্দর ছিলেন না। তাঁহার প্রকৃতি উগ্র ছিল। যে বস্তু লাভ করিবার জন্য তাঁহার অভিলাষ হইত, সেইবস্তু সম্মুখে না পাইলে, তাঁহার ক্রোধের আর সীমা থাকিত না। সামান্যকারণে তিনি অত্যন্ত কুপিত হইতেন এবং দাসদাসী-গণকে উৎপীড়ন করিতেন। অচিরকালমধ্যে তাঁহার ব্যবহারে সকলেই অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল এবং তাঁহাকে 'চণ্ড' এই নূতন নাম প্রদান করিল।

বিদ্যাশিক্ষার উপযুক্তবয়সে উপনীত হইলে, রাজা বিন্দুসার তাঁহাকে পিঙ্গলবাৎস নামে একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তিনি কুমারের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন, 'এই বালক কালে আপনার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবে।' রাজ্ঞী সুভদ্রাঙ্গী এই বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিলেন; কিন্তু মহারাজ তাহাতে আস্থাবান্ হইলেন না। তাঁহার সুষেণনামে অন্যস্ত্রীগর্ভজাত জ্যেষ্ঠপুত্র বিদ্যমান ছিল। কুমার অশোক ক্রমে যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলেন। তাঁহার শরীর বলিষ্ঠ হইল, মুখমণ্ডল পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি তেজস্বিনী ও বীরত্ব সমধিক প্রবল হইয়া উঠিল। দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহার স্বভাব পূর্ব্ববৎ নীরস ও উগ্র থাকিল। তাঁহার রূঢ়ব্যবহারে সকলেই বিরক্ত হইয়া উঠিল। রাজমন্ত্রী রাধাগুপ্ত তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে সে সুযোগেরও অভাব হইল না। পাটলীপুত্রের বহুদূরে অবস্থিত তক্ষশিলা নামক স্থানে বহুদিবস হইতে বিদ্রোহবহ্নি প্রধূমিত হইতেছিল। তাহা অকস্মাৎ প্রজ্বলিত হইয়া দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত হইল। সেই ভীষণ বিদ্রোহবার্ত্তা রাজধানীতে উপস্থিত হইলে, সচিবশ্রেষ্ঠ রাধাগুপ্ত কুমার অশোককে উহার দমনার্থ প্রেরণ করিলেন। কুমারের সঙ্গে অল্পপরিমিত সেনা থাকিল। রাধাগুপ্ত মনে করিয়াছিলেন যে এই মুষ্টিমেয়

সৈন্য লইয়া সুদূরে বহুবিস্তৃত বিদ্রোহ দমন করা সম্ভবপর নহে, সুতরাং রাজকুমার শত্রুহস্তে পতিত হইয়া মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট হইবেন। আর যদি কুমারের অসাধারণ বীর্য্যবলে তক্ষশিলার বিদ্রোহবহ্নি সম্যক্‌রূপে নির্ব্বাপিত হয়, তাহাহইলে বিস্তীর্ণ রাজ্যমধ্যে সর্ব্বত্র সুখ ও শান্তি বিরাজিত থাকিবে। কিন্তু দৈব যাহার অনুকূল, জীবনের উদ্দেশ্য যাহার মহান্‌, সে কি ক্ষুদ্র বিদ্রোহানলে পতঙ্গবৎ ভস্মীভূত হয়? কুমার অশোক অপ্লায়াসে তক্ষশিলার বিদ্রোহবহ্নি নির্বাপিত করিলেন এবং নিখিল প্রজাদিগকে আপনার অনুকূল করিতে সমর্থ হইলেন। অশোক-অবদানে উল্লিখিত আছে যে কুমারের যুদ্ধকালে আকাশে দেবদুন্দুভির জীমূতমন্দ্র শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল এবং স্বর্গীয় বিবিধাকার আয়ুধ আকাশতল হইতে পতিত হইয়া কুমার অশোকের করায়ত্ত হইয়াছিল। কুমার যখন রাজধানী হইতে বহুদূরে বর্ত্তমান ছিলেন, তখন জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র সুষেণ আপনার ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহারে রাজমন্ত্রীর অত্যন্ত অপ্রিয়ভাজন হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অত্যাচারে প্রাসাদের সকলেই উত্যক্ত হইয়া উঠিল। রাধাগুপ্ত চক্রান্ত করিয়া কুমার সুষেণকে তক্ষশিলায় প্রেরণ করিলেন এবং অশোককে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিবার জন্য রাজাজ্ঞা প্রেরণ করিলেন।

অদৃষ্টের প্রতিকূলতা সম্পাদন করিতে কেহই সমর্থ নহে। কুমার অশোক নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইবার অব্যবহিত পরে, মহারাজ বিন্দুসার সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। দিন দিন পীড়ার বৃদ্ধি অনুভূত হইতে লাগিল, তাঁহার শরীর নিতান্ত শীর্ণ হইয়া পড়িল। চিকিৎসকেরা তাঁহার জীবনরক্ষাবিষয়ে হতাশ হইলেন। তখন মন্ত্রিগণ কুমার অশোককে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন। মহারাজ কিন্তু সুষেণকে পরিত্যাগ করিয়া অশোককে এই পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে

অনিচ্ছুক ছিলেন। অবশেষে রাধাগুপ্তের পরামর্শানুসারে কুমার সুষেণের অনুপস্থিতিকালে অশোককে যুবরাজপদে বরণ করা হইল। অভিষেককার্য্য সমাহিত হইবার অল্পদিন পরে, রাজা বিন্দুসার ইহজগতের মায়ামমতা পরিত্যাগ করিয়া, আত্মীয়স্বজনকে শোকসমুদ্রে নিমগ্ন করিয়া, পরলোকে গমন করিলেন। উৎসবময় পাটলীপুত্রনগরে বিষাদের ছায়া পতিত হইল।

রাজার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, যুবরাজ অশোক পৈতৃকসিংহাসনে উপবেশন করিলেন এবং রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তিস্থাপন করিবার জন্য যথারীতি ব্যবস্থা করিলেন। প্রজারা সুষেণাপেক্ষায় তাঁহাকে অধিকতর ভালবাসিত, সুতরাং তাঁহার সিংহাসনারোহণে সকলেই আনন্দিত হইল। এতদ্দিনে সুভদ্রাঙ্গী রাজমাতা হইলেন।

মহারাজ বিন্দুসারের দেহত্যাগসংবাদ সুদূরস্থিত তক্ষশিলায় প্রচারিত হইলে, কুমার সুষেণ অবিলম্বে রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে রাজাজ্ঞা ঘোষণের সময়ে অনুজ অশোকের নাম বিঘোষিত হইতেছে শুনিয়া, উৎকণ্ঠিতমনে পাটলীপুত্রের উপকণ্ঠে আগমন করিলেন। সেই স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া, তিনি আপনার উপস্থিতিবার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিবার জন্য অশোকের নিকটে দূতপ্রেরণ করিলেন। অশোক দূতমুখেই বলিয়া পাঠাইলেন, 'সমগ্র পিতৃরাজ্যে আমার অধিকার হইয়াছে, মৃত মহারাজের অভিলাষানুসারে আমি যুবরাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলাম। তাঁহারই অনুমতিক্রমে আমি শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছি। আপনি পাটলীপুত্রনগরে প্রবেশ করিবেন না। অবিলম্বে অনুচরগণসহ বারাণসীধামে গমন করুন। আমার অভিলাষানুরূপ কার্য্য করিলে আমি আপনার জন্য মাসিকবৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিব। রাজধানীতে প্রবেশ করিলে আপনি রাজদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত ও তদনুরূপ আচরিত হইবেন।' সুষেণ ভ্রাতার

কথা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলেন। একবার মনে করিলেন 'বারাণসীধামে জীবনের অবশিষ্টদিন ধর্ম্মচর্চ্চায় অতিবাহিত করি। মনুষ্য আমার প্রতি অবিচার করিলেও, আদর্শবিচারপতি, পক্ষপাতপরিশূন্য ভগবান্ আমাকে উপেক্ষা করিবেন না।' আবার যৌবনসুলভ অভিমানে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। আপনার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেছেন বলিয়া, দারুণক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি গোপনভাবে সৈন্যসংগ্রহ করিলেন ও বিপুলবিক্রমসহকারে রাজধানী আক্রমণ করিলেন। মহারাজ অশোকও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি অগণিতবাহিনী লইয়া আক্রমণকারীদিগের অভিমুখীন হইলেন। বহুক্ষণ উভয়পক্ষের যুদ্ধ চলিল। বিশাল বারিধিহৃদয়ে জলবুদ্বুদের ন্যায় সুষেণের সেনা বিনাশ প্রাপ্ত হইল। সুষেণ শত্রুহস্তে পতিত ও বন্দীকৃত হইলেন। ভবিষ্যতে এরূপ বিপৎ যাহাতে না ঘটিতে পারে, সেইজন্য মহারাজ অশোক রাজবংশসম্ভূত কুমারগণের মস্তকচ্ছেদন করিবার জন্য আদেশ দান করিলেন। সচিবগণ এই নৃশংস আদেশ পালন করিতে পরাঙ্মুখ হওয়াতে, রাজা স্বয়ং আত্মীয়গণকে সংহার করিলেন। যিনি পরে বৌদ্ধধর্ম্মালিঙ্গন করিয়া পশুশোণিতার্দ্র যজ্ঞভূমির ভীষণদৃশ্য বিদূরিত করিয়াছিলেন, পশুহিংসাদূর করিবার জন্য বিশাল রাজ্যের সর্ব্বত্র রাজাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার হস্তই আত্মীয়শোণিতে রঞ্জিত হইল। অদৃষ্টচক্রের অচিন্তনীয় পরিবর্তনবলে, স্বজনঘাতকের প্রস্তরকঠিন চিত্তবেলা পশুনাশদুঃখের উত্তালতরঙ্গমালাদ্বারা আকুলিত হইয়াছিল।

রাজ্যমধ্যে সর্ব্বত্র শান্তিসংস্থাপন করিয়া এবং ভাবী বিদ্রোহের বীজ নিঃশেষিত করিয়া, মহারাজ অশোক বিশ্রামসুখ সম্ভোগ করিবার জন্য পরিবারসহ উদ্যানবিহারে গমন করিলেন। মহারাজকে সমাগত দেখিয়া

যেন ঋতুরাজ সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য উপস্থিত হইল। অগণিত কুসুমবল্লরী সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিল। পাদপনিকর পল্লবাঞ্জলি বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান হইল। কলকণ্ঠবিহঙ্গসকল সুস্বরে তাঁহার জয়শব্দ উচ্চারণ করিল। তরঙ্গিণীশীকরবাহী গন্ধবহ তাঁহার চামরব্যজনের জন্য উপনীত হইল। মহারাজ কিছুদিন বিষয়সুখভোগে অতিবাহিত করিলেন। প্রকৃতিদেবীর মুকুরায়িত স্বচ্ছসরোবর, বিবিধকুসুমভারাবনত পাদপনিকর, স্বভাবগায়ক পক্ষিগণের সুমধুর কাকলী প্রভৃতি মধুমাসের অপরূপ সৌন্দর্য্য পরিদর্শন করিয়া, তাঁহার স্বভাবকঠিন হৃদয়ে কোমলতা প্রবেশ লাভ করিল। তিনি পুনরায় পাটলীপুত্রে আগমন করিলেন।

গগনপ্রাঙ্গণে সুধাকরকে সমুদিত দেখিলে বারিধিহৃদয় যেমন বিক্ষোভিত হইয়া উঠে, মধুমাসসমাগমে বনস্থলী যেমন নূতন শোভায় বিভূষিত হয়, একজন সন্ন্যাসীকে দর্শন করিয়া মহারাজ অশোকের চিত্তবৃত্তিও সেইরূপ বিক্ষোভিত হইয়া নূতনমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। প্রাবৃট্‌কালে নীরদমণ্ডলগলিত বারিধারা যেমন নিদাঘতাপ প্রশমিত করে, এই মহাত্মার উপদেশধারায় মহারাজের হিংসাতাপদগ্ধ হৃদয়ও সেইরূপ শান্তিলাভে সমর্থ হইল। ঐন্দ্রজালিকের যাদুবলে মুহূর্ত্তমধ্যে সকলবস্তু যেমন রূপান্তর ধারণ করিয়া থাকে, সর্পাজীবের মোহনমন্ত্র শ্রবণ করিয়া আশীবিষগণ যেমন নতমস্তক হয়, এই মহাত্মার পবিত্র উপদেশে প্রচণ্ডকোপপরীত 'চণ্ড' অল্পদিনমধ্যে মহারাজ 'প্রিয়দর্শী' নামে অভিহিত হইলেন। মরুভূমির সৈকতাবরণ বিদীর্ণ করিয়া জীবদয়ার পবিত্র উৎস প্রবাহিত হইল। এই মহাত্মার নাম সমুদ্র। ইনি সার্থবাহনামক কোন ধনশালী শ্রেষ্ঠীর পুত্র। বাণিজ্যগমনকালে সমুদ্রবক্ষে ইহাঁর জন্ম হইয়াছিল বলিয়া ইনি উক্ত নামে অভিহিত হইতেন। প্রত্যাগমনকালে ইহাঁর পিতা জলদস্যুগণের

হস্তে পতিত ও নিহত হন। ইনি কৌশলক্রমে অক্ষতশরীরে পলায়ন করিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ক্ষপণকবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

পাটলীপুত্রনগরে চণ্ডগৈরিক নামে একজন নৃশংস লোক বাস করিত। সমুদ্র বিহরণক্রিয়া করিবার জন্য তাহার ভবনে সমুপাগত হইলেন। পাষণ্ড চণ্ডগৈরিক ইহাঁর জীবনাপহরণে সমধিক প্রয়াস পায়, কিন্তু অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন এই সন্ন্যাসীর কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে সমর্থ হইল না। তাহার সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইল দেখিয়া সে অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হইল। কোন এক অচিন্তনীয় শক্তিবলে নিরস্ত্র নিরাশ্রয় ক্ষপণকের নিকটে নরহন্তার তীক্ষ্ণধার তরবারি পরাভূত হইল। ক্রমে এই কথা লোকমুখে প্রচারিত হইয়া মহারাজের কর্ণগোচর হইল। মহারাজ অশোক বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া স্বয়ং চণ্ডগৈরিকভবনে উপনীত হইলেন। সন্ন্যাসীর প্রশান্ত মূর্ত্তি ও তেজঃপূর্ণ বদনমণ্ডল দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয় আকৃষ্ট হইল। তিনি তাঁহার মুখে আনুপূর্ব্বিক বিবরণ শ্রবণ করিয়া, কোপপরীতহৃদয়ে চণ্ডগৈরিকের প্রাণ সংহার করিলেন। নরাধম স্বকৃত দুষ্কৃতের উপযুক্ত ফল লাভ করিল। রাজা সমুদ্রের নিকটে বৌদ্ধধর্ম্মের তত্ত্বকথা শ্রবণ করিলেন। মহাত্মা শাক্যসিংহের অসাধারণ স্বার্থত্যাগ ও অহিংসাপ্রচার তাঁহার হৃদয়ে নূতন ভাব উদ্দীপিত করিল। আপনার শত শত পাপরাশির কথা স্মরণপথে উদিত হইল, তিনি অনুতাপদগ্ধহৃদয়ে আপনার পূর্ব্ববৃত্তান্ত সন্ন্যাসিসকাশে নিবেদন করিলেন। মহোদয় সমুদ্র বৌদ্ধধর্ম্মের অতুলনীয় দয়ার কথা, অনুতাপ করিলে পাপশান্তির কথা, ও কর্ম্মসূত্রের অত্যাবশ্যক নীতিগুলির উপদেশ দান করিলেন। মহারাজ অশোকের হৃদয় পাপে জর্জ্জরিত হইয়াছিল, অনুতাপের প্রবলবহ্নিতে তাঁহার মনোমালিন্য দূরীভূত হইয়াছিল। তাহাতে

উপযুক্ত শিক্ষকের সদুপদেশবীজ অনায়াসে অঙ্কুরিত হইল। অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি কুক্কুটোদ্যানে ও রামগ্রামে চৈত্যসংস্থাপন করিলেন এবং তক্ষশিলায় অগণিত বৌদ্ধস্তূপ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সুদূরস্থিত নাগরাজ্যে ও সাগরপ্রক্ষালিত যক্ষরাজ্যে অসংখ্য বৌদ্ধস্তূপ নূতন ধর্ম্মের বিজয় ঘোষণা করিতে লাগিল। প্রকৃতিবর্গ মহারাজকে ধর্ম্মানুপ্রাণিত দেখিয়া 'ধর্ম্মাশোক' ও 'প্রিয়দর্শী' আখ্যা প্রদান করিল।

নবগৃহীত ধর্ম্মের পবিত্র গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করিবার জন্য মহারাজের হৃদয়ে অভিলাষ হইল। তিনি উরুমুণ্ড নামক পর্ব্বত হইতে উপগুপ্তাচার্য্যকে আনয়ন করিয়া, বেণুবননামক বিহারে সংস্থাপন করিলেন, এবং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধাধিকার গ্রন্থ যথারীতি অধ্যয়ন করিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম তাঁহার পাপকালিমাকীর্ণ হৃদয়গগনে নূতন উষা আনয়ন করিল, ধর্ম্মগ্রন্থের মধুরালোকমালা তাহাতে প্রকাশিত হওয়ায় মহারাজ অশোক সম্পূর্ণ নূতনশোভায় বিভূষিত হইলেন। তাঁহার হৃদয়বীণা কোমলনিক্কণে বিতাড়িত হইল, তাঁহার তাপদগ্ধহৃদয়ে শান্তির শীতল ছায়া পতিত হইল। এইরূপে কিয়ৎদিন অতীত হইলে, মহারাজ অশোক উপগুপ্তাচার্য্য সমভিব্যাহারে বৌদ্ধতীর্থ সকল দর্শন করিতে বহির্গত হইলেন। চিরপ্রসিদ্ধ কপিলবাস্তুর অনতিদূরস্থিত যে উপবনে ভগবান্ শাক্যমুনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, যে স্থানের দিনকরকিরণ তাঁহার হৃদয়ে জ্ঞানের নবোন্মেষ বিধান করিয়াছিল, যে বনের বৃক্ষলতা তাঁহার অরিষ্টশয্যা রচনা করিবার জন্য সুকোমল কিসলয় ও অর্দ্ধবিকসিত কুসুম প্রদান করিয়াছিল, যে স্থানের বিহঙ্গকাকলী তাঁহার মঙ্গলসঙ্গীত গান করিয়াছিল, যে স্থানের প্রত্যেক বস্তু বৌদ্ধধর্ম্মসংস্থাপক শাক্যসিংহের পবিত্র স্মৃতিপূর্ণ, সেই লুম্বিনী নামক অরণ্যানীতে মহারাজ কিছুদিন বাস করিলেন। যে স্থানে

উপনীত হইয়া রাজকুমার সিদ্ধার্থ সারথি ছন্দককে কপিলবাস্তুনগরে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, যেস্থানে মহারাজ শুদ্ধোদনের পুত্রবাৎসল্য, মহাপ্রজাবতী গৌতমীর সন্তানস্নেহ, পতিপরায়ণা গোপার পবিত্র প্রণয়, কুসুমসুকুমার নবজাত রাহুলের কোমলতাধার বদনকমল, সুবিশাল শাক্যরাজ্যের একাধিপত্য, বন্ধুগণের অকপটপ্রণয়, বাল্যস্মৃতিময়ী রাজধানী পরিত্যাগের কষ্ট, চিরবিশ্বস্ত ছন্দকের সকরুণ রোদন এবং শত শত অন্যান্য পদার্থ তাঁহার কর্ত্তব্যপথে স্থিরনিশ্চয় অচল হৃদয়কে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই, যেস্থানে মণিমুক্তাবিজড়িত মহার্হ রাজবেশ ও অতুলশোভাকর আভরণ পরিত্যাগ করিয়া কৌপীনাবিশিষ্ট ভিক্ষুবেশ ধারণ করিয়াছিলেন, যে বোধিপাদপমূলে উপবিষ্ট হইয়া পূর্ণসম্বোধি প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন, যেস্থানে তিনি সিদ্ধির বিশ্বালক্ষেত্রে গমন করিবার রাজবর্ত্ম দর্শন করিয়াছিলেন, জীবনের অবশিষ্টকাল যেস্থানে ধর্ম্মপ্রচারে ব্যয়িত করিয়াছিলেন, যেস্থানে সমাধিযোগে পঞ্চভূতাত্মক নশ্বরদেহকে তৃণবৎ তুচ্ছজ্ঞানে পরিহার করিয়া, আকল্পস্থায়ী কীর্ত্তিশরীর ধারণ করিয়া মহানির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই সকল ও অন্যান্য বহুল স্থান পরিভ্রমণ করিয়া, স্থানে স্থানে চৈত্য, মঠ, স্তূপ ও প্রস্তরখোদিত লিপি সংস্থাপন করিয়া, দিগ্দিগন্তবাসী সাধুসহবাসে জ্ঞানের উৎকর্ষতা সাধন করিয়া পাটলীপুত্রে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। যতি উপগুপ্ত স্বকীয়মঠে গমন করিলেন।

রাজা অশোক বিশালরাজ্যের সর্ব্বত্র এই ঘোষণা করিলেন, 'অদ্য হইতে পবিত্র বৌদ্ধধর্ম্মই আমার রাজ্যের সাধারণধর্ম্ম হইল। হিন্দু, জৈন ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা বিধর্ম্মী বলিয়া বিবেচিত হইবে। অদ্যাবধি যজ্ঞবেদীতে অগণিত পশুবধ তিরোহিত হইল। স্বর্গলোকে গমনাশায়, সন্তানমুখদর্শনাভিলাষে, কলুষনাশেচ্ছায়, বা অন্য কোন কারণে প্রাণিহিংসা করা পাপ বলিয়া

পরিগণিত হইবে। যজ্ঞস্থলে নিয়ত হন্যমান পশুগণের সকরুণবিলাপে ভারতের মহৎ অনিষ্ট হইতেছে। ভারতের এই কলঙ্ককালিমা বিদূরিত করিবার জন্য, পশুশোণিতশোণ যজ্ঞবেদীর পৈশাচিক দৃশ্য বিদূরিত করিবার জন্য, সর্ব্বজীবে দয়াপ্রকাশ করিবার জন্য, ভগবান বুদ্ধের আদেশ প্রতি-পালন করিবার জন্য, মোহান্ধকারাবৃত মানবহৃদয়ে তত্ত্বালোক বিস্তার করিবার জন্য, এই রাজাজ্ঞা সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইতেছে। আমার রাজ্য হইতে যে ধন উদ্বৃত্ত হয়, তাহা সত্যধর্ম্মের পুষ্টি ও প্রচার জন্য ব্যয়িত হউক, ভগবান্ বুদ্ধের অখণ্ডরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক, স্থানে স্থানে বোধিদ্রুম সংস্থাপিত ও পূজিত হউক। কপর্দ্দিগিরি হইতে কটকপর্য্যন্ত, ত্রিহুত হইতে গুর্জর পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্র মঠ, চৈত্য ও স্তূপ বৌদ্ধধর্ম্মের বিজয়ঘোষণা করুক।'

এইরূপ রাজাজ্ঞা রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। মহারাজ অশোক বুদ্ধধর্ম্মচর্চ্চায় পাঁচ বৎসর অতিবাহিত করিলেন। তিনি ভরদ্বাজ নামক ঋত্বিকে রাজ্যমধ্যে পবিত্র ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। শত শত লোক রাজার প্রীতিসাধন করিবার জন্য বৌদ্ধধর্ম্মের বিজয়পতাকা-তলে আশ্রয়গ্রহণ করিল। কেহ বা ভরদ্বাজের উপদেশে বিমোহিত হইয়া, কেহবা ভগবান্ বুদ্ধের অলৌকিক ত্যাগস্বীকারে বিস্মিত হইয়া, কেহবা নূতন ধর্ম্মের উপদেশে আস্থাবান্ হইয়া বুদ্ধধর্ম্ম পরিগ্রহ করিল।

হামির।

আলোকস্তম্ভ যেমন উত্তালতরঙ্গমালার তীব্রপ্রতাপ উপেক্ষা করিয়া, নৈশান্ধকার বিদূরিত করিয়া, পৃথিবীর মানদণ্ডের ন্যায় প্রশস্ত সাগরহৃদয়ে শোভা পায়, একদিন রাজপুতজাতিও সেইরূপ যবনসম্রাটের অতুলপ্রতাপ অবহেলা করিয়া, বিশাল ভারতবর্ষে আপনাদের বীর্য্যজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া, গৌরবস্তম্ভরূপে ভারতেতিহাসে বিদ্যমান ছিল। পর্ব্বতসমাকীর্ণ সিকতাময় রাজপুতানা হইতে মুসলমানবাদসাহের সৌধমালালঙ্কৃতা রাজধানী দিল্লি নগরী পর্য্যন্ত সমপ্রদেশ তাহাদের যশোগানে মুখরিত ছিল, তাহাদের কীর্ত্তি-কথা দিগঙ্গনাগণের কমনীয় কর্ণভূষণরূপে শোভা পাইত। তাহাদের স্বদেশানুরাগ, তাহাদের সতীত্বগৌরব, তাহাদের স্বার্থত্যাগ, তাহাদের স্বামিভক্তি, তাহাদের বীরনারী দৃষ্টান্তজগতে যুগান্তর প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। রাজপুতবীর অদম্য উৎসাহে ও অতুলনীয়বীর্য্যে স্বদেশ রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইত, রাজপুতমহিলা যবনগণের অত্যাচারভয়ে ও নির্ম্মলচরিত্রে কলঙ্ককালিমার ক্ষীণরেখাস্পর্শাশঙ্কায় গৌরবময় 'জহরব্রত' অবলম্বন করিত, রাজপুতজননী বিশুষ্কনয়নে বীরপুত্রের কোমল অঙ্গে রণবর্ম্ম পরিধান করাইয়া দিত, অজাতশ্মশ্রু রাজপুতবালক সমরতূর্য্য শ্রবণ করিয়া তীব্রোৎসাহে উন্মত্ত হইত, রাজপুতললনা সমরব্যয়ের সাহায্যের নিমিত্ত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া প্রসন্নমনে গাত্রালঙ্কার উন্মোচন করিয়া দিত। কালের কি কুটিল গতি! অদৃষ্ট-চক্রের কি অচিন্তনীয় আবর্ত্তন! গৃহবিচ্ছেদ ও ভ্রাতৃদ্রোহের কি শোচনীয়

পরিণাম! সেই রাজপুতজাতি বিভাতগগনে বিরলপ্রচার তারকারাজির ন্যায় আজ হীনপ্রভ। একদিন যে শৌর্য্যানল প্রধূমিত হইয়া সমগ্র ভারতকে কবলিত করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল, একদিন যে বীর্য্যপ্রবাহ অগণিত প্রতিকূল বস্তুকে নির্ম্মূলিত করিবার জন্য প্রধাবিত হইয়াছিল, একদিন যে বীর্য্যবহ্নিতে ভস্মীভূত হইবার ভয়ে দিল্লির সুরম্য সৌধতলে অমলধবলশয়নে শয়ন করিয়াও যবনভূপতির অদৃষ্টে নিদ্রাসুখসম্ভোগ ঘটিত না, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ তিরৌরি, ফতেপুরসিক্রী, চান্দেরী, হলদীঘাট, দেবীর, রূপনগর প্রভৃতি অগণিত সমরপ্রাঙ্গণে যে বীর্য্যবহ্নির কণামাত্রস্পর্শে বিপক্ষনরপতির রত্নমালা-লোকিত মুকুটনিকর সন্তপ্ত হইয়াছিল, সেই রাজপুতজাতির বীরত্বকথা ইতিহাসের পত্রে পত্রে স্বর্ণোজ্জ্বলাক্ষরে খোদিত আছে। প্রতাপসিংহ ও সংগ্রামসিংহ, পুত্ত ও চণ্ড, হামির ও বাদল, তারাবাই ও মীরাবাই, কর্ম্মদেবী ও পান্না, পদ্মিনী ও জবহরবাই, আরও অগণিত নরনারীর পরমপবিত্র কীর্ত্তিকলাপ তুহিনমণ্ডিত হিমালয় হইতে সাগরপ্রক্ষালিতা কুমারী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র পরিকীর্ত্তিত আছে। শত শত রাষ্ট্রবিপ্লবে, অগণিত যুগপরিবর্ত্তনে এবং শত শত মহাপ্রলয়েও তাহা বিলুপ্ত হইবে না।

যবনবীর আল্লাউদ্দীন চিতোরনগর অধিকার করিয়াছেন। শিশোদীয় রাজপুত্রগণের লীলাক্ষেত্র এক্ষণে যবনভূপতির করায়ত্ত হইয়াছে। চিতো-রের দুর্ভেদ্যদুর্গের শীর্ষদেশে অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত বিজয়বৈজয়ন্তী পবনহিল্লোলে সঞ্চালিত হইতেছে। বিজাতীয়গণের আক্রমণে ও ভীষণ অত্যাচারে মিবারের অধিকাংশ গ্রাম ও নগর উৎসাদিত হইয়াছে। ধারা, অবন্তী, দেবগড়, আনহলবারাপ্রভৃতি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান সকল যবনপীড়নে হীন-শোভ হইয়াছে। রাজপুতবীর্য্যের শৈশবদোলা বিধর্ম্মিগণের করতলগত হইয়াছে। সুরম্য সৌধমালা, কারুকার্য্যপরিশোভিত দেবমন্দির, উন্নতশীর্ষ

বিজয়স্তম্ভ, মনোহর চৈত্য, কুসুমশোভন উপবন, সকলই যবনের করালকবলে কবলিত। একাদশজন রাজকুমার একে একে সমরপ্রাঙ্গণে চিরনিদ্রাক্রোড়ে শায়িত। রাণা লক্ষ্মণসিংহ ইহলোকের মায়াপাশ বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন। অলৌকিকসৌন্দর্য্যশালিনী পদ্মিনী পুরসুন্দরীগণসহ 'জহরব্রত' অবলম্বন করিয়াছেন। স্বাধীনতার লীলানিকেতন চিতোর আজ মহাশ্মশানে পরিণত। অমানুষিক শৌর্য্য, অসাধারণ উদ্যম, অতুলনীয় স্বদেশপ্রেম, ভুবনমোহন রূপরাশি, সকলই চিতোর হইতে বিদায়গ্রহণ করিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর বিরাটক্ষুধার শান্তিসাধনে ও অত্যাচারীর পাপকলুষিত করস্পর্শ হইতে পরিত্রাণ পাইবার মানসে, সমরভূমিতে ও ভূগর্ভস্থ সুরঙ্গমধ্যে সে সকলের অবসান হইয়াছে। ঝালরের মালদেবনামক জনৈক সর্দ্দার যবনরাজপ্রতিনিধিরূপে এক্ষণে চিতোরের বরণীয় সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছেন। পবিত্র যজ্ঞীয় আজ্যে বায়সের ভোগলালসা চরিতার্থ হইতেছে, স্বর্গের নন্দনকাননে দানব প্রবেশলাভ করিয়াছে।

চিতোরনগরের যাঁহারা ন্যায়ানুগত অধিপতি, সেই গৌরবান্বিত শিশোদীয়গণ, স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া, পর্ব্বতসঙ্কুল কৈলবারাজনপদে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে আরাবলী পর্ব্বতমালা উন্নতমস্তকে নীলনভোমণ্ডল ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান। শত শত পাদপনিকর ফলকুসুমভারে বিনত, অগণিত বিহগকুলের মনোমোহন কাকলী মৃদুপবনহিল্লোলে চতুর্দ্দিকে ভাসমান, সংখ্যাতীত প্রস্রবণ হইতে মৌক্তিকাকার বারিবিন্দু উৎসারিত। প্রাকৃতিক শোভা প্রচুরপরিমাণে বর্ত্তমান থাকিলেও, কৈলবারায় শিশোদীয়গণ দারুণ মনোদুঃখে বাস করিতেছিলেন। কি উপায় অবলম্বন করিলে পরহস্ত হইতে চিতোরনগরের উদ্ধারসাধন হয়, সেই চিন্তাবিষে রাণা অজয়সিংহের হৃদয় জর্জরিত। দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল,

বার্দ্ধক্য আসিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার শরীরে আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল, অজয়সিংহ সমধিক উৎকণ্ঠিত হইলেন। জরার করাল আক্রমণে দিন দিন আপনার শৌর্য্য হ্রাস হইয়া আসিতেছে, পুত্রগণও সমুপযুক্ত নহে, তবে কি চিতোরনগরের উদ্ধারসাধন তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিবে না? তবে কি প্রিয়তম চিতোরে বাপ্পারাওএর বংশধরগণ রাজত্ব করিতে পাইবে না? যে নগরের প্রত্যেকবস্তু সুখময় শৈশবের শতস্মৃতিপূর্ণ, যাহার কমনীয় ক্রোড়তলে সমাসীন হইয়া কল্পনাময় কৈশোরকাল অতিবাহিত হইয়াছে, যাহার সৌধমধ্যে সুখসঙ্গীতপূর্ণ নবযৌবন পরমসুখে ব্যয়িত হইয়াছে, যাহার প্রত্যেক অণু পরমাণু শিশোদীয়কুলের বীর্য্যসৌরভামোদিত, সেই চিতোরনগরের উদ্ধারসাধনই অজয়সিংহের মুখ্য উদ্দেশ্য, চিতোরাধিকারই তাঁহার জীবনজলধির দিগ্‌দর্শনযন্ত্র। বহুকাল চিন্তা করিয়া অবশেষে তিনি অবলম্বন প্রাপ্ত হইলেন। অজয়সিংহের আশালতামূলে রসসঞ্চারকারী, চিতোরের উদ্ধারকর্ত্তা এই বীরবালকের নাম হাম্মির।

মহাত্মা হাম্মির অজয়সিংহের ভ্রাতা কুমার অরিসিংহের পুত্র। শৈশবকালে পিতৃহীন হইয়া, ইনি মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে ইনি দরিদ্রসন্তানের ন্যায় অতিসামান্যকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। আরাবলী পর্ব্বতের বিশাল সানুদেশে রাখালবালকের ন্যায় পশুচারণ করিতেন। সঙ্গিগণসমভিব্যাহারে বনে বনে ভ্রমণ করিতেন। বনপাদপের সুরসাল ফল ভক্ষণ করিয়া, কল্লোলিনীর স্বচ্ছ সলিল পান করিয়া, বিহঙ্গগণের মধুরসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে আনন্দসঙ্গীত গান করিয়া এবং বাল্যসুলভ ক্রীড়ারসে অভিনিবিষ্ট হইয়া, ইনি সুখময় শৈশব অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কখন বা শৈলেয়গন্ধী শিলাতলে উপবেশন করিতেন, সঙ্গিগণ তাঁহার মস্তকে বনপত্ররচিত মুকুট পরাইয়া দিত, অরণ্যমল্লিকাখচিত বনমাল্যদল

লইয়া তাঁহাকে চামরবীজন করিত, কৃত্রিমসম্মানের স্মিতগাম্ভীর্য্যপূর্ণ বাহ্যভাবে তাঁহার সম্মুখে করযোড়ে দণ্ডায়মান থাকিত, অক্ষুব্ধচিত্তে তাঁহার আদেশ-পালনে অগ্রসর হইত। কখন বা তিনি কৃত্রিম দুর্গ অধিকার করিতেন, কৃত্রিম বিপক্ষ পরাজয় করিয়া বিজয়োৎসাহে উন্মত্ত হইয়া, আনন্দোৎফুল্ললোচনে স্বদলে প্রত্যাগত হইতেন। কে জানিত যে বাল্যক্রীড়ার উপাদানগুলি তাঁহার শেষজীবনে অভ্রান্তসত্যে পরিণত হইবে? কে জানিত এই রাখাল বালক কালে চিতোরের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া, অগণিত নরনারীর উপরে শাসনদণ্ড পরিচালন করিবে? উপন্যাসে পাঠ করিলে যাহা অমূলক ও অসম্ভব বলিয়া অনুমিত হয়, এমন শত শত ঘটনা প্রতিদিন আমাদের চতুর্দ্দিকে ঘটিতেছে। বাল্যকাল হইতে শ্রমকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকায়, তাঁহার শান্তিময় হৃদয়ে রাজ্যলাভের দুরাকাঙ্ক্ষালতা পল্লবিত হয় নাই। তাঁহার কোমলহৃদয় প্রাকৃতিকসারল্যে পরিপূর্ণ ছিল।

হাম্বির যখন স্বদেশের উদ্ধারসাধন করিবার জন্য পিতৃব্য অজয়সিংহের সমীপে আগমন করিলেন, তখন তাঁহার বয়স দ্বাদশবৎসরমাত্র। এই অল্প বয়সেই তাঁহার লোকাতিগ বীর্য্য ও অনন্যসাধারণ শক্তি ছিল। পর্ব্বতক্রোড়ে লালিত হওয়ায় এবং পশুপালসহ পর্ব্বতে পর্ব্বতে বিচরণ করায় ইনি কষ্ট-সহিষ্ণু, শ্রমশীল, অধ্যবসায়ী ও তেজস্বী ছিলেন। এই কোমলবয়সে পিতৃব্যের সাহায্যনিমিত্ত তিনি যে তরবারি কোশমুক্ত করিলেন, তাহা আর তাঁহার হস্ত হইতে স্খলিত হইল না। মুঞ্জনামে জনৈক ভীলসর্দার অজয় সিংহের পরম শত্রু ছিলেন। বীরবালক হাম্বির প্রথমে মুঞ্জের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন এবং অসামান্য বীর্য্যপ্রদর্শন করিয়া চিরশত্রুর মস্তকচ্ছেদন করিলেন। স্বকীয় অশ্বের পর্য্যাণচূড়ে শত্রুমস্তক সংস্থাপিত করিয়া, সমরবিজয়ী হাম্বির পিতৃব্যের চরণবন্দনা করিলেন। রাজা অজয়সিংহের হৃদয়

আনন্দসাগর উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রফুল্লচিত্তে হামিরকে আলিঙ্গন করিলেন এবং সমানীত শত্রুমস্তক হইতে রুধিরধারা গ্রহণ করিয়া, তদ্দ্বারা বীরবালকের ললাটদেশে রাজতিলক অঙ্কিত করিয়া দিলেন।

সম্বৎ ১৩৫৭ (খৃঃ ১৩০১) অব্দে, মহাবীর হামির মিবাররাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। 'টীকাডোর' নামক চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে, তিনি সেইদিন সামন্তগণসমভিব্যাহারে পশেলিও গিরিদুর্গ অধিকার করিলেন। এই সময়ে তিনি যে অতুলবিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার ভাবী জীবনের অস্পষ্ট আভাস বুঝিতে পারা গিয়াছিল। সিংহশিশু সিংহবিক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে, বীরপ্রসূ শিশোদীয়বংশে যাহার জন্ম, রাজপুতগণের বীর্য্যকথা যাহার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরুক, তাঁহার শৌর্য্য অসামান্য না হইবে কেন? অভিষেকসময়ে কলসমুখোদ্গারিত পবিত্র সলিলধারার সহিত চিতোরোদ্ধার ও শত্রুসংহার তাঁহার মস্তকে পতিত হইয়াছিল। আপনার অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া, দেশবৈরীর অগণিত সেনার সহিত কেমন করিয়া যুদ্ধ করিবেন, সে চিন্তা তাঁহার অন্তঃকরণে একবারও সমুদিত হয় নাই। শয়নে, ভোজনে ও উপবেশনে সর্ব্বদাই চিতোরাধিকার করিবার অভিলাষ তাঁহার হৃদয়ে বর্ত্তমান ছিল।

মিবারের জনস্থানসমূহ সভ্যতালোকে আলোকিত ছিল। জনবহুল নগর, সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্ম, বাপী কূপ তড়াগ, হর্ম্ম্য ও চৈত্য বহুস্থানে বিদ্যমান ছিল। নগরের চতুর্দ্দিকে শস্যশ্যামলা ধরণীর কমনীয়কান্তি ভাবুকহৃদয় বিমোহিত করিত। হামির দেখিলেন যে এই সকল জনস্থানকে দুর্গম অরণ্যে পরিণত করিতে না পারিলে, শস্যক্ষেত্রের মনোজ্ঞ শোভা দূর করিয়া তাহাতে মরুভূমির বিভীষিকাময় দৃশ্য সংস্থাপন করিতে না পারিলে, শত্রুহস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায়ান্তর নাই। কঠোরকর্ত্তব্যবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া, তিনি

সর্ব্বত্র এই রাজাজ্ঞা বিঘোষিত করিলেন, "যাহারা শিশোদীয়কুলের প্রাধান্য স্বীকার করে, যাহারা শত্রুহস্ত হইতে চিতোরনগরের উদ্ধারসাধন অভিলাষ করে, তাহারা অবিলম্বে নগর ও গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া, আরাবলী পর্ব্বত-মালার দুর্গমস্থানে আশ্রয়গ্রহণ করুক।" এই আদেশ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে, অল্পদিন মধ্যে মিবারবাসী প্রজাবৃন্দ, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, স্বজন সঙ্গে লইয়া, দলে দলে পার্ব্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মিবার ক্রমশঃ জনশূন্য হইয়া দুর্গম অরণ্যে পরিণত হইল, সুপ্রশস্ত রাজপথ নিবিড়তৃণগুল্মসমাকীর্ণ হইল, প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশিষ্ট হর্ম্ম্যতলে হিংস্রজন্তুগণ নির্ভয়হৃদয়ে ভ্রমণ করিতে লাগিল, আর ক্রমে ক্রমে হামিরাধ্যুষিত কৈলবারা বহুজনাকীর্ণ অধিষ্ঠানমধ্যে পরিগণিত হইল। যবনগণ এই পথে আগমন করিলে, বীরবর হামির বিশ্বস্ত অনুচরগণের সহিত গিরিসঙ্কট হইতে অলক্ষিতভাবে বহির্গত হইয়া তীব্র প্রতাপে তাহাদিগকে উৎসাদিত করিতেন।

রাণা হামির যখন আরাবলীপর্ব্বতস্থ কৈলবারায় এইরূপে শক্তিসঞ্চয় করিতেছিলেন, তখন চিতোরের তদানীন্তন অধিপতি মালদেবের কন্যার সহিত তাঁহার পরিণয়প্রস্তাব উপস্থিত হইল। যে নগরের উদ্ধারসাধনে হামির সতত চেষ্টিত ছিলেন, তাহারই অধিপতি তাঁহাকে কন্যাদান করিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন, যবনরাজের প্রতিনিধি তাঁহার সহিত বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হইবার জন্য অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। মন্ত্রিবর্গ, মালদেবের গূঢ় দুরভিসন্ধি আশঙ্কা করিয়া, তাঁহাকে এই প্রস্তাবে সম্মতিদান করিতে নিষেধ করিলেন। তাঁহাদের শত শত তর্ক ও যুক্তি হামিরের বীর-হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইল না। যেখানে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ রাজত্ব করিয়া-ছেন, সেই দুর্লভদর্শন চিতোরনগরে পুনরায় প্রবেশ করিতে পারিবেন, পিতৃপুরুষগণের কীর্ত্তিকথাপ্লাবিত সেই পবিত্রস্থান দর্শন করিতে পারিবেন,

শিশোদীয়বীর্য্যের সেই মহাতীর্থে গমন করিতে সক্ষম হইবেন, এই উল্লাসে তিনি অধীর হইলেন। বিপক্ষের নিষ্কোষিত তরবারিকে তিনি বালক্রীড়নকবৎ অকিঞ্চিৎকর মনে করিতেন। তাঁহার বীরহৃদয়ে ভীতির নাম অজ্ঞাত ছিল, কেবল স্বদেশদর্শনের সুখকল্পনাময় আবেগে তাঁহার চিত্ত পূর্ণ হইল। তিনি মালদেব কন্যার পাণিপীড়নপ্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন।

পঞ্চশত সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে বিবাহোচিতবেশে সুসজ্জিত হইয়া, হামির পিতৃরাজ্যদর্শনে যাত্রা করিলেন। প্রত্যেক পাদবিক্ষেপে তাঁহার হৃদয় নূতনভাবে পূর্ণ হইতে লাগিল, শত শত ঐতিহাসিক ঘটনা, শত শত বাল্যশ্রুত উপন্যাসের অস্ফুটস্মৃতি, তাঁহার হৃদয়মন্দিরে একে একে সমুদিত হইল। তাঁহার মনে অন্য কোন চিন্তা নাই, তাঁহার মুখে অন্য কোন কথা নাই, তাঁহার হৃদয়ে অন্য কোন বিষয়ের প্রবেশাধিকার নাই, কেবল চিতোরের চিন্তা, কেবল চিতোরের কথা, কেবল চিতোরাধিকারের আশা তাহাতে বিরাজিত ছিল।

একদা প্রভাতসময়ে তিনি সঙ্গিগণসহ চিতোর নগরের উপকণ্ঠে উপনীত হইলেন। দূর হইতে চিতোরের প্রাকারবেষ্টন অবলোকন করিয়া হামিরের আনন্দ আর ধরে না। অগণিত সুখস্মৃতি তাঁহার স্বদেশপ্রেমিক হৃদয়ে কল্পনাজাল বিস্তার করিল। নবোদিত অরুণকিরণে চিতোরদুর্গের অভ্রভেদী চূড়াসকল সুবর্ণকান্তি ধারণ করিয়াছে, তোরণদ্বারে সুসজ্জিত সৈনিকপুরুষগণ দণ্ডায়মান আছে, প্রভাতপবনের সুমন্দহিল্লোলে প্রাসাদবৈজয়ন্তী আকম্পিত হইতেছে। হামিরের বোধ হইল যেন এসকল দৃশ্য ঐন্দ্রজালিক বাহুমাত্র, ইহাদের সত্যতাবিষয়ে তাঁহার হৃদয় সন্দিহান হইল। দুই তিন বার করদ্বারা নেত্র মার্জ্জন করিলেন, অবশেষে তাহাদের যথার্থতাবিষয়ে তাঁহার প্রতীতি জন্মিল। অল্পক্ষণমধ্যে মালদেবের পুত্রগণ

তাঁহার অভ্যর্থনার্থ সমুপাগত হইল। হামির তাঁহাদের সহিত সানন্দমনে পূর্ব্বপুরুষগণের পদাঙ্কপূত সৌধমালার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তিনি বিবাহোপলক্ষে আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজপুরীর কুত্রাপি বৈবাহিকোৎ-সবের লক্ষণ দেখিতে পাইলেন না। মন্ত্রিগণের পূর্ব্বোপদেশ তাঁহার স্মৃতি-পথারূঢ় হইল, তথাপি সে বীরহৃদয় কম্পিত হইল না। পিতৃপুরুষগণের পবিত্র প্রাসাদমধ্যে আত্মরক্ষার্থ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া, কৃপাণহস্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা, তিনি শ্লাঘার বিষয় মনে করিতেন। মালদেব তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। যথাসময়ে তিনি বিবাহাগারে নীত হইলেন, সেখানেও বৈবাহিকবিধির কোনও আয়োজন দেখিলেন না। তাঁহার চিত্ত সন্দেহাকুল হইল। শুভক্ষণে মালদেব কন্যাদান করিলেন, বিবাহকালে পুরোহিত উপস্থিত ছিলেন বটে, কিন্তু কোনপ্রকার মন্ত্র পঠিত হইল না, কেবল বর ও বধূর বসনাঞ্চল সংমিলিত হইল। হামির এই অপূর্ব্ব বিবাহ-বিধি অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। পরে নবপরিণীতা স্বামিভক্তিপরায়ণা বধূর নিকটে ইহার গূঢ়রহস্য অবগত হইলেন। মালদেব-দুহিতা অতিশৈশবে জনৈক রাজকুমারের সহিত বিবাহিতা হইয়াছিলেন; পরিণেতার মৃত্যু হওয়ায় ইনি বালবিধবা ছিলেন, সেই জন্য বিধবাবিবাহে মন্ত্রাদি পঠিত হয় নাই।

তদানীন্তন রাজপুতেরা বিধবাবিবেদনকে অত্যন্ত অপমানকর মনে করিতেন। যবনরাজের প্রতিনিধি পৈতৃকসিংহাসনের অপহর্ত্তা মালদেবের উপরে হামিরের পূর্ব্বাবধি ক্রোধ ছিল, এক্ষণে আবার গুপ্তভাবে এই অবমান-করকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করায়, হামির তাঁহার উপরে সমধিক ক্রুদ্ধ হইলেন। নব-পরিণীতা বধূর অসামান্য রূপ মাধুরী, ও অতুলনীয় গুণরাশি সন্দর্শন করিয়া তাঁহার চিত্তক্ষোভ অনেক পরিমাণে অপসারিত হইল। বুদ্ধিমতী পত্নীর পরামর্শে,

তিনি জলধরনামক জনৈক সর্দ্দারকে যৌতুকস্বরূপে গ্রহণ করিয়া, পত্নী সমভিব্যাহারে কৈলবারায় প্রত্যাগত হইলেন। পর্ব্বতের নিভৃত প্রদেশে তিনি জলধরের সহিত চিতোরোদ্ধারের পরামর্শ করিতেন। সৌভাগ্যক্রমে তাহার বেশ সুযোগ ঘটিয়া উঠিল।

মালদেবদুহিতার গর্ভে হামিরের একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত গণনা করিয়া বলিলেন, যে চিতোরের পুত্রক দেবতা নবজাত রাজকুমারের উপরে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। সুতবৎসলা জননী পুত্রের আসন্নবিপদে শঙ্কিতা হইয়া, আপন পিতাকে সমস্ত বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলেন। মালদেব অবিলম্বে কন্যা ও দৌহিত্রকে চিতোরে আনয়ন করিবার জন্য সৈন্যপ্রেরণ করিলেন। হামিরপত্নী কুমারসহ কৈলবারা হইতে চিতোরে নীত হইলেন। বিশ্বস্ত জলধরও তাঁহার সঙ্গে গমন করিল। একদা মালদেব বিদ্রোহবহ্নি নির্ব্বাপিত করিবার জন্য, চিতোর হইতে বহুদূরে অভিযান করিলেন। যুদ্ধে সাহায্য করিবার জন্য অনেকগুলি সর্দ্দার তাঁহার অনুগমন করিল। এই সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া, হামিরবধূ সুচতুর জলধরসিংহের পরামর্শানুসারে অবশিষ্ট সর্দ্দারগণকে আপনার বশীভূত করিলেন। তাঁহারাও শিশোদীয়গণের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। অবসর বুঝিয়া পতিপ্রাণা রাজপুতললনা, হামিরকে সসৈন্যে চিতোরাধিকার করিবার জন্য, জনৈক দূত প্রেরণ করিলেন। হামির বিশ্বস্ত সৈন্যগণসহ নগরের সন্নিকটেই অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র সিংহবিক্রমে চিতোরনগরে প্রবেশ করিলেন, নগররক্ষী সৈন্যেরা সে বীর্য্যপ্রবাহ প্রতিরোধ করিতে পারিল না। হামির জয়শ্রীপরিমণ্ডিত হইয়া, পিতৃগণের সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। এতদিন পরে তাঁহার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইল। নগরমধ্যে আনন্দোৎসব হইতে লাগিল। গৃহে গৃহে মঙ্গল-

বাদ্য বাজিতে লাগিল। দ্বারে দ্বারে চূতপল্লবগ্রথিত কুসুমদাম শোভা পাইতে লাগিল। পুরসুন্দরীগণ মধুরকণ্ঠে বিজয়গীতি গান করিতে লাগিল। সূতচারণগণ বাপ্পাবংশীয়দিগের বীরত্বকথা দেশে দেশে গান করিতে লাগিল। সৌধাভ্যন্তরে ও পর্ব্বতকন্দরে সে সঙ্গীতরব প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। চিতোরের দুর্গশীর্ষে পুনরায় সুবর্ণভাস্করাঙ্কিত শিশোদীয়বিজয়বৈজয়ন্তী সগর্ব্বে নীলনভোমণ্ডল স্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান হইল। চিরনির্ব্বাসিত শিশোদীয়গণ হাম্মিরকে পৈতৃকসিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া, দলে দলে চিতোরে প্রবেশ করিল। অন্যান্য সর্দ্দারগণ তাঁহার অধীনতাস্বীকার করিল।

অরাতি দমন করিয়া মালদেব যথাসময়ে চিতোরোপকণ্ঠে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। হাম্মিরকর্ত্তৃক চিতোরাধিকারবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, তাঁহার বিজয়োদ্দীপ্ত মুখমণ্ডল দুঃখকালিমাসমাকীর্ণ হইল। মালদেব ভগ্নমনোরথ হইয়া যবনরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। যবনাধিপতি বিপুলবাহিনী লইয়া কুক্ষণে হাম্মিরের সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করিলেন। হাম্মিরও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। অবিলম্বে উভয়পক্ষের ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। একদল চিতোরের স্বাধীনতা অপহরণ করিবার মানসে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ, অপরদল জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য প্রাণবিসর্জ্জনে কৃতসংকল্প। বিজয়লক্ষ্মী, বীরবর হাম্মিরের অতুলনীয়বীর্য্যে প্রীত হইয়া, তাঁহাকেই আশ্রয় করিলেন। যবনরাজের সৈন্যগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বিপর্য্যস্ত হইল, তিনি স্বয়ং বন্দীকৃত হইয়া চিতোরকারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

তিনমাসের পরে হাম্মির যবনরাজকে মুক্তিদান করিলেন এবং স্বাধীনতানিষ্ক্রয়স্বরূপ তাঁহার নিকট হইতে পঞ্চাশৎলক্ষ মুদ্রা ও অনেকগুলি হস্তী গ্রহণ করিলেন। বিদায়কালে হাম্মির যবনরাজকে বলিলেন 'আপনাকে আমি পরাজিত ও অবমানিত করিয়াছি। আপনি বোধ হয় অবিলম্বে

ইহার প্রতিশোধ দিবার জন্য, পুনরায় আমার রাজ্য আক্রমণ করিবেন। আমিও আপনার রাজোচিত অভ্যর্থনার জন্য চিতোরের নগরতোরণে সৈন্যগণসহ প্রতীক্ষা করিব।

যবনরাজকে এইরূপে পরাজিত করিয়া, হামির স্বদেশের নানাবিধ উন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। রাজ্যমধ্যে সর্ব্বত্র শান্তিস্থাপন, অত্যাচারীর দমন, সুশাসনপ্রচার, বাপীকূপাদির খনন প্রভৃতি নানা হিতকর কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি মালদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র বনবীরকে প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করিলেন। বিশ্বস্ত বনবীরও গৌরবান্বিত ভগিনীপতির যথেষ্ট উপকার করিলেন। তাঁহার বীর্য্যবলে ভীনসহর পুনরায় অধিকৃত ও মিবার রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইল। ভারতের সেই ভয়াবহ দুর্দ্দিনে বীরবর হামিরই আর্য্যনৃপতিগণের মুকুটমণিস্বরূপ বর্ত্তমান ছিলেন। প্রজারা তাঁহাকে পিতৃনির্ব্বিশেষে ভক্তি করিত। সুদূরে দিল্লীর প্রাসাদমধ্যে সৈন্যপরিবৃত হইয়াও হামিরনামশ্রবণে বাদসাহের হৃদয় কম্পিত হইত। তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ মিবারে অদ্যাবধি বর্ত্তমান রহিয়াছে। শত শত ভারতবাসীর হৃদয়মন্দিরে তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ চিরবিরাজিত।

শিবি-চরিত।

চন্দ্রবংশাবতংস মহারাজ শিবি পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি মহর্ষি মনু-প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন, অনন্যকর্ম্মা হইয়া প্রকৃতিবর্গের হিতসাধনে রত থাকিতেন, স্থানে স্থানে বাপী, কূপ, তড়াগাদি খনন করাইয়া, দস্যুতস্করদিগকে দমন করিয়া, সর্ব্বত্র শান্তিসংস্থাপন করিয়া লোকগণের অশেষবিধ মঙ্গলসাধন করিতেন। তিনি যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা ছিলেন ও চতুঃষষ্টি কলায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি অরাতিনিকরের ধূমকেতু, সজ্জনগণের আশ্রয়, ও বিদগ্ধনিকরের অগ্রণী ছিলেন। প্রজারা তাঁহাকে জনকনির্ব্বিশেষে ভক্তি করিত ও তাঁহার শাসনাধীনে পরমসুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

একদিন দিবাকর গগনসিংহাসনে উপবেশন করিলে, নবোদিত ভানু-কিরণে স্নাত হইয়া যাবতীয় পদার্থনিকর হাস্য করিতে আরম্ভ করিল। দিবসের প্রথমযামতূর্য্য জীমূতমন্দ্রে নিনাদিত হইলে, মহারাজ আস্থানমণ্ডপে গমন করিলেন। মহারাজকে সমাগত দেখিয়া অগণিত লোকসকল সসম্ভ্রমে আসনপরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইল। স্বর্ণবেত্রহস্তা প্রতিহারী অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। তৎপরে রাজ্যের প্রধান সেনা-পতি। তাঁহার পশ্চাৎভাগে মহারাজ শিবি ধীরপদসঞ্চারে সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইলেন। তৎপরে প্রধান মন্ত্রী রাজসভায় প্রবেশ করি-লেন। মহারাজ মুক্তাবিমণ্ডিত, সুবর্ণবিরাজিত সিংহাসনে উপবেশন

করিলে, সভাস্থিত লোকসকল স্ব স্ব আসন পরিগ্রহ করিলেন। রাজকিঙ্কর মুক্তাকলাপকমনীয় পুণ্ডরীকপ্রভ ছত্র তাঁহার মস্তকোপরি ধারণ করিল। কিঙ্করীগণ সিতচামরব্যজনে নিযুক্ত হইল। সূতমাগধগণ চন্দ্রবংশীয় নরনাথগণের গুণগরিমা সুললিতস্বরে কীর্ত্তন করিতে লাগিল, স্বস্তিকহস্ত ব্রাহ্মণগণ আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন, সমাগত রাজবৃন্দ মহারাজকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিলেন, রাজদূতেরা সভারম্ভসূচক ঘোষণা করিল। মহারাজ গুরুজনদিগকে প্রণামক্রিয়াদ্বারা, নরনাথদিগকে সপ্রেম সম্ভাষণদ্বারা, প্রকৃতিপুঞ্জকে করুণাবলোকন দ্বারা, আপ্যায়িত করিয়া রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

সেইদিনের রাজকার্য্য প্রায় অবসিত হইয়াছে, সভাভঙ্গের আর অধিক বিলম্ব নাই, এমন সময়ে এক কপোত মহারাজের অঙ্কে আসিয়া নিপতিত হইল। তাহাকে কম্পিতাঙ্গ ও শরণার্থী দেখিয়া মহারাজ শিবির স্বভাবার্দ্র হৃদয়ে করুণার প্রস্রবণ প্রবাহিত হইল। তিনি তাহাকে করপুটে গ্রহণ করিয়া হৃদয়ের উপরিভাগে সংস্থাপন করিলেন। কপোত ভীতিচকিতনেত্রে রাজার মুখের দিকে কাতরভাবে দৃষ্টিপাত করিল। রাজা কহিলেন 'কপোত, তোমার ভয় নাই। আমি তোমাকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিব। কপোত গলদশ্রুলোচনে উত্তর করিল, 'মহারাজ! আমি দুর্দ্ধর্ষ শ্যেনভয়ে ভীত হইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি। আপনি আমাকে আশ্রয়দানে কৃপণতা প্রদর্শন করিলে, বুঝিব, আমার আর জীবনের আশা নাই। লোকপরম্পরায় অবগত হইয়াছি আপনি আর্ত্তত্রাণব্রতে চিরদীক্ষিত। ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুন্নিবারণে, পথশ্রান্তের শান্তিদূরীকরণে, শোকবিধুরের শোকাপনোদনে, পীড়িতের রোগনাশে, ভীতের পরিত্রাণে আপনার অভয়প্রদ মঙ্গলময় হস্ত সর্ব্বদা প্রসারিত আছে। আমি আপনার শরণ গ্রহণ

করিলাম। দুরাত্মা শ্যেনের হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা করিয়া আপনার দীনবাৎসল্য প্রকটিত করুন। আমি স্বাধ্যায়সম্পন্ন, ব্রহ্মচারী, শমদমযুক্ত, ও পাপবিরহিত। আমি বেদ প্রবচন করিয়া থাকি, সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ গুরুসকাশে যথাযথ অধ্যয়ন করিয়াছি। ভগবৎকৃপায় ও আচার্য্যের দয়াবলে বেদার্থবিষয়ে আমার অধিকার জন্মিয়াছে। আমাকে শ্যেনহস্তে সমর্পণ করিবেন না। শ্রোত্রিয় শরণাগত অতিথিকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিলে মহাপাপ হইয়া থাকে।”

কপোতের বাক্য পর্য্যবসিত হইতে না হইতে, এক ভীষণাকার শ্যেন, পক্ষদ্বয় বিস্তার করিয়া, ও লোহিত ওষ্ঠপুট আমুক্ত করিয়া, সভামণ্ডপে প্রবেশ করিল। আপনার লক্ষ্যকে রাজকরতললালিত দেখিয়া কহিল, “মহারাজ, আমার ভোজনকাল সমাগত হইয়াছে। আমিও অত্যন্ত বুভুক্ষু। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আমি ঐ কপোতকে লক্ষ্য করিয়া উহার অনুধাবন করিতেছি। উহার পশ্চাৎ উড়িতে উড়িতে কত গ্রাম, নগর, ভূধর, সাগর অতিক্রম করিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। বিধাতা এই কপোতকে আমার ভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এতএব উহার প্রাণরক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়া, ক্ষুধিতের অন্নকবল অপহরণ করিয়া, ঘোরতর নরকপথে পদার্পণ করিবেন না। ঐশ্বরিক বিধিখণ্ডনে উদ্যত হইলে আপনাকে কলঙ্ককালিমা স্পর্শ করিবে। অতএব বিনয়পূর্ব্বক বলিতেছি এই হতভাগ্য কপোতকে পরিত্যাগ করুন। সুধীগণ শরীরে কপোতনিপাতকে অতীব অমঙ্গলপ্রদ বলিয়া থাকেন। আপনি চন্দ্রবংশের অলঙ্কারস্বরূপ, শাস্ত্রে আপনার অব্যাহত দর্শন আছে। জানি না শাস্ত্রনিষেধ না শুনিয়া, কেমন করিয়া কপোতকে হস্তমধ্যে আশ্রয়দান করিয়াছেন। উহাকে অবিলম্বে পরিত্যাগ করুন। বিধাতার নির্ব্বন্ধ সফল হউক, আমার ক্ষুধা দূর হউক।”

রাজার মনঃপরীক্ষা করিবার জন্তই যেন কপোত দীননয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। কষাঘাত তুরঙ্গমকে যেমন আপন গন্তব্য পথে অধিকতর প্রধাবিত করে, কপোতের দীনাবলোকনও মহারাজকে তাহার রক্ষা বিষয়ে অধিকতর উদ্যোগী করিল। তিনি বিনয়মধুরবাক্যে শ্যেনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে শ্যেন, শরণার্থীকে আশ্রয়দান করা রাজধর্ম্ম, তাহা না করিলে মহৎ পাতক হইয়া থাকে, অতএব আমি এই কপোতকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। তুমি প্রসন্ন হও, হিংসা ত্যাগ কর, আমি তোমার জন্ত প্রচুর ভক্ষ্যবস্তু প্রদান করিতেছি। প্রাণভয়ে ভীত হইয়া, শিবির শরণাগত কেহই এপর্য্যন্ত বিপন্ন হয় নাই। মহারাজ শিবি আশ্রিতকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই নূতন অপবাদের অবতারণা যাহাতে না হয়, তদ্বিষয়ে প্রাণপণে যত্ন করিব। দেখ, হিংসাবৃত্তি নরকের দ্বারস্বরূপ। অহিংসা পরমধর্ম্ম। তুমি এই কপোতকে রক্ষা করিয়া আমার প্রণয়রক্ষা কর। আমি ইহার প্রাণ ভিক্ষা করিতেছি।"

শ্যেন বলিল, 'মহারাজ! লোকে আপনাকে ধর্ম্মাবতার বলে, আপনি পৈত্রিক সিংহাসনে আসীন হইয়া, ন্যায়ানুমোদিত ধর্ম্মমার্গ অবলম্বন করিয়া, প্রজা পালন করিতেছেন, সমগ্র ভারতবর্ষ আপনার যশঃসৌরভে আমোদিত। আপনি অবিচার করিলে, আর কাহার নিকটে বিচারজন্ত গমন করিব? এই বিশাল জগতে যে যাহার খাদ্য বলিয়া নির্দিষ্ট, তাহাকে বধ করিলে বিন্দুমাত্র পাতক হয় না। সর্প যদি মণ্ডুকের প্রাণ বিনাশ করে, তাহা হইলে বিধাতৃবিহিতমার্গের অনুসরণ করে বলিয়া, তাহার কোন পাপ হয় না। এই কপোত আমার ভক্ষ্যস্বরূপে নির্দিষ্ট। ইহাকে হনন করিলে আমার পাপস্পর্শ হইতে পারে না। আরও দেখুন, যে বস্তুর অভাব হয়, লোকে সেই বস্তু পাইবার জন্ত অভিলাষী হয়, অভাব না হইলে

ইচ্ছা হয় না, ইচ্ছা না হইলে তদধিক উৎকৃষ্টতর বস্তু লাভ করিলেও তাহার সম্যক্ প্রসন্নতা জন্মে না। পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির সুশীতল সলিল-পানেই অভিলাষ হয়, কিন্তু সলিল পরিত্যাগ করিয়া, সদ্যোজাত নবনীতেও তাহার রুচি হয় না। পুত্রবিয়োগবিধুর ব্যক্তিকে ত্রিভুবনের আধিপত্য প্রদান করিলেও তাহার অভাব বিদূরিত হয় না। আমি এই কপোতকে ভক্ষণ করিতে অত্যন্ত অভিলাষী হইয়াছি। এই কপোতের বিনিময়ে আপনি আমাকে যে বস্তুই প্রদান করুন না কেন, তাহাতে আমার তৃপ্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব আপনি কপোতকে পরিত্যাগ করিয়া রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করুন। এই কপোত আপনার জন্মান্তরীণ আত্মীয় নহে, সুতরাং ইহার প্রতি কেন এত মমতা প্রদর্শন করিতেছেন?"

মহারাজ শিবি কহিলেন, "শ্যেনরাজ! তোমার যুক্তিযুক্ত ও উপাদেয় বচনাবলী শ্রবণে আমি পরিতোষ লাভ করিয়াছি। তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। তুমি শাস্ত্রার্থ সম্যক্‌রূপে বিদিত আছ। যে ভীত ও প্রপন্ন ব্যক্তিকে শত্রুহস্তে প্রদান করে, সে পাপের করাল-কবলে কবলিত হয়। এই জগতে তাহার সুদারুণ নিন্দাবাদ হইয়া থাকে, পরকালেও তাহার সদ্গতি সাধিত হয় না। সন্ধ্যাবন্দন, তর্পণ, পিতৃযজ্ঞ, সকলই তাহার নিষ্ফল। তাহার রাজ্যে প্রচুর বারিবর্ষণ হয় না, সলিলাভাবে বীজসকল যথাকালে উপ্ত ও অঙ্কুরিত হইলেও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তাহার বংশনাশ হওয়াতে পিতৃলোকের পিণ্ডক্রিয়া লোপ হইয়া যায়, সুতরাং তাহার পিতৃগণ পরলোকে দুর্ব্বিষহ যাতনা অনুভব করেন। দেবতারা তাহার যথাবিধি হুত হব্যভাগগ্রহণে অভিলাষী হন না। সে কর্ম্মপ্রভাবে স্বর্গাদি পুণ্যধামে গমন করিতে সমর্থ হইলেও, তাহা হইতে অচিরকালমধ্যে প্রচ্যুত হয়। পুরন্দরাদি দেববৃন্দ তাহার প্রতি প্রসন্ন হন না। সুতরাং শাস্ত্র

অনুশাসন বাক্য অবগত হইয়া, আমি কিরূপে এই আশ্রিত কপোতকে ত্যাগ করিয়া নিরয়গামী হই? তুমি এই কপোতকে পরিত্যাগ কর। ইহার স্বল্পপরিমাণ মাংসের বিনিময়ে আমি তোমাকে প্রচুর সুস্বাদু ও কোমল মাংস প্রদান করিতেছি। যদি বল, কপোতমাংসেই তোমার অভিরুচি হইয়াছে, কিন্তু স্বহৃদয়ে চিন্তা করিয়া দেখ, ভুক্তবস্তুর পরিণাম কি? উহা কিয়ৎকাল তোমার রসনায় তৃপ্তিবিধান করিবে বটে, কিন্তু অবিলম্বে জঠরাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া মেদ, স্রাব, শোণিত ও বিষ্ঠারূপে পরিণত হইবে। যাহার পরিণাম এত ঘৃণিত, তাহা লাভ করিবার জন্য তোমার ন্যায় তত্ত্বদর্শীর এতাদৃশ আগ্রহাতিশয় প্রদর্শন করা উচিত নহে।

শ্যেন বলিল "মহারাজ! শরণাগতের প্রতি করুণা প্রকাশ করিতেছেন বটে, কিন্তু আমার প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিতেছেন। আশ্রিতকে রক্ষা করিলে পুণ্যলাভ হয় সত্য, কিন্তু ক্ষুধার্ত্তের তৃপ্তিসাধন করিলে কি তৎ-পরিমিত পুণ্যলাভ হয় না? এই কপোতকে রক্ষা করিলে আপনার যে পুণ্য সঞ্চিত হইবে, বুভুক্ষু আমাকে বঞ্চনা করাতে তদপেক্ষা মহৎ পাতক আপনাকে গ্রাস করিবে। এই কপোত ভিন্ন অন্য কোন খাদ্যগ্রহণে আমার অভিলাষ নাই। দেখুন মধ্যাহ্নসময় সমুপস্থিত হইয়াছে। আমিও প্রবল ক্ষুধা ও শ্রান্তিতে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে এই কপোতকে আমার হস্তে প্রদান করিয়া, আমার প্রাণরক্ষা করুন। নতুবা ক্ষুধার্ত্ত অতিথির মৃত্যুর হেতুভূত হইয়া, আপনি তীব্রপাতকে পতিত হইবেন।"

রাজা কহিলেন, "বিহগরাজ! কপোত ভিন্ন আমার যাহা কিছু আছে, আমি তাহা তোমাকে প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। কেবল এই কপোতকে তোমার হস্তে দান করিতে আমি ধর্ম্মতঃ অসমর্থ। তুমি যাহা অভিলাষ কর, আমি তাহাই তোমাকে দিয়া আসন্ন বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে চাই।

সমুদ্ররসনা ধরণী, মণিপ্রভোজ্জ্বলিত কোষগৃহ, অগণিত মত্তমাতঙ্গ ও পবনাতিগ তুরঙ্গ, বিবিধ রত্নাকর ভঙ্কা, এমন কি আমার দেহ দান করিলেও যদি তুমি এই কপোতকে অভয় দান কর, তাহা হইলে আমি অবিলম্বে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারি। আত্মপ্রাণদান করিয়া আশ্রিতকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলে, আমি আপনাকে কৃতার্থম্মন্য মনে করিব।"

শ্যেন বলিল, "মহারাজ,! আপনি নীতিজ্ঞ হইয়া অবোধের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন। বিবেচনা করিয়া দেখুন, সমগ্র পৃথিবী অপেক্ষা জম্বু-দ্বীপ আপনার প্রিয়তর। জম্বুদ্বীপাপেক্ষা এই নগর প্রিয়তর। নগর অপেক্ষা আপনার প্রাসাদ অধিকতর প্রেমবস্তু। আবার প্রাসাদ অপেক্ষা আত্মীয়স্বজন প্রিয়তর। আত্মীয়স্বজনমধ্যে স্ত্রীপুত্র অধিকতর প্রীতিভাজন। স্ত্রীপুত্রের মধ্যে পুত্র প্রিয়তর, কিন্তু আত্মশরীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম। কারণ উহা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের সোপান, উহা জীবনীশক্তির আধারভূত, উহা জীবাত্মার পান্থনিবাসস্বরূপ। এই জন্যই নীতিকোবিদগণ দেহ রক্ষা করিবার জন্য অন্যান্য সকল বস্তু বিসর্জ্জন করিতে উপদেশ দান করিয়াছেন। সুতরাং স্বজনপরিত্যাগেও যাহার রক্ষা শাস্ত্রানুমোদিত, আপনি কিজন্য সেই দেহ পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করিতেছেন? এই অধ্যবসায় পরিত্যাগ করুন, এবং কপোতকে পরিত্যাগ করিয়া নীতিমার্গ অনুসরণ করুন।"

রাজা কহিলেন, "শ্যেনরাজ! দেহ অপেক্ষা ধর্ম্ম অধিকতর প্রিয়। এই পাঞ্চভৌতিক দেহ, চর্ম্ম, মাংস, রক্ত, অস্থি, মজ্জা প্রভৃতির সমবায়মাত্র। ইহা ক্লেদপরিপূর্ণ ও ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং এই দেহ বিনিময়ে যদি অনন্তকাল-স্থায়ী নির্ম্মল ধর্ম্মলাভ হয়, তাহাহইলে মনুষ্য চরিতার্থতা লাভ করে। অতএব এই কপোতকে রক্ষা করিবার জন্য, আমি শরীরদানে কুণ্ঠিত নহি।"

শ্যেন বলিল "মহারাজ! আপনার সহিত বৃথা তর্ক করিয়া সময়াতিপাত

করিতে অভিলাষী নহি। আপনি দক্ষিণ উরু হইতে মাংস কর্ত্তন করিয়া আমাকে প্রদান করুন। কপোতপরিমিত মাংস পাইলেই আমার তৃপ্তি হইবে।

রাজা সম্মত হইলেন। সভাস্থ লোকগণ শোকাভিভূত হইয়া নিষ্পন্দ-নয়নে মহারাজের বদনমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। শিবি সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার আদেশানুসারে সভামণ্ডপে তুলাদণ্ড আনয়ন করা হইল। রাজা কপোতকে তাহার একভাগে সংস্থাপন করিলেন, এবং আপনার দক্ষিণ উরু হইতে কপোতপরিমিত মাংস কর্ত্তন করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। কেহই মহারাজের শরীর হইতে মাংসকর্ত্তন করিতে অগ্রসর হইল না। রাজা যাহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন, সে গলদশ্রুনেত্রে মহারাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আপনার অক্ষমতা জ্ঞাপন করে। তখন তিনি সকলকে শোকাকুল দেখিয়া প্রসন্নমুখে কহিলেন, 'সভ্যগণ! শারদাভ্র-ক্রোড়ে সৌদামনীস্ফুরণবৎ এই মনুষ্যজীবন অত্যন্ত চঞ্চল। এই তুচ্ছ দেহ হইতে মাংস কর্ত্তন করিয়া দান করিলে, যদি আমি শরণাগত এই কপোতকে রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে রাজধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইবে। তোমরা খেদ প্রকাশ করিও না, আমি প্রখ্যাত চন্দ্রবংশীয় ভূপতিগণের বরণীয় সিংহাসনে অধিরূঢ়। আমার পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ কর। আমি অদ্য যে কার্য্য করিতে অগ্রসর হইতেছি, মহাত্মা যযাতি ও উশীনর অবশ্যই তাহার অনুমোদন করিবেন। এই শ্যেন অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়াছে সুতরাং অবিলম্বে আমার শরীর হইতে মাংস কর্ত্তন কর।" মহারাজ নীরব হইলেন, কিন্তু কেহই এই নিষ্ঠুরকার্য্য সম্পন্ন করিতে অগ্রসর হইল না। অনন্তর তিনি স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিলেন, এবং প্রসন্নবদনে ও অক্ষুব্ধচিত্তে আপন দক্ষিণ উরু অনাবৃত করিয়া

মাংস কর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কর্ত্তিতমাংস তুলাদণ্ডে উত্থান করিয়া দেখা গেল, কপোত মাংসঅপেক্ষা গুরুতর। পুনরায় বাম উরু হইতে মাংস কর্ত্তিত হইল। শিরামুখ হইতে অবিরলধারে শোণিতস্রাব হওয়াতে, সভামণ্ডপ যজ্ঞভূমির শোভা ধারণ করিল। রাজার বদন স্বর্গীয়তেজে আপ্লুত হইল, বিষাদের ক্ষীণরেখাও তাহাতে লক্ষিত হইল না। যতই মাংস কর্ত্তিত হউক না কেন, কপোত তদপেক্ষা অধিকতর গুরু হইল। অবশেষে মাংসকর্ত্তনের অনুপযোগিতা অনুধাবন করিয়া রাজা বলিলেন, 'আমার দক্ষিণ ও বাম উরু এক্ষণে মাংসশূন্য হইয়াছে, হৃদয়ের মাংসও প্রদান করিয়াছি। শোণিতস্রাব হওয়াতে শরীর ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া আসিতেছে। হস্ত ক্ষীণ ও অবশ হইতেছে, মাংসকর্ত্তনে আর সামর্থ্য নাই। অতএব আমি সমগ্র শরীর দান করিতেছি, এই কপোত রক্ষিত হউক।" এই কথা বলিয়া মহারাজ শিবি স্বয়ং তুলাদণ্ডে আরূঢ় হইলেন। সভাতল রোদন ও হাহাকারশব্দে পরিপূর্ণ হইল। অমাত্যগণ উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন, প্রকৃতিবর্গ বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল। সমবেত রাজন্যবর্গ অশ্রুজলে সিক্ত হইলেন। রাজা শ্যেনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'বিহগ-রাজ! তোমার শোণিততৃষ্ণা পরিতৃপ্ত হউক।' রাজার বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে আকাশে দেবদুন্দুভি নিনাদিত হইল। সুরবালাগণ মন্দারকুসুম বর্ষণ করিতে লাগিলেন। 'ধন্য মহারাজ শিবি' এই অশরীরী বাক্ অন্ত-রীক্ষে উচ্চারিত হইল। স্বর্গীয় সঙ্গীতস্রোত মৃদুমন্দ পবনহিল্লোলে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল। সকলেই কণ্টকিতশরীরে ও বিস্ময়স্তিমিতলোচনে চিত্র-পুত্তলিকাবৎ নিস্পন্দভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বোধ হইল যেন কোন ঐন্দ্রজালিকমন্ত্রবলে মুহূর্ত্তমধ্যে সকলে প্রস্তরমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল।

তখন শ্যেন, বলিল "মহারাজ! আশ্রিতকে পরিপালন করিয়া তুমি অক্ষয়

কীর্ত্তি লাভ করিলে। তোমার স্থায় আত্মত্যাগ জগতে অতি বিরল। তুমি কপোতকে রক্ষা করিবার জন্ত একবার রাজ্যের মমতা করিলে না, স্ত্রী-পুত্রাদির মুখাপেক্ষা করিলে না, দেহদানে আশ্রিতকে রক্ষা করিয়া নিজ ব্রত উদ্‌যাপন করিতে অগ্রসর হইলে। ধন্ত তুমি! ধন্ত তোমার অভয় দান! যতদিন চন্দ্র ও সূর্য্য কিরণ দান করিবে, যতদিন শৈলশতসমন্বিতা এই পৃথিবী বর্ত্তমান থাকিবে, যতদিন এই বিশালজগতে মানবনামক জীব বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন তোমার এই কীর্ত্তিকথা সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইবে। প্রজাপুঞ্জের রঞ্জক, দুষ্টের শাসক, স্বজনের আনন্দবর্দ্ধক, আশ্রিতের একাবলম্ব, মহারাজ শিবি! উন্মানদণ্ড হইতে অবতরণ কর। যেখানে সুখ আছে, দুঃখ নাই; শান্তি আছে, অশান্তি নাই; মিলন আছে, বিরহ নাই; আলোক আছে, অন্ধকার নাই; প্রীতি আছে, কলহ নাই; অমৃত আছে, মরণ নাই; তুমি সেই পবিত্রধামে গমন করিবার সম্পূর্ণ অধিকারী হইয়াছ। বেদ-বেদাঙ্গপরায়ণ ঋষিরা যে লোকে গমন করেন, সমরক্ষেত্রে জীবনোৎসর্গ করিয়া শূরগণ যেখানে বিশ্রাম লাভ করেন, তোমার পূর্ব্বপুরুষ যযাতি, নহুষ প্রভৃতি রাজর্ষিগণ যেখানে গমন করিয়াছেন, তুমি সেই আনন্দপূর্ণ অক্ষয় ধামে গমন করিবে। উঠ মহারাজ! আশ্রিতের রক্ষাকারী মহারাজ শিবির জয়! এই বলিয়া শ্যেন অন্তর্হিত হইল।

অনন্তর কপোত তেজঃপুঞ্জসমাকীর্ণ স্বর্গীয় শরীর ধারণ করিয়া, মহারাজ শিবির হস্তধারণ করতঃ তাঁহাকে তুলাযন্ত্র হইতে অবতরণ করাইল। তাঁহাকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া আনন্দগদগদ বচনে বলিল, "মহারাজ! আমি বৈশ্বানর। এই শ্যেন দেববন্দিত বজ্রপাণি পুরন্দর। আমরা তোমার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্ত, তোমার দয়া ও আশ্রিতবাৎসল্যের সীমা দর্শন করিবার জন্ত, প্রচ্ছন্নবেশে আগমন করিয়াছিলাম। আমাদের

কঠোর পরীক্ষায় তুমি সম্যক্ উত্তীর্ণ হইয়াছ। আজ বুঝিলাম মহারাজ শিবির দয়াসমুদ্রের পার নাই। যিনি ক্ষুদ্র কপোতকে রক্ষা করিবার জন্য আপনার লোকদুর্লভ শরীরকে উৎসর্গ করিতে পারেন, তিনি মর্ত্তবাসী হইলেও দেবতুল্য। তোমার শরীর পূর্ব্ববৎ কমনীয় হইবে। তোমার যশঃপ্রভায় ত্রিভুবন আলোকিত হইবে। তোমার কীর্ত্তিকথা অপ্সরোগণ কীর্ত্তন করিবে। তোমার ন্যায় পুণ্যবান ও যশস্বী রাজা আর নাই। দেবগণ তোমার কার্য্যে অতীব প্রসন্নতা লাভ করিয়াছেন, দেবর্ষিগণ তোমার প্রতি আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিতেছেন। হে মহাত্মন্! তুমি কপোতরোমানামক পুত্ররত্ন লাভ করিবে, এবং ভগবচ্চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া, অনন্তধামে অনন্তকালেব জন্য অবস্থিতি করিবে।”

এই বলিয়া অগ্নি প্রস্থান করিলেন। মহারাজ শিবি ভগবানের স্তব করিয়া সভাভঙ্গ করিলেন।

পরিশিষ্ট।

শাক্যসিংহের গৃহত্যাগ।

নেপালের পার্ব্বত্যপ্রদেশে রোহিণীতীরে কপিলবাস্তু অবস্থিত। গোরক্ষপুরের অনতিদূরে কোহানানামে এক স্থান আছে। পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ উহাকেই কপিলবাস্তুর বর্ত্তমান নাম বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কথিত আছে, ইক্ষ্বাকুবংশীয় কুমারেরা পিতৃশাপগ্রস্ত হইয়া এখানে আগমন করেন। গৌতমবংশোদ্ভব কপিল ঋষি এই স্থানে বাস করিতেন। তাঁহারা, আশ্রমস্থিত শাকবৃক্ষতলে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, 'শাক্য' নামে অভিহিত হন। কপিল মুনি তাঁহাদিগকে এই স্থানে নগর সংস্থাপনের অনুমতি দিয়াছিলেন বলিয়া, ইহা কপিলবাস্তু নামে অভিহিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে রাজকুমারেরা, নূতন রাজ্য সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া, শাক্য নামে পরিচিত।

মহারাজ শুদ্ধোদন মায়াদেবী ও মহাপ্রজাবতী গৌতমী নাম্নী দুই ভগিনীর পাণিগ্রহণ করেন। মায়াদেবী লুম্বিনীনামক উপবনে নবকুমার প্রসব করেন। ইনি সিদ্ধার্থ, শাক্যসিংহ, গৌতম ইত্যাদি নামে অভিহিত হইতেন। মায়াদেবী লোকান্তর গমন করিলে, গৌতমী ইহাঁকে সন্তানস্নেহে প্রতিপালন করেন। বাল্যকালে জ্যোতির্ব্বিদ্গণ বলিয়াছিলেন 'এই বালক জরাগ্রস্ত, ব্যাধিত ও মৃত মানব অবলোকন করিয়া সংসার পরিত্যাগ করিবেন।' এই জন্য যাহাতে কুমার এই সকল দেখিতে না পান, রাজা তাহার বিধান করিয়াছিলেন। ইনি সংসার-কষ্ট জানিবার জন্য স্বেচ্ছায় বিবাহ করিয়াছিলেন।

সংসার ত্যাগ করিয়া, তিনি বোধিদ্রুমতলে সম্বোধিলাভ করেন। শেষ জীবনে ইনি 'বুদ্ধ' নামে অভিহিত হন। ইহাঁর জীবনচরিত ও ধর্ম্মপ্রচার ললিতবিস্তর, মহাবস্তু, কারণ্ডব্যূহ, জাতকমালা, বুদ্ধচরিত, তথাগতগুহ্যক প্রভৃতি নানাগ্রন্থে বর্ণিত আছে।

একলব্য।

একলব্যের উপাখ্যানভাগ মহাভারতের আদিপর্ব্ব হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

বাল্মীকি ও রামায়ণ।

মহর্ষি বাল্মীকি যে নরহন্তা রত্নাকর ছিলেন, একথা তৎপ্রণীত রামায়ণে উল্লিখিত নাই। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত অধ্যাত্মরামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বাল্মীকি রামের নিকটে রামনামের মাহাত্ম্যকীর্ত্তনপ্রসঙ্গে আত্মচরিত বলিয়াছেন। বহুদিন হইতে রত্নাকরের প্রবাদ প্রচলিত আছে। প্রবাদ ও অধ্যাত্মরামায়ণ হইতে এই সন্দর্ভ

সঙ্কলিত করিয়াছি। অধ্যাত্মরামায়ণের মতে বাল্মীকি সাত জন ঋষিকে দেখিয়াছিলেন। "একদা মুনয়ঃ সপ্ত দৃষ্টা মহতি কাননে" ৬ অধ্যায়, অযোধ্যাকাণ্ড। আরও দুই একস্থলে বৈষম্য আছে।

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বং" ইত্যাদি—

নিষাদ (ব্যাধ) যৎ (যেহেতু) ত্বং (তুই) ক্রৌঞ্চমিথুনাৎ (ক্রৌঞ্চমিথুন হইতে) কামমোহিতং (ক্রীড়াসক্ত) একং (একজনকে) অবধীঃ (বধ করিয়াছিস্), শাশ্বতীঃ সমাঃ (চিরকাল ব্যাপিয়া) প্রতিষ্ঠাং (কীর্ত্তি) মা অগমঃ (পাইবি না)।

জগতে ইহাই আদি শ্লোক। টীকাকারেরা ইহার নানাবিধ ব্যাখ্যা করেন। তন্মধ্যে রাম ও রাবণপক্ষে অর্থ এখানে সংক্ষেপে নিবেশিত হইল।

রাবণপক্ষে

নিষাদ (রাবণ) তুমি ক্রৌঞ্চবৎ মধুরভাষী সীতারাম হইতে প্রেমাসক্ত সীতাকে অপহরণ করিয়া মরণাধিক ক্লেশ প্রদান করিয়াছ, এই জন্য কখনও তোমার যশঃ হইবে না।

নিষাদ=নি+সদ্+ষঞ—যে বসিয়া থাকে, সুতরাং ব্যাধ বা পরস্ত্রীচোর। ক্রৌঞ্চ=যে মধুর শব্দ করে, সুতরাং পক্ষী বা দম্পতী।

রামপক্ষে

হে মানিষাদ (রাম)* যেহেতু তুমি মন্দোদরীরাবণরূপ মিথুন হইতে কামমোহিত রাবণকে বধ করিয়াছ, এইজন্য তুমি চিরদিন যশস্বী হইবে।

*মানিষাদ, মা (লক্ষ্মী) নিষাদ (বাসস্থান) অতএব লক্ষ্মীর আবাসভূমি রামচন্দ্র।

পলাসীর যুদ্ধ।

মুরসিদাবাদের নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হইলে, তাঁহার দৌহিত্র সিরাজুদ্দৌলা তৎপদে অধিরূঢ় হন। নানা কারণে ইংরাজবণিকের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য উপস্থিত হইল। ইনি কলিকাতা আক্রমণ করিয়া ইংরাজগণকে বন্দী করিয়াছিলেন। ১৪৬ জন ইউরোপীয়কে সঙ্কীর্ণ গৃহে আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল। দারুণ গ্রীষ্মে ও পিপাসায় ১২৩ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। ইহাই ইতিহাসে 'অন্ধকূপ হত্যা' নামে প্রসিদ্ধ। আধুনিক ইতিহাসবিৎ পণ্ডিতেরা অনেকেই অন্ধকূপহত্যার সত্যতাসম্বন্ধে সন্দিহান।

নিমাই-সন্ন্যাস।

নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্র নামে একজন লোক ছিলেন। মহাত্মা চৈতন্য ইহাঁর ঔরসে শচীদেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি পাশ্চাত্য বৈদিকগণের সামবেদীয় ভরদ্বাজ-বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইনি নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইহাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, শচীদেবী যত্নসহে ইহাঁকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। পঞ্চবিংশ বৎসর বয়সে ইনি সংসার পরিত্যাগ করেন। ইংরাজি ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে, চৈতন্যদেব 'নীলাচলে' [illegible]

জীমূতবাহন।

শ্রীহর্ষকৃত নাগানন্দনামক নাটক হইতে এই সন্দর্ভটী সংগৃহীত হইয়াছে।

বিশ্বামিত্র—একদা দ্বাদশবর্ষব্যাপিনী অনাবৃষ্টি উপস্থিত হওয়ায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। মহর্ষি বিশ্বামিত্র সেই সময়ে অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হওয়ায় খাদ্যাভাবে চণ্ডালের গৃহে গমন করিয়া কক্কুরমাংসভক্ষণে জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। শান্তিপর্ব্ব।

গৌতম—গৌতম নামে এক ব্রাহ্মণ বহুকাল চণ্ডাল বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বহুবিধ প্রাণি-হত্যায় নিরত ছিল। একদিন গৌতম ধনের জন্য ভ্রমণ করিতে করিতে সন্ধ্যাকালে এক বটবৃক্ষতলে উপস্থিত হইল। সেই বটবৃক্ষে নাড়ীজঙ্ঘ নামে এক পরম ধার্ম্মিক বক বাস করিত। বক ব্রাহ্মণকে বৃক্ষতলে উপস্থিত দেখিয়া তাহার যথোপযুক্ত আতিথ্য করিল, এবং বিরূপাক্ষ নামক এক রাক্ষসের নিকটে ধনের জন্য গমন করিতে বলিল। গৌতম নাড়ীজঙ্ঘের উপদেশে বিরূপাক্ষের নিকট গমন করিল ও প্রভূত ধন লাভ করিয়া পুনরায় সেই বটবৃক্ষতলে প্রত্যাগত হইল। নাড়ীজঙ্ঘ পুনরায় গৌতমের যথোচিত আতিথ্য করিয়া নিদ্রিত হইলে, গৌতম, পথিমধ্যে আহারের জন্য সেই পরোপকারী নাড়ীজঙ্ঘকে বিনাশ করত সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিল। শান্তিপর্ব্ব।

মহারাজ অশোক।

খৃষ্ট জন্মিবার ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে অশোক সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ইঁহার যত্নে ২৪২ পুঃ খৃঃ তৃতীয় বৌদ্ধসমিতির মহাধিবেশন হইয়াছিল। ইনি ২২২ পুঃ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

জোসেফাইন—ইনি ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ানের মহিষী ছিলেন। বাল্যকালে একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে ইনি কালে রাজমহিষী হইবেন।

রুক্মিণী—ইনি বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা। শিশুপালের সহিত ইঁহার বিবাহপ্রস্তাব হইলে, ইনি কৃষ্ণের নিকট দূত প্রেরণ করেন। কৃষ্ণ ইঁহাকে বিবাহ করেন। (মহাভারত, ভাগবত, হরিবংশ)

রত্নাবলী—ইনি সিংহলরাজের কন্যা, সাগরকূলে ইহাকে পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া, ইনি সাগরিকা নামে অভিহিতা হইতেন। মহারাজ উদয়নের অনুরাগপাত্রী হইয়া, ইনি বহু ক্লেশ সহ্য করেন, পরে রাজার সহিত বিবাহিতা হন (রত্নাবলী)

শকুন্তলা—ইনি মেনকার গর্ভে বিশ্বামিত্রের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি কণ্ব ইঁহাকে কন্যাস্নেহে পালন করেন, দুষ্মন্ত মৃগয়া করিতে গিয়া ইঁহাকে বিবাহ করেন। (মহাভারত, অভিজ্ঞানশকুন্তল)

হাম্মির।

এই সন্দর্ভ রাজস্থান হইতে সংগৃহীত।

জহরব্রত—সতীত্ব রক্ষা করিবার জন্য রাজপুত মহিলাগণ চিতাপ্রবেশ করিতেন। ভূগর্ভস্থ সুরঙ্গমধ্যে চিতা প্রজ্বলিত হইত। অকম্পিতহৃদয়ে বীরনারীরা উহাতে প্রবেশ করিলে, সুরঙ্গের লৌহদ্বার রুদ্ধ হইত।

রাজলক্ষ্মীর ক্ষুধা—খোমানরাসে লিখিত আছে, যে একদিন নিশীথকালে চিতোরের রাজলক্ষ্মী আপনার ক্ষুধা শান্তি করিবার জন্য মুকুটধারী দ্বাদশজন রাজসন্তানকে বলিস্বরূপে প্রদান করিতে বলিয়াছিলেন। রাণা তাঁহার দ্বাদশপুত্র মধ্যে একে একে একাদশ জনকে অভিষিক্ত করিয়া যুদ্ধে পাঠাইলেন। জন্মভূমির রক্ষার্থ তাঁহারা মহাপ্রস্থান করিলেন। অবশেষে অক্ষুণসিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে বীরশয়নে শায়িত হইলেন।

প্রতাপসিংহ—রাণা প্রতাপসিংহ যবনহস্ত হইতে মিবারের উদ্ধার করিয়াছিলেন। হলদীঘাটের যুদ্ধে ইঁহার অসামান্য শৌর্য্যে শত্রুগণ বিমোহিত হইয়াছিল। স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য প্রতাপ অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন।

সংগ্রামসিংহ—ইনি সম্বৎ ১৫৬৫ অব্দে চিতোরের সিংহাসনে উপবেশন করেন। ইঁহার আর একটি নাম সঙ্গ। বাবরসাহ মিবার আক্রমণ করিলে, ইনি তাঁহার প্রতিরোধ করিয়াছিলেন।

চণ্ড—ইনি রাণা লাক্ষের পুত্র, ইঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও স্বার্থত্যাগ অতুলনীয়। ইঁহার বীরত্বে রণমল্লের কবল হইতে চিতোরোদ্ধার হইয়াছিল।

বাদল—আল্লাউদ্দীন চিতোর আক্রমণ করিলে দ্বাদশবর্ষীয় বাদল অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

তারাবাই—মিবারের পৃথ্বীরাজ ইঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তারা স্বামীর সঙ্গে গমন করিয়া অপূর্ব্ব বীর্য্যপ্রকাশে তোডাতঙ্ক উদ্ধার করেন।

মীরাবাই—ইনি মিবারাধিপতি কুম্ভের পত্নী। ইনি সংসারসুখে বিতৃষ্ণ ও বিষ্ণুভক্তা ছিলেন, বিষ্ণুপূজা পরিত্যাগ না করায়, ইনি প্রাসাদ হইতে দূরীকৃতা হইলেন এবং জীবনের অবশিষ্ট দিন, তীর্থভ্রমণে ও সাধুসেবায় ব্যয়িত করিলেন।

কর্ম্মদেবী—ইনি সমরসিংহের মহিষী। পুত্র কর্ণের শৈশবে, ইনি রাজ্য শাসন করিতেন। এই বীরনারী কুতবুদ্দীনকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

পান্না—রাণাসঙ্গের পুত্র উদয়সিংহকে বনবীরের করাল কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রভুভক্ত ধাত্রী পান্না আপনার পুত্রকে দান করিয়াছিলেন।

পুত্ত—ইনি কৈলবাধিপতি, আকবরসাহ চিতোর আক্রমণ করিলে, ইনি অলৌকিক বীর্য্য প্রকাশ করেন। ইঁহার জননী ও নববধূ বীরবেশে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন।

জবহরবাই—বাহাদুরসাহ চিতোর আক্রমণ করিলে, ভগ্নদুর্গপ্রাকারের রক্ষা করিবার জন্য, শিশোদীয় রাজমহিষী যুদ্ধোচিতবেশে দণ্ডায়মানা ছিলেন। ইনি অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া যুদ্ধস্থলে প্রাণপরিত্যাগ করেন।

পদ্মিনী—ইনি রাণা ভীমসিংহের পত্নী। আল্লাউদ্দীন ইঁহার রূপে বিমোহিত হন। ইনি কৌশলক্রমে স্বামীকে উদ্ধার করেন।

টিকাদৌর—রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া, রাজপুত্রগণ সৈন্যসহ শত্রুদলে বহির্গত হইতেন। ইহাই টিকাদৌড় নামে খ্যাত।